পাতঞ্জল-দর্শন

প্রকাশক ঃ

ব্রহ্মজ্ঞ কবি শ্রী অমূল পদ স্মৃতি সংঘ।
৫৩/৭ যাদব ঘোষ রোড।
সরশুনা।
কলিকাতা – ৭০০০৬১।

প্রাপ্তিস্থান ঃ প্রকাশকের নিকট।

মূল্য -- চল্লিশ টাকা মাত্র (40·00)

মুদ্রাকর ঃ সন্দীপ চৌধুরী
কলিকাতা
ফোন (off) 361502
(Reg) 592630

মুদ্রক ঃ
দাস প্রেস
৮৯, বি. টি রোড
কলিকাতা-২

প্রচ্ছদ অঙ্কনে ঃ
জিতেন দাস

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

ভূমিকা

"যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ ।
বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতে তামাহুঃ পরমাং গতিম্ ॥"

(কঠোপনিষৎ ২।৩।১০)

অর্থাৎ 'যখন মনের সহিত পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় সংকল্প ত্যাগ করিয়া স্থিরভাব ধারণ করে, বুদ্ধিও কোন চেষ্টা করে না, যোগিগণ উহাকেই পরমা গতি বলেন ।'

"যং বিনিদ্রা জিতশ্বাসাঃ সত্ত্বস্থাঃ সংযতেন্দ্রিয়াঃ ।
জ্যোতিঃ পশ্যন্তি যুঞ্জানাস্তস্মৈ যোগাত্মনে নমঃ ॥ (মহাভারত—ভীষ্মস্তবরাজ, শান্তিপর্ব) । অর্থাৎ 'নিদ্রাজয়ী, জিতশ্বাস, সত্ত্বস্থ এবং সংযতেন্দ্রিয় যোগিগণ যাঁহাকে যোগাভ্যাসকালে জ্যোতিরূপে (জ্ঞানস্বরূপ আত্ম-জ্যোতিরূপে) দর্শন করেন, সেই যোগাত্মা ভগবান্‌কে নমস্কার ।'

পাতঞ্জল-যোগশাস্ত্র হিন্দুদর্শনরাজ্যের একখানি অমূল্য গ্রন্থ । এই গ্রন্থে মহর্ষি পতঞ্জলি সূত্রাকারে যোগ কি, উহার সাধন, উহার ফল প্রভৃতি বর্ণনা করিয়া মানব-সমাজের অশেষ কল্যাণ করিয়াছেন। সমস্ত গ্রন্থখানি চারিপাদে বিভক্ত :— (১) সমাধিপাদ (২) সাধনপাদ (৩) বিভূতিপাদ এবং (৪) কৈবল্যপাদ । ঐ সকল পাদের বক্তব্য বিষয় আমরা প্রত্যেক পাদের প্রথমেই সংক্ষেপে দেখাইয়াছি ; সেইজন্য এখানে উহাদের পৃথক্ উল্লেখ করা হইল না । এই যোগশাস্ত্র সাংখ্যদর্শনের অন্তর্গত হইলেও সাংখ্যশাস্ত্র-প্রণেতা কপিল নিত্যমুক্ত ঈশ্বর স্বীকার করেন নাই । সেইজন্য কপিলের সাংখ্যদর্শনকে নিরীশ্বর-সাংখ্য বলা হয় । কিন্তু পাতঞ্জল-

দর্শনে নিত্যমুক্ত ঈশ্বর স্বীকৃত হওয়ায় ইহাকে সেশ্বর-সাংখ্য বলে।

যদিও বেদান্তসূত্রে ভগবান্ ব্যাসদেব সাংখ্য ও পাতঞ্জল-দর্শনের কোন কোন অংশ অবৈদিক বলিয়া খণ্ডন করিয়াছেন এবং আচার্য্য শ্রীশঙ্করও বেদান্তসূত্রের ভাষ্যে সাংখ্যকে অদ্বৈতবাদের প্রবল প্রতি-পক্ষ জ্ঞান করিয়া দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথমেই সাংখ্য ও যোগমতের খণ্ডন করিয়াছেন, তথাপি উহাদের অধিকাংশ যাহা বেদের অবিরোধী অদ্বৈতবাদিগণ পরম হিতকর জানিয়া উহাদিগকে সাদরে গ্রহণ করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। বস্তুতঃ সাংখ্যদর্শন প্রকৃতি-পুরুষের বিবেকদ্বারা এবং যোগদর্শন যোগ ও বিবেক উভয় দ্বারা অদ্বৈতসিদ্ধান্তে উঠিবার ও স্থিত হইবার পথ সুগম করিয়া দিয়াছেন।

অদ্বৈতমতের সঙ্গে যে যে বিষয়ে সাংখ্যমতের ঐক্য ও পার্থক্য আছে, আমরা নিম্নে উহা প্রদর্শন করিতেছি। অদ্বৈতমতে পুরুষ নির্গুণ, নিষ্ক্রিয় এবং চৈতন্য-স্বরূপ—সাংখ্যমতেও উহাই স্বীকৃত। প্রকৃতি ও পুরুষের বিবেক উভয় মতেই কল্যাণপ্রদ। আত্মা বা পুরুষ নিত্যমুক্ত। অনাদি অবিদ্যা দ্বারা বন্ধ ও মোক্ষ আত্মার উপর কল্পিত—এ বিষয়েও উভয় মতের সাদৃশ্য আছে। সাধনপথও উভয়ের প্রায় একরূপ। এখন উভয়মতের পার্থক্য দেখান হইতেছে—সাংখ্যমতে (যোগদর্শনের মত প্রায় সাংখ্য-দর্শনের অনুরূপ) মূলা প্রকৃতি বা প্রধান এক ও ত্রিগুণাত্মিকা। গুণত্রয়ের বৈষম্যে উহা বিকার প্রাপ্ত হইয়া বহুরূপ ধারণ করে। পুরুষ বা আত্মা, বহু। কিন্তু অদ্বৈত মতে ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির পরিণামে সৃষ্টি স্বীকৃত হইলেও পুরুষের বহুত্ব স্বীকৃত নয়—পুরুষ এক—উহা বহু বুদ্ধিরূপ উপাধিতে বহু পুরুষরূপে প্রতীত হয় মাত্র। সাংখ্যমতে প্রকৃতি ও পুরুষ ভিন্ন এবং উভয়েই নিত্য বা সত্য—সুতরাং সাংখ্য দ্বৈতবাদী। অদ্বৈতমতেও বিচারকালে প্রকৃতি ও পুরুষের ভিন্নতাই স্বীকার করা

হয়, কিন্তু সিদ্ধান্তে জ্ঞানস্বরূপ পুরুষকে বাদ দিয়া প্রকৃতির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সিদ্ধ হয় না বলিয়া প্রকৃতিকে মিথ্যা বলা হয়। সাংখ্যমতে বলা হয়—চুম্বকের সান্নিধ্যে লৌহের বিচলনের ন্যায়, পুরুষের সান্নিধ্যে প্রকৃতি স্বতঃই বিচলিত হইয়া পুরুষের ভোগাপবর্গ সিদ্ধির জন্য স্বতন্ত্রভাবে সৃষ্টি ও প্রলয়কার্য্যে প্রবৃত্তা হন। কিন্তু বেদান্তমতে বলা হয়—চেতন ঈশ্বরের ঈক্ষণে প্রকৃতির মধ্যে গুণক্ষোভ হইয়া প্রকৃতির পরিণামে জগৎ উৎপন্ন হয় এবং ঈশ্বরেচ্ছায়ই প্রলয়ও হইয়া থাকে। জড়া প্রকৃতি স্বতন্ত্রভাবে জগৎসৃষ্টির কারণ হইতে পারে না। জড় নিজে কোন কর্ম করিতে পারে, ইহার দৃষ্টান্ত নাই। চুম্বক যাহাতে লৌহকে আকর্ষণ করিতে পারে, এরূপভাবে লৌহকে চুম্বকের সান্নিধ্যে স্থাপন করা চেতন-পুরুষ-প্রযত্ন-সাধ্য। ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন—"ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্" (৯।১০) অর্থাৎ 'আমার অধ্যক্ষতাহেতু প্রকৃতি সচরাচর জগৎ প্রসব করে।' উপনিষদেও বলা হইয়াছে—"তদৈক্ষত" (ছান্দোগ্য ৬।১।৩) অর্থাৎ 'তিনি ঈক্ষণ করিলেন' ইত্যাদি। বহু শ্রুতিতে ও শাস্ত্রে ঈশ্বরের জগৎ-স্রষ্টৃত্ব দেখান হইয়াছে। সাংখ্য ও যোগ মতে প্রকৃতি-পুরুষের বিবেকদ্বারা মোক্ষলাভ হয়। সাংখ্যমতে বিবেকের এবং যোগমতে যোগের প্রাধান্য। অদ্বৈত মতে বলা হয়—প্রকৃতি-পুরুষের বিবেকদ্বারা 'ত্বং' পদার্থের অর্থাৎ জীবসাক্ষীর জ্ঞান হয়, কিন্তু উহাকে ব্রহ্মরূপে অনুভব করিবার জন্য গুরুমুখ হইতে 'তত্ত্বমসি' 'অহং ব্রহ্মাস্মি' প্রভৃতি মহাবাক্য-বিচার শ্রবণ করা কর্ত্তব্য, নতুবা জীবের সম্যক্ জ্ঞান হয় না। জীবসাক্ষীর জ্ঞানে ব্রহ্মবিষয়ক পরোক্ষভ্রান্তির নিবৃত্তি হইলেও অব্রহ্মত্ব ভ্রান্তির নিবৃত্তি হয় না। আত্মাকে ব্রহ্মরূপে অনুভব না করায় সাংখ্য বহু-পুরুষবাদী হইয়া পড়িয়াছেন। বৃহদারণ্যকে আছে—"স বা অয়ং পুরুষঃ সর্বাসু পূর্ষু পুরিশয়ো নৈনেন কিংচনা-

সংবৃতম্” (২।৫।১৮) অর্থাৎ 'সেই এই পুরুষ সর্ব দেহপুরে শয়ান আছেন; এমন কিছুই নাই যাহা তাঁহাদ্বারা অনুপ্রবিষ্ট নয়।' এইরূপ একপুরুষবাদের সমর্থক বহু শ্রুতিবাক্য আছে। প্রশ্ন হইতে পারে,—'যদি একই পুরুষ সর্বদেহে অনুপ্রবিষ্ট থাকেন, তবে একের সুখদুঃখ অপরে অনুভব করে না কেন'? এতদুত্তরে অদ্বৈতবাদী বলেন—'যেমন একই সূর্য্য বহু দর্পণে বহু সূর্য্যরূপে প্রতীত হন, তেমনি একই আত্মা বহু বুদ্ধিদর্পণে বহু জীবরূপে প্রতীত হন। যেমন এক দর্পণের মলিনতা ও চঞ্চলতা-জন্য সেই দর্পণস্থিত সূর্য্যকেই মলিন ও চঞ্চল দেখায়, তজ্জন্য অন্য দর্পণস্থিত সূর্য্য মলিন ও চঞ্চল হয় না, এইরূপ এক বুদ্ধিতে প্রতিফলিত পুরুষের চিত্তের শুদ্ধতা, মলিনতা ও চঞ্চলতার জন্য সেই পুরুষের চিত্তে যে সুখদুঃখের অনুভব হয়, উহা অন্য জীবের চিত্তে সংক্রমিত হয় না, অর্থাৎ উপাধিভেদই ঐ প্রকার অনুভূতি-ভেদের কারণ, তজ্জন্য আত্মভেদ হয় না। আরও এক কথা প্রকৃতির নিত্যতা স্বীকার করায় সাংখ্যের পুরুষ কিরূপে অসঙ্গ হন, তাহাও বুঝা যায় না—কারণ দ্বিতীয় বস্তু থাকিলেই ভয় হয়—“দ্বিতীয়াৎ বৈ ভয়ং ভবতি” (বৃহদারণ্যক ১।৪।২)। বস্তুতঃ প্রকৃতি মিথ্যা হইলে তবেই পুরুষ অসঙ্গ হন। পাতঞ্জল-দর্শনোক্ত ঈশ্বর, জগতের নিমিত্ত-কারণ—উপাদানকারণ প্রকৃতি। বেদান্তমতে ঈশ্বর জগতের অভিন্ন-নিমিত্তোপাদান কারণ। সাংখ্য ও ন্যায়মতে মুক্তিতে জীবের সর্ব্বদুঃখ নিবৃত্তিমাত্র হয়, ইহাই বলা হয়, কিন্তু বেদান্তমতে পরমানন্দ-প্রাপ্তিরও কথা আছে।

জীব ব্রহ্মের একত্ব অলৌকিক তত্ত্ব বলিয়া একমাত্র অপৌরুষেয় বেদপ্রমাণগম্য। বেদান্ত-বিচারই ব্রহ্মজ্ঞানের একমাত্র সাক্ষাৎকারণ, উহা অন্য কোন সাধনের অপেক্ষা রাখে না। তবে সাধনসকল চিত্তের শুদ্ধি-সম্পাদন করিয়া পরম্পরারূপে ঐ জ্ঞানের কারণ হয়।

যেহেতু, অশুদ্ধচিত্তে মহাবাক্যবিচারও প্রকৃত জ্ঞান উৎপাদন করিতে পারে না। সাংখ্য ও যোগশাস্ত্রে উপনিষদুক্ত ব্রহ্মভাবের দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয় নাই—ঐ দুই শাস্ত্রে 'ব্রহ্ম' শব্দের উল্লেখও বড় দেখা যায় না। সেইজন্য সাংখ্য বহুপুরুষবাদী। সাংখ্যমতে প্রকৃতি সত্য এবং দুঃখপ্রদ হওয়ায় উহা হইতে দূরে পলাইবার চেষ্টা আছে—কিন্তু অদ্বৈতমতে সাধনাবস্থায় প্রকৃতি ও উহার প্রভাব হইতে দূরে থাকিবার চেষ্টা থাকিলেও সিদ্ধাবস্থায় প্রকৃতি মিথ্যা হওয়ায় ঐরূপ পলাইবার চেষ্টা নাই—কারণ তখন প্রকৃতি ও পুরুষ অভিন্ন। মহর্ষি অষ্টাবক্র যোগের নিরোধ-সমাধিকে উপহাস করিয়া বলিয়াছেন—"বিষয়-দ্বীপিনো বীক্ষ্য চকিতাঃ শরণার্থিনঃ। বিশন্তি ঝটিতি ক্রোড়ং নিরোধৈকাগ্রসিদ্ধয়ে"। নির্বাসনং হরিং দৃষ্ট্বা তূষ্ণীং বিষয়দন্তিনঃ। পলায়ন্তে ন শক্তাস্তে সেবন্তে কৃতচাটবঃ" অর্থাৎ 'বিষয়রূপ ব্যাঘ্রকে দেখিয়া ভীত ও শরণার্থী যোগিগণ একাগ্র ও নিরোধসিদ্ধির জন্য সমাধিক্রোড় আশ্রয় করেন। কিন্তু বাসনাশূন্য সিংহসদৃশ জীবন্মুক্তকে দেখিয়া বিষয়রূপ হস্তিগণ নীরবে পলায়ন করে, যদি উহা না পারে, তবে তোষামোদ করিয়া উঁহার সেবা করে'। জ্ঞানী কাহাকে ধরিবেন, কাহাকেই বা ছাড়িবেন? তাঁহার নিকট সবই ব্রহ্ম। "যত্র যত্র মনো যাতি তত্র তত্র সমাধয়ঃ" অর্থাৎ 'জ্ঞানীর মন স্বভাবতঃ ভিতর বাহির যেখানেই যাউক না কেন, সর্বত্র সমদর্শন হওয়ায় তাঁহার সমাধি সর্বদাই লাগিয়া থাকে।—ইহাই সহজ সমাধি। ইহার পর সম্যক্ প্রারব্ধক্ষয়ে নির্গুণব্রহ্মে স্থিতি। এই যে জ্ঞানীর সমাধি, ব্যবহার, প্রারব্ধ প্রভৃতির কথা বলা হয়, ইহা লোকদৃষ্টির কথা; জ্ঞানীর নিজদৃষ্টিতে উহারা সবই ব্রহ্ম।

সাংখ্য যদি পূর্বোক্ত পুরুষের বহুত্ব, প্রকৃতির সত্যত্ব প্রভৃতি

বেদান্তবিরোধী মতগুলি ছাড়িয়া দেন, তবে অদ্বৈতমতের সঙ্গে সাংখ্য-মতের বিরোধ থাকে না। আধুনিক কোন কোন দ্বৈতবাদী আচার্য্য অসহিষ্ণু হইয়া অদ্বৈতবাদ খণ্ডন করিতে গিয়া অদ্বৈতবাদ-সম্বন্ধে তাঁহাদের অজ্ঞতারই পরিচয় দিয়াছেন। যাহা হউক, আমাদের মনে হয় সাংখ্যমত অপেক্ষা অদ্বৈতমত অধিক শ্রুতি-অনুকূল এবং অলৌকিক তত্ত্ববিষয়ে যুক্তিপ্রমাণ অপেক্ষা শ্রুতি-প্রমাণই বলবান্। তথাপি সাংখ্য ও যোগদর্শন অদ্বৈতসিদ্ধান্তে স্থিত হইবার পক্ষে বিশেষ সহায়ক—সেইজন্য অদ্বৈতবাদিগণ উহাদিগকে বিরোধের দৃষ্টিতে দেখেন না। প্রকৃত অনুভবী অদ্বৈতবাদী সমস্ত বিরোধী বস্তুর মধ্যে এক অবিরোধী অদ্বৈতবস্তুকেই দেখিতে পান। ভেদ তাঁহার নিকট মিথ্যা বলিয়া সেই মিথ্যা বস্তু লইয়া বিবাদে তাঁহার আগ্রহ থাকে না। সেইজন্য আচার্য্য গৌড়পাদ বলিয়াছেন—"স্ব-সিদ্ধান্তব্যবস্থাসু দ্বৈতিনো নিশ্চিতা দৃঢ়ম্। পরস্পরং বিরুধ্যন্তে তৈরয়ং ন বিরুধ্যতে" (মাণ্ডুক্য-কারিকা, অদ্বৈত-প্রকরণ ১৭ শ্লোঃ) অর্থাৎ 'দ্বৈতবাদিগণ আপন আপন সিদ্ধান্তে দৃঢ়নিশ্চিত হইয়া পরস্পর বিবাদ করিয়া থাকেন, কিন্তু আত্মৈকদর্শীর উহাদের কাহারও সহিত বিরোধ থাকে না।' প্রকৃত অদ্বৈতবাদী, তাঁহার বিরোধী সত্য অন্য কোন বস্তুকে দেখিতে পান না—যদি উহা দেখেন, তবে তিনি দ্বৈতবাদীই হইয়া পড়িবেন। তথাপি অদ্বৈতবাদী আচার্য্যগণ প্রারব্ধবশতঃ লোকানুগ্রহ জন্য স্বভাবতঃই শ্রুতি-অনুকূল যুক্তি সকল প্রদর্শন করিয়া জীবগণের ভ্রান্তির অপনোদন করিয়া উহাদিগকে প্রকৃত কল্যাণের পথ প্রদর্শন করেন।

অদ্বৈতবাদে উঠিতে গেলে পাতঞ্জল-দর্শনোক্ত সাধনসকল অপরি-হার্য্য। কারণ বেদান্তের অধিকারী হইতে গেলে বিবেক, বৈরাগ্য, শম, দমাদি যে সকল সাধনের প্রয়োজন হয়, উহারা এই পাতঞ্জল-

দর্শনের সাধনের অন্তর্গত। সাধনা দ্বারা চিত্তের রজস্তমোমল অপনীত হইয়া চিত্তস্থৈর্য্য না হইলে মলিন ও চঞ্চল চিত্তদ্বারা বস্তু-স্বরূপের ঠিকঠিক অবধারণ হয় না এবং ব্রহ্মজ্ঞানও নিশ্চল হয় না। এই দর্শনে চিত্তস্থৈর্য্য-সম্পাদনের উপায়গুলি যেরূপ সুশৃঙ্খলভাবে দেখান হইয়াছে, তাহা অন্য শাস্ত্রে বিরল। সেইজন্য অদ্বৈতবাদী আচার্য্যগণ এই শাস্ত্রোক্ত যোগ আদরের সহিত গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের গ্রন্থে প্রামাণিকরূপে উহার উল্লেখ করিয়াছেন। আবার কোন কোন অদ্বৈতবাদী আচার্য্য যোগদর্শনের ভাষ্যও করিয়াছেন। বিদ্যারণ্য মুনি তাঁহার 'জীবন্মুক্তি-বিবেক' নামক গ্রন্থে জীবন্মুক্তির উপায়-স্বরূপ মনোনাশের জন্য এই পাতঞ্জল-দর্শনের অনেক সূত্রের উল্লেখ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই সকল বিচার করিয়া ঈশ্বর-প্রেরণাবশে আমি নিজের চিত্তমার্জনজন্য এই যোগদর্শনের আলোচনায় ও ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হই। ইহা দ্বারা আমি যে উপকার ও আনন্দ লাভ করিয়াছি তজ্জন্য মহর্ষির নিকট ঋণী থাকিলাম এবং তাঁহার উদ্দেশ্যে পুনঃ পুনঃ প্রণাম নিবেদন করিতেছি। আশা করি, এই গ্রন্থের পাঠকগণও ইহা পাঠে বিশেষ উপকৃত হইবেন।

পরিশেষে ব্যক্তব্য এই যে, এই গ্রন্থ-প্রণয়নে আমি প্রধানতঃ ব্যাসভাষ্যের এবং ভোজদেব কৃত বৃত্তির অনুসরণ করিয়াছি। কপিলাশ্রমের শ্রীমৎ স্বামী হরিহরানন্দ আরণ্য-সংকলিত পাতঞ্জল-যোগদর্শনের বাংলা সংস্করণ হইতেও সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি। সুতরাং পূর্বোক্ত গ্রন্থকারগণের নিকট কৃতজ্ঞ থাকিলাম। স্বামিজী তাঁহার প্রণীত বাংলা যোগদর্শনে যথেষ্ট পাণ্ডিত্যের ও সূক্ষ্মচিন্তার পরিচয় দিয়াছেন। তবে যে গ্রন্থশেষে তিনি শাঙ্করমতকে আক্রমণ করিয়া উহার খণ্ডনের প্রয়াস করিয়াছেন, আমি উহার অনুমোদন করি না এবং আমার মনে হয়, নিজমতে আগ্রহবশতঃ শঙ্করমত সম্যক্

অনুধাবন না করায় স্বামিজীর খণ্ডন ব্যর্থ হইয়াছে। কিন্তু তিনি যে অভ্যাস-বৈরাগ্যবিহীন আধুনিক বেদান্তিগণকে স্থানে স্থানে কটাক্ষ করিয়াছেন, উহা সঙ্গতই হইয়াছে। অধিক বলা বাহুল্য।

আমার প্রিয় শিষ্য শ্রীকেশবলাল মেহতা এই পুস্তকের সম্যক্ ব্যয়ভার বহন করিয়াছেন। তিনি ৮।১০ বৎসর যাবৎ সর্ব্বপ্রকারে আমার সেবা করিয়া আসিতেছেন। তাঁহার মত স্বধর্মনিষ্ঠা ও গুরুভক্তি আজকাল অতি বিরল। আমি এই পুস্তকের সর্ব্ববিধ সত্ত্ব শ্রীমান্ কেশবলালকে দান করিতেছি এবং তাহার সর্ববিধ কল্যাণ কামনা করি। ইতি—

১৪।৩ সি, বলরাম বসু ঘাট রোড
ভবানীপুর, কলিকাতা-২৫
১লা পৌষ—১৩৭২ সাল

নিবেদক
শ্রীঅমূলপদ চট্টোপাধ্যায়।

"মন্ত্রার্থঃ শ্রী জগন্নাথঃ মদ্‌গুরু শ্রী জগদগুরু।
মদাত্মা সর্বভূতাত্মা তস্মৈ শ্রী গুরবে নমঃ॥"

প্রকাশকের নিবেদন

এই গ্রন্থের গ্রন্থকার আমাদের পরমারধ্য গুরু ঁঅমূলপদ চট্টোপাধ্যায় ১৯৭৭ সালের ১৩ই জানুয়ারী ইহলীলা সংবরণ করেন। এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের প্রকাশক ঁকেশবলাল মেহতা মহাশয় গ্রন্থকারকে গুরুপদে বরণ করিয়া তাঁহার নিকট শাস্ত্র অধ্যয়ন ও আলোচনা করিয়া নির্ম্মলচিত্ত হইয়াছিলেন। তিনি প্রথম সংস্করণ নিজ ব্যয়ে প্রকাশ করিয়া তাঁহার গুরুভক্তির নিদর্শন রাখিয়া গেছেন।

ঁঅমূলপদ চট্টোপাধ্যায় লিখিত 'পাতঞ্জল-দর্শনম্‌' পুস্তকখানির ছাপা কপি আর নাই। পণ্ডিত মহলে এই গ্রন্থটির চাহিদা যথেষ্ট রহিয়াছে। একথা অনস্বীকার্য যে এই ধরণের গ্রন্থ সাধারণের মধ্যে চাহিদা না থাকায় কোনও বাণিজ্যিক প্রকাশনা সংস্থার নিকট হইতে সাড়া পাওয়া যায় না। তাই আমরা এই পুস্তকখানি প্রকাশে উদ্যোগী হইয়াছি। আমাদের ধারণা বর্ত্তমানে ভারতের সংহতি বিপন্ন হইবার মূল কারণ হইল চিত্তমালিন্য। 'আমরা সবাই মানুষ', 'সবাই ভারতীয়' শুধুমাত্র এইসব বাণী প্রচারের দ্বারা চিত্তমালিন্য দূর হইবার নহে। ধর্মের নামে বুদ্ধিজীবী ও রাজনৈতিক মহলের কিছু অংশে যে প্রতিযোগিতা শুরু হইয়াছে তাহাতে মূলে কুঠারাঘাত করিয়া বৃক্ষের অগ্রভাগে জলসিঞ্চনের কার্য হইতেছে। ইহাতে সংহতি বৃক্ষ বাঁচিবে না। বাহ্যতঃ যে সব ভেদ দেখা যায় সেই সব ভেদকে গায়ের জোরে সমূলে উৎপাটিত করিলেও ভেদের বীজ থাকিয়াই যাইবে। উপযুক্ত পরিবেশ ও সময়ে বহুবিধ ভেদ আবার মাথাচারা দিয়া ভীষণাকৃতি বিশিষ্ট হইয়া দেখা দিবে।

চিত্তমালিন্য দূর হইলে ভেদের বীজ আর ফলদান করিতে সমর্থ হইবে না। পাতঞ্জল-দর্শনম এমনই এক গ্রন্থ যাহা পাঠ করিলেও সেইমত অভ্যাস করিলে চিত্ত নির্মল হয় ও কামনা বাসনাজনিত ভেদের বীজ দূরীভূত হয়। এই গ্রন্থখানি পাঠ্য বিষয়ের অন্তর্ভূক্ত করিয়া ছাত্রাবস্থা হইতেই পঠন পাঠনের ব্যবস্থা ও সেইমত অভ্যাস করিতে পারিলে অদূর ভবিষ্যতে সংহতি রক্ষার বাতাবরণের ক্ষেত্র তৈরী হইবে ইহা আমাদের স্থির বিশ্বাস। এই গ্রন্থপাঠে অভ্যাসে শরীর ও মন দুইই শুদ্ধ হয়। সুতরাং সময়োপযোগী বিবেচনা করিয়া আমরা এই গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণ করিলাম। গ্রন্থকার কর্ত্তৃক সাধারণের বোধগম্য করিয়া লিখিত এই গ্রন্থখানি বহুল প্রচারিত হইলে আমরা আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক বলিয়া মনে করিব। গুরুপদে অসংখ্য প্রণাম। ইতি --

৫৩/৭ যাদব ঘোষ রোড
সরশুনা।
কলিকাতা – ৭০০০৬১
১৪০০ সাল

বিনীত নিবেদক
আদিত্য নাথ চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদক
ব্রহ্মজ্ঞ কবি শ্রী অমূল্যপদ
স্মৃতি সঙ্ঘ।

পাতঞ্জল-দর্শনম্

সূচীপত্র

(সমাধিপাদঃ)

সাধনপাদঃ

সূত্র		পৃষ্ঠা

বিভূতিপাদঃ

কৈবল্যপাদঃ

ভ্রম-সংশোধন

অশুদ্ধ	—	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	লাইন
প্রত্যোক্ষের	—	প্রত্যক্ষের	১৩	২
যোগভূমি	—	যোগভূমি	৪২	৫
প্রভৃতি ত বাভূ		প্রভৃতি ভূত বা	৪৩	২৩
করিতে।	—	করিতে	৪৭	১০
সূতার্থ	—	সূত্রার্থ	৪৯	১
বিষয়ভাগে	—	বিষয়ভোগে	৮১	১৬
বিষমিশ্রিত	—	বিষ মিশ্রিত	৮২	১১
অবস্থ্যন	—	অবস্থান	১০৯	৮
জর্থাৎ	—	অর্থাৎ	১৫৭	১৯
বস্তুনঃ	—	বস্তুনোঃ	১৬৭	৯
পূরুষ	—	পুরুষ	১৯২	১৮ সূত্র

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

পাতঞ্জল-দর্শনম্

সমাধিপাদঃ

[সমাধিপাদে বর্ণিত প্রধান বিষয়সকল—

চিত্তবৃত্তির নিরোধই যোগ—উহা হইলে দ্রষ্টা পুরুষের স্ব-স্বরূপে অবস্থান হয়—নতুবা বৃত্তিসকলের সারূপ্যবশতঃ পুরুষের সুখ দুঃখাদির ভোগ হয়। প্রমাণ, বিপর্য্যয়াদি বৃত্তিসকলের বিভাগপূর্বক পরিচয়-প্রদান—বৃত্তি সকলের নিরোধের উপায় অভ্যাস ও বৈরাগ্য ইহা প্রদর্শন—অভ্যাস ও বৈরাগ্যের স্বরূপ বর্ণন—উহার ফলে শুদ্ধচিত্তে বিবেকখ্যাতি ও পরবৈরাগ্যের উদয় হয় ইহা প্রতিপাদন। বিতর্কাদি চারিপ্রকার সম্প্রজ্ঞাত সমাধির এবং নিরোধ সমাধির স্বরূপ প্রদর্শন—বিদেহ ও প্রকৃতিলীন যোগিগণের পুনরায় সংসার প্রাপ্তি ঘটে, ইহা দেখাইয়া মোক্ষপ্রাপক সমাধির বর্ণন—তীব্র-সংবেগ যোগীর শীঘ্রই মুক্তি হয় ইহা দেখাইয়া মৃদু ও মধ্য সংবেগ সাধনা দ্বারা কালে তীব্রসংবেগ হইতে পারে ইহা প্রদর্শন। পূর্বোক্ত যোগসকলের পরিবর্ত্তে কেবল ঈশ্বরে সর্বকর্মার্পণরূপ ভক্তি দ্বারাও ঈশ্বরকৃপায় সমাধি সিদ্ধি হইতে পারে, ইহা প্রতিপাদন—ঈশ্বরের স্বরূপ বর্ণন—উঁহার বাচক প্রণব, ইহা দেখাইয়া প্রণবজপের উপদেশ—প্রণবজপের ফল বর্ণন। ব্যাধি, স্ত্যান সংশয়াদি চিত্তবিক্ষেপের কারণসকল এবং উহাদের ফল দেখাইয়া বিক্ষেপ জয় করিবার জন্য একতত্ত্বের অভ্যাসরূপ কতিপয় উপায় প্রদর্শন। সবিতর্ক, নির্বিতর্ক, সবিচার ও নির্বিচার সমাপত্তির স্বরূপ ও ভেদপ্রদর্শন—নির্বিচার সমাপত্তির বৈশারদ্যে 'ঋতম্ভরা' প্রজ্ঞার উদয় হয়, ইহা কথন—সম্প্রজ্ঞাত সমাধির প্রজ্ঞাকেও নিরোধ করিয়া নির্বীজ অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি লাভ হয়, ইহা প্রতিপাদন।]

অথ যোগানুশাসনম্ ॥ ১ ॥

[অথ যোগস্য (যোগের) অনুশাসনম্ (উপদেশ) আরভ্যতে (আরম্ভ করা হইতেছে)]

ব্যাখ্যা—'অথ' শব্দ গ্রন্থের আরম্ভ-সূচক, অথবা গ্রন্থারম্ভে মাঙ্গলিক 'অথ' শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে। শাস্ত্রে আছে "ওঁ" কার ও "অথ" এই দুইটি শব্দ পূর্বকালে ব্রহ্মার কণ্ঠ ভেদ করিয়া উৎপন্ন হইয়াছিল; সেই এই দুইটি শব্দ মাঙ্গলিক। "অনুশাসন" শব্দের অর্থ—অনু=পশ্চাৎ এবং শাসন=উপদেশ। এই যোগশাস্ত্র প্রথমে হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মাকর্তৃক বিস্তৃতভাবে উপদিষ্ট হইয়াছিল। পশ্চাৎ মহর্ষি পতঞ্জলি সূত্রাকারে উহাকে সংক্ষেপে বর্ণনা করিতেছেন।

প্রশ্ন হইতে পারে—(১) 'এই যোগশাস্ত্র আরম্ভের উদ্দেশ্য কি? অর্থাৎ ইহাতে কি প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে? কারণ প্রয়োজন না থাকিলে কোন মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিও কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না।' তদুত্তরে বলা যায়—'এই যোগশাস্ত্রে যে যোগের বিষয় কথিত হইয়াছে, উহার ফল হইতেছে, সর্বদুঃখের নিবৃত্তিরূপা স্ব-স্বরূপে অবস্থিতি—উহাই কৈবল্যমুক্তি।' (২) 'এই গ্রন্থে কোন্ বিষয় বর্ণিত হইয়াছে?' ইহার উত্তর—'পূর্বোক্ত যোগ, উহা প্রাপ্তির উপায় এবং যোগের ফল ইত্যাদি বিষয় এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে।' (৩) 'এই গ্রন্থপাঠের অধিকারী কে?' তদুত্তরে বলা যায়—'সর্বদুঃখনিবৃত্তির জন্য যাঁহার যোগ-সম্বন্ধে জানিতে প্রবল ইচ্ছা হইয়াছে, তিনিই এই শাস্ত্রপাঠের অধিকারী।' (৪) অধিকারী, বিষয় ও ফলের মধ্যে যে পরস্পর সম্বন্ধ আছে, উহাই এই গ্রন্থের সম্বন্ধ। অধিকারী ও ফলের মধ্যে প্রাপক-প্রাপ্য সম্বন্ধ এবং বিষয় ও ফলের মধ্যে উপায়-উপেয় সম্বন্ধ। কোন শাস্ত্র-গ্রন্থের প্রথমেই (১) অধিকারী

(২) বিষয় (৩) সম্বন্ধ ও (৪) প্রয়োজন এই চারিটি বিষয় প্রদর্শনের রীতি আছে। ইহাদিগকে 'অনুবন্ধ-চতুষ্টয়' বলে। 'অনুবন্ধ' শব্দের অর্থ—'পুরুষম্ অনুবধ্নাতি স্বজ্ঞানেন প্রেরয়তি ইতি অনুবন্ধঃ' অর্থাৎ 'যাহা স্বজ্ঞান দ্বারা পুরুষকে উহার দিকে প্রবর্তিত করে, উহাই অনুবন্ধ'।

যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ ॥ ২ ॥

[চিত্তস্য (চিত্তের) পরিণতিরূপাণাং বৃত্তীনাং (পরিণতিরূপা বৃত্তিসকলের) নিরোধঃ এব (নিরোধই) যোগঃ (যোগ)]

সূত্রার্থ—চিত্তের বৃত্তিসকলের নিরোধকে যোগ বলে। (এখানে মহর্ষি 'চিত্ত' শব্দটি ব্যাপক অর্থে প্রয়োগ করিয়াছেন—মন, বুদ্ধি ও অহংকারও উহার অন্তর্গত)।

ব্যাখ্যা—প্রশ্ন হইতে পারে চিত্তবৃত্তি কাহাকে বলে? তদুত্তরে বলা যায়—যেমন কোন জলাশয়ের জল কোন নালী দিয়া প্রবাহিত হইয়া চতুষ্কোণ, ত্রিকোণাদি ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া সেই ক্ষেত্রের আকার ধারণ করে, এইরূপ আমাদের চিত্ত চক্ষুরিন্দ্রিয়প্রণালী দ্বারা বহির্গত হইয়া ঘটাদি বস্তুর উপর পতিত হয় এবং উহাদের আকারে আকারিত হয়। চিত্তের এইপ্রকার ঘটাদি আকারে যে পরিণাম-প্রাপ্তি বা ঘটাদি আকার ধারণ, উহাই ঘটাদি-আকারা চিত্তবৃত্তি। ঘটকে জানিতে হইলে উহাকে দেহের ভিতর আনিতে হয় না। চিত্ত ঘটাদি বস্তুর উপর পতিত হইয়া উহার একটা ছাপ লইয়া অন্তরে ফিরিয়া আসে। আত্মা জ্ঞান বা চৈতন্য-স্বরূপ। বৃত্তিসকলের উৎপত্তিমাত্রই উহারা ঐ জ্ঞানদ্বারা উজ্জ্বল হইয়া প্রকাশিত হয়। ঘটাকারা বৃত্তি + জ্ঞান = ঘটাকারা বৃত্তিজ্ঞান। যেমন অগ্নির নিজের কোন আকার না থাকিলেও গোল, চতুষ্কোণ প্রভৃতি লৌহখণ্ডে

প্রবিষ্ট হইয়া উহা গোল, চতুষ্কোণ প্রভৃতি আকারে প্রতীত হয়, এইরূপ জ্ঞানের কোন আকার না থাকিলেও বৃত্তিসকলে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া উহা বৃত্তিজ্ঞানরূপে প্রতীত হয়। যেমন গোল, চতুষ্কোণ প্রভৃতি লৌহখণ্ডে অনুপ্রবিষ্ট অগ্নি লৌহের ঐ সকল গোল, চতুষ্কোণ প্রভৃতি আকারকে প্রকাশিত করে, এইরূপ বৃত্তিসকলে অনুপ্রবিষ্ট চৈতন্য বা জ্ঞান ঐ বৃত্তিসকলকে প্রকাশিত করে। কিন্তু চক্ষুরিন্দ্রিয়ের ন্যায় অন্য জ্ঞানেন্দ্রিয় দেহের বহির্দেশে গমন করে না। উহারা স্ব স্ব গোলকে অবস্থিত থাকিয়াই বিষয়সকল গ্রহণ করে এবং চিত্ত ঐ বিষয়সকলের আকারে আকারিত হয় বা পরিণাম প্রাপ্ত হয়; তখন পূর্বোক্ত রীতিতেই ঐ সকল বিষয়ের জ্ঞান আমাদের হইয়া থাকে। কোন বিষয়ের জ্ঞান হওয়ার পর উহার সংস্কার বা ছাপ বাসনারূপে আমাদের চিত্তে থাকিয়া যায়। অনুকূল কারণের সাহায্যে ঐ সংস্কার যখন পরে ফুটিয়া উঠে, তখন উহাকে স্মৃতি বলা হয়—উহাও চিত্তেরই বৃত্তি। চিত্তস্থ সংস্কারের অনুকূল ও প্রতিকূল বস্তুর প্রাপ্তিতে চিত্তে সুখাকারা ও দুঃখাকারা বৃত্তির উদয় হয়। চিত্ত সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণাত্মক। গুণসকল সর্বদা পরিণামশীল। ঐ তিন গুণের পরিমাণের তারতম্যানুসারে আমাদের চিত্তে অসংখ্য সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক বৃত্তির উদয় হইতেছে এবং পুনরায় উহাদের লয় হইয়া উহারা চিত্তে সংস্কাররূপে অবস্থান করিতেছে।

সমুদ্রে যেমন অসংখ্য তরঙ্গ উঠে এবং উহাতেই লয় প্রাপ্ত হয়, এইরূপ চিত্তেও অসংখ্য বৃত্তির উদয় হয় এবং চিত্তেই উহাদের লয় হয়। চিত্ত বা মন ব্যতীত সংসার দেখান যায় না; সুতরাং সংসার চিত্তেই স্থিত। চৈতন্যস্বরূপ আত্মা বা পুরুষ নির্গুণ, নিষ্ক্রিয় ও অসঙ্গ, উঁহাতে সংসার নাই। কিন্তু প্রকৃতি ও পুরুষের

অবিবেকবশতঃই আত্মা যেন সংসারদশা প্রাপ্ত হন। লোকসকল যেমন আপনাপন বৃত্তিদ্বারা জীবিত থাকে, এইরূপ বৃত্তিসকলদ্বারা চিত্ত জীবিত থাকে। বৃত্তিসকলের নিরোধ হইলে চিত্ত থাকে না; তখন পুরুষ আপনার নির্গুণ চিৎস্বরূপে অবস্থান করেন—ইহাই পুরুষের কৈবল্য বা মুক্তি, ইহা পরবর্ত্তী সূত্রে দেখান হইয়াছে। যদিও শুদ্ধ, নিষ্ক্রিয় ও অসঙ্গ পুরুষের বা আত্মার সহিত চিত্তবৃত্তি-সকলের কোন সম্বন্ধ নাই, তথাপি অনাদি অবিদ্যাবশতঃ আত্মা (পুরুষ) স্বীয় স্বরূপ ভুলিয়া গিয়া চিত্তবৃত্তির অনুসরণ করিয়া যেন সুখী দুঃখী হইয়া পড়েন—ইহাই পুরুষের বন্ধন। আবার বিবেকের উদয়ে স্বরূপের পরিচয়ে আত্মার মুক্তি।

পূর্বোক্ত তিনগুণের মাত্রার তারতম্যানুসারে চিত্তের ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিরুদ্ধ এই পাঁচটি অবস্থা দৃষ্ট হয়—উহাদিগকে পঞ্চপ্রকার চিত্তভূমি বলা হয়। (১) রজোগুণের প্রাবল্যবশতঃ যে চিত্ত অস্থির ও কর্মচঞ্চল, যাহা বহু বিষয়ের দিকে ধাবিত হয়, যে চিত্তে কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতির প্রাধান্য, সেই চিত্তকে 'ক্ষিপ্ত' বলে। (২) 'মূঢ়' চিত্ত তমঃপ্রধান—উহাতে নিদ্রা, আলস্য, মোহ, প্রমাদ প্রভৃতির প্রাধান্য দেখা যায়। সাধারণ মানুষের চিত্ত অধিকাংশ সময় ক্ষিপ্ত বা মূঢ় অবস্থায় অবস্থান করে। (৩) 'বিক্ষিপ্ত' চিত্তে কখন কখন সত্ত্বগুণের প্রাধান্যবশতঃ চিত্তে একাগ্রতা, সুখ, শান্তি প্রভৃতির আবির্ভাব হয়; কিন্তু পরে রজোগুণের প্রাদুর্ভাবে ঐ সত্ত্ব-গুণ অভিভূত হইয়া পড়ে। তখন চিত্ত চঞ্চল হয় এবং পূর্বোক্ত গুণসকলের তিরোধান ঘটে। পূর্বোক্ত ক্ষিপ্ত ও মূঢ় ভূমিতে যোগের সম্ভাবনা নাই। বিক্ষিপ্ত ভূমিতে যোগের আরম্ভ হইলেও উহা স্থিরতা লাভ করিতে না পারায় উহা প্রকৃত যোগ নামে অভিহিত হইবার যোগ্য নয়। (৪) যখন সাধনাদ্বারা চিত্তের রজঃ ও

তমোগুণ অভিভূত হইয়া সত্ত্বগুণের প্রাধান্য হয়, তখন সেই চিত্ত অন্য চিন্তাশূন্য হইয়া একমাত্র লক্ষ্য বা ধ্যেয় বস্তুতে অবস্থান করিতে পারে—উহাই চিত্তের 'একাগ্র'ভূমি। একাগ্রভূমি দৃঢ় হইলে উহা 'সম্প্রজ্ঞাত যোগ' নামে অভিহিত হয়। এই যোগে চিত্তের শুদ্ধ-সাত্ত্বিক বৃত্তি থাকে—রজস্তমবৃত্তির নিরোধ হয়। সেই শুদ্ধ-সাত্ত্বিক বৃত্তির দ্বারা পুরুষ ও প্রকৃতি যে সম্যক্ পৃথক্ ইহা বাধ্কশূন্যভাবে স্পষ্টরূপে অনুভব করা যায়—ইহা এই শাস্ত্রে 'বিবেক-খ্যাতি' নামে অভিহিত হইয়াছে। এই সম্প্রজ্ঞাত যোগ বা সমাধি যে কোন বস্তু বা তত্ত্বের উপর প্রযুক্ত হয়, উহার স্বরূপ যোগীর নিকট অজ্ঞাত থাকে না। ইহা দ্বারা বস্তুর স্বরূপ সম্যক্‌রূপে জ্ঞাত হওয়া যায় বলিয়া ইহার নাম 'সম্প্রজ্ঞাত।' এই সম্প্রজ্ঞাত যোগের অনুষ্ঠানে নানা প্রকার বিভূতি ও ঐশ্বর্য্য লাভ করিতে পারা যায়, ইহা বিভূতিপাদে দেখান হইয়াছে। কিন্তু 'বিভূতিসকল কৈবল্য-মুক্তির পক্ষে বাধা-স্বরূপ'—ইহা জানিয়া যে মোক্ষকামী পুরুষ উহাদের ইচ্ছা ত্যাগ করিয়া আত্মস্বরূপে স্থিত হইবার জন্য সম্প্রজ্ঞাত যোগের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহার পক্ষে সম্প্রজ্ঞাত যোগ বিবেকখ্যাতির কারণ হয়। আত্মা বা পুরুষ বুদ্ধিতে অভিমানী হইয়া জীব নাম ধারণ করেন। বিবেকখ্যাতির উদয়ে জীব (যোগিপুরুষ) স্পষ্টই বুঝিতে পারেন যে, প্রকৃতি ও পুরুষের অবিবেকই যত দুঃখের কারণ। তখন স্বভাবতঃ তাঁহার তিন গুণের উপর বিতৃষ্ণা আসে, উহাই 'পরবৈরাগ্য।' (৫) এই বৈরাগ্যের ফলে চিত্ত ত্রিগুণাত্মক সমস্ত বস্তু হইতে বিরক্ত হইয়া নিরোধাভিমুখে অগ্রসর হয়। চিত্তে নিরোধ সংস্কারের দৃঢ়তা হইলে 'অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির আবির্ভাব হয় এবং চিত্তের ক্রিয়া সমাপ্ত হইয়া পুরুষ স্বীয় নির্গুণ স্বরূপে প্রতিষ্ঠ হন। অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে কোন বিষয়ের সম্প্রজ্ঞান থাকে না। এতদ-

বস্থায় চিত্তের সাত্ত্বিক বৃত্তিও নিরুদ্ধ হইয়া চিত্ত স্বকারণ প্রকৃতিতে লীন হয়। এই শাস্ত্রে 'যোগ' শব্দে পূর্বোক্ত সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত উভয় সমাধিকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে।

কখন কখন ক্ষিপ্ত ও মূঢ়চিত্তেও একাগ্রতার আবির্ভাব হয়,—যেমন মৎস্য ধরিবার সময় বকাদি পক্ষিগণের এবং শিকার ধরিবার সময় বিড়ালাদি প্রাণিগণের চিত্ত একাগ্র হয়। রাবণাদি অসুরগণ রজঃপ্রধান হইলেও উহারা যুদ্ধে জয়লাভ করিবার উদ্দেশ্যে বরলাভের জন্য শিবাদি দেবতার ধ্যানে তাৎকালিক সমাহিত হইত। কিন্তু ভোগের উদ্দেশ্যে কৃত এই তাৎকালিক সমাধি প্রকৃত যোগ নয়। যে সম্প্রজ্ঞাত সমাধি বিবেকখ্যাতি-পূর্বক অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির কারণ হয়, উহাই এই শাস্ত্রোক্ত প্রকৃত যোগ।

তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানম্ ॥৩॥

[তদা (তখন) দ্রষ্টুঃ (দ্রষ্টৃপুরুষের) স্বরূপে (স্ব-স্বরূপে) অবস্থানম্ (অবস্থান) ভবতি (হয়)]

সূত্রার্থ—চিত্তবৃত্তির নিরোধ হইলে দ্রষ্টৃপুরুষের স্বস্বরূপে অবস্থান হয়।

ব্যাখ্যা—পূর্বসূত্রে যে চিত্তবৃত্তি-নিরোধের কথা বলা হইয়াছে উহার ফল কি মহর্ষি এই সূত্রে তাহাই দেখাইতেছেন। চিত্তবৃত্তির নিরোধ হইলে দ্রষ্টা পুরুষ স্ব-স্বরূপে অবস্থান করেন এবং তাঁহার সর্বদুঃখের নিবৃত্তি হয়—ইহাই চিত্তবৃত্তিনিরোধের ফল। প্রশ্ন হইতে পারে, দ্রষ্টৃপুরুষের স্বরূপ কি প্রকার? এতদুত্তরে বলা যায়—দ্রষ্টৃপুরুষের স্বরূপ বাক্য ও মনের অগোচর। ভিতরের ও বাহিরের ত্রিগুণাত্মক সমস্ত বস্তু ত্যাগ হইলে চৈতন্য বা জ্ঞান-স্বরূপ আত্মা সমস্ত নিষেধের অবধিরূপে থাকিয়া যান—উহাই তাঁহার

স্বরূপ। তিনি "স্বে মহিম্নি প্রতিষ্ঠিতঃ" (ছান্দোগ্য) 'নিজ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত আছেন'—অপর কোন বস্তুর উপর প্রতিষ্ঠিত নহেন।

যিনি কোন বস্তুকে জানেন বা দেখেন, তাঁহাকে সেই বস্তুর জ্ঞাতা বা দ্রষ্টা (subject) বলা হয়। দ্রষ্টা যাহা কিছু জানেন বা দেখেন, উহাকে জ্ঞেয় বা দৃশ্যবস্তু (object) বলা হয়। দ্রষ্টা ও দৃশ্যবস্তুর মধ্যে বৃত্তিদ্বারা যে সম্বন্ধ-স্থাপন, উহাই দর্শন। দ্রষ্টা ও দৃশ্য (subject ও object) কখনও এক হয় না, পৃথক্ হয়। যেমন ঘটের দ্রষ্টা ঘট হইতে পৃথক্। দ্রষ্টা=চেতন আত্মা (self) দৃশ্য=জড় অনাত্মা (non-self)—চৈতন্য-স্বরূপ আত্মা আমাদের বুদ্ধিগুহায় স্থিত হইয়া অবিবেকবশতঃ বুদ্ধির সহিত একাকার ভাব প্রাপ্ত হইয়া জীবরূপ ধারণকরতঃ সব কিছু জানিতেছেন। দেহপুরে অবস্থিত হওয়ায় তাঁহাকে 'পুরুষ' এই নামে অভিহিত করা হয়। আমাদের যে দেহ, মন, বুদ্ধি, অহংকার প্রভৃতি আছে, উহা আমরা জ্ঞান-স্বরূপ আত্মাদ্বারা জানিতে পারি। আবার সুষুপ্তিকালে (স্বপ্ন-শূন্য গাঢ় নিদ্রায়) আমাদের নিকট যে আমাদের দেহ, মন, বুদ্ধি, অহংকার প্রভৃতির প্রতীতি থাকে না, উহাও আমরা জ্ঞান-স্বরূপ আত্মাদ্বারাই জানি। পুনরায় বাহিরে এই পরিবর্ত্তনশীল জগতে যে সকল বস্তু আমাদের বুদ্ধির গণ্ডীর মধ্যে আসিতেছে, উহাদের জ্ঞান আমাদের হইতেছে। যাহারা ঐ গণ্ডীর মধ্যে আসিতেছে না, উহাদের জ্ঞান আমাদের হইতেছে না—উহারা আমাদের অজ্ঞাত থাকিয়া যাইতেছে। কিন্তু বুদ্ধির এই জ্ঞাততা বা অজ্ঞাততা উভয়কেই আমরা জানিতে পারি। যে চৈতন্য বুদ্ধির ঐ জ্ঞাততা ও অজ্ঞাততা এতদুভয়ের প্রকাশক—সেই চৈতন্যই এই শাস্ত্রোক্ত প্রকৃত দ্রষ্টৃপুরুষ—বুদ্ধিস্থ ত্রিপুটিযুক্ত দ্রষ্টা দ্রষ্টৃপুরুষের স্বরূপ নহে। সুষুপ্তিকালে আমাদের নিকট সকল বস্তুর অভাব হইলেও সেই দ্রষ্টার দৃষ্টির

অভাব হয় না। সেইজন্য বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে বলা হইয়াছে– "ন হি দ্রষ্টুর্দৃষ্টের্বিপরিলোপো বিদ্যতেঽবিনাশিত্বাৎ" (৪।৩।২৩) অর্থাৎ 'সুষুপ্তিকালে দ্রষ্টার দৃষ্টির লোপ হয় না, যেহেতু, উহা অবিনাশী।' চৈতন্য-স্বরূপ আত্মা সর্বদা সকল বস্তুর জ্ঞাতা বা দ্রষ্টা, তিনি কখনও কাহারও জ্ঞেয় বা দৃশ্য হন না। "বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ" (বৃহদারণ্যক ২।৪।১৪) অর্থাৎ 'হে মৈত্রেয়ি! সকলের বিজ্ঞাতা আত্মাকে কাহা দ্বারা জানিবে?' প্রকৃতিজাত এই ত্রিগুণাত্মক জড় জগৎ (আমাদের মন, বুদ্ধি, অহংকার প্রভৃতিও জড় জগতের অন্তর্গত) সর্বদাই পূর্বোক্ত দ্রষ্টা আত্মার দৃশ্য। কারণ, আত্মাব্যতীত উহাদিগকে জানা বা প্রমাণ করা যায় না। দৃশ্য বস্তুসকলের অভাব আমাদের প্রতীতি হয়, (সুষুপ্তি ও সমাধি অবস্থায়) কিন্তু জ্ঞান-স্বরূপ আত্মার অভাব প্রমাণ করা যায় না। কারণ, আত্মার অভাব প্রমাণ করিবার জন্যও জ্ঞান চাই। যে জ্ঞানদ্বারা আত্মার অভাব প্রমাণ করিতে যাওয়া যাইবে, উহাই আত্মা। জড় দৃশ্য বস্তুসকল নিজের ও অপরের কাহারও প্রকাশক হয় না। * অশুদ্ধচিত্তে দ্রষ্টা ও দৃশ্যের বিবেকদ্বারা দ্রষ্টৃ-পুরুষের স্বরূপ-বিষয়ে একটা সামান্য জ্ঞানমাত্র হয়—বিশেষাবধারণ হয় না। উহা দ্রষ্টৃ-পুরুষ-বিষয়ক প্রকৃত জ্ঞান নয়। কিন্তু সম্প্রজ্ঞাত সমাধির অভ্যাসের ফলে যখন চিত্তের সত্ত্বগুণ অতিশয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, রজস্তমোগুণ অভিভূত হয়, তখনই এই শাস্ত্রোক্ত প্রকৃত 'বিবেকখ্যাতি'র উদয় হয়। তখন যোগী পুরুষ স্পষ্ট বুঝিতে পারেন যে—আত্মা সর্বদাই নির্গুণ,

---

* এই দ্রষ্টা ও দৃশ্যের বিবেক মৎপ্রণীত "অদ্বৈতামৃতবর্ষিণী" ও পঞ্চদশীগ্রন্থে বিস্তৃতভাবে করা হইয়াছে। গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি পাইবে এই আশঙ্কায় এখানে সংক্ষেপে ঐ বিবেকের একটা ইঙ্গিতমাত্র করা হইল।

নিষ্ক্রিয়, অসঙ্গ ও মুক্ত অর্থাৎ প্রকৃতিজাত গুণদ্বারা সর্বদাই অনাক্রান্ত। ইহার পর শীঘ্রই তিনি স্ব-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সর্বদুঃখ হইতে উত্তীর্ণ হন।

বৃত্তিসারূপ্যমিতরত্র ॥ ৪ ॥

[ইতরত্র (যোগ ভিন্ন ভোগকালে) পুরুষস্য বৃত্তি-সারূপ্যং (পুরুষের বৃত্তির সহিত একরূপতা প্রাপ্তি) ভবতি (হয়)]

সূত্রার্থ—অন্যসময়ে পুরুষের বৃত্তির সহিত একরূপতা ঘটে।

ব্যাখ্যা—চিত্তবৃত্তির নিরোধ না হইলে যে দোষ ঘটে, মহর্ষি এই সূত্রে উহাই দেখাইতেছেন। চিত্তবৃত্তির নিরোধ না করিলে ব্যুত্থানদশায় চিত্তে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক বৃত্তি-সকলের উদয় হয়। তখন পুরুষ সত্ত্বগুণের ধর্ম সুখ জ্ঞান প্রভৃতি, রজোগুণের ধর্ম চঞ্চলতা, দুঃখ প্রভৃতি এবং তমোগুণের ধর্ম নিদ্রা, আলস্য, মূঢ়তা প্রভৃতির সহিত যেন একাকার ভাবপ্রাপ্ত হন এবং নিজেকে-'আমি সুখী, আমি জ্ঞানী, আমি চঞ্চল, আমি দুঃখী, আমি অলস, আমি মূঢ়' ইত্যাদি মনে করেন—ইহাই পুরুষের বন্ধন, বৃত্তিসকলের নিরোধে মুক্তি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে গুণসকলের উদয়ে পুরুষের স্বরূপ-প্রচ্যুতি ঘটে না। যেমন স্ফটিকের সম্মুখে লাল জবা পুষ্প ধরিলে স্ফটিককে লালমত দেখাইলেও স্ফটিক লাল হইয়া যায় না, এইরূপ গুণসকলের ধর্মদ্বারা আত্মাকে রঞ্জিত মত দেখাইলেও আত্মা উহাদের দ্বারা প্রকৃতপক্ষে রঞ্জিত হন না।

বৃত্তয়ঃ পঞ্চতয্যঃ ক্লিষ্টাঽক্লিষ্টাঃ ॥ ৫ ॥

[বৃত্তয়ঃ (বৃত্তিসকল) পঞ্চতয্যঃ (পাঁচ প্রকারের) [উহারা আবার] ক্লিষ্টাঃ অক্লিষ্টাঃ (ক্লিষ্ট ও অক্লিষ্টভেদে দ্বিবিধ)]

সূত্রার্থ—বৃত্তিসকল পাঁচ প্রকারের—উহারা আবার ক্লিষ্ট ও অক্লিষ্টভেদে দ্বিবিধ।

ব্যাখ্যা—দ্বিতীয় সূত্রে যে চিত্তবৃত্তি-নিরোধের কথা বলা হইয়াছে, উহারা তো অসংখ্য। কিরূপে উহাদের নিরোধ করা যাইবে? ইহার উত্তরে বলা যাইতেছে যে, বৃত্তিসকল অসংখ্য হইলেও উহাদের নিরোধের সুবিধার জন্য উহাদিগকে পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। উহাদের বিষয় পরবর্ত্তী সূত্রে বলা হইবে। সেই পাঁচপ্রকার বৃত্তি আবার ক্লিষ্ট ও অক্লিষ্টভেদে দুই প্রকার। যে সকল বৃত্তি, সাধনপাদের তিন সূত্রে বর্ণিত অবিদ্যা, রাগ, দ্বেষাদি ক্লেশদ্বারা আক্রান্ত, উহারা ক্লিষ্ট বৃত্তি; যাহারা ঐ সকল ক্লেশদ্বারা আক্রান্ত নয়, উহারা অক্লিষ্টবৃত্তি। ক্লিষ্ট বৃত্তিসকল পুরুষকে সংসারে বদ্ধ করে এবং অক্লিষ্ট বৃত্তিসকল রাগ, দ্বেষাদি ক্লেশের ক্ষয় করিয়া উহাকে মোক্ষের দিকে লইয়া যায়।

প্রমাণ-বিপর্য্যয়-বিকল্প-নিদ্রা-স্মৃতয়ঃ ॥ ৬ ॥

সূত্রার্থ—(১) প্রমাণ (২) বিপর্য্যয় (৩) বিকল্প (৪) নিদ্রা ও (৫) স্মৃতি—বৃত্তি এই পাঁচ প্রকার।

প্রত্যক্ষানুমানাগমাঃ প্রমাণানি ॥ ৭ ॥

[প্রমাণানি (প্রমাণসকল) ত্রীণি (তিন প্রকার)— (১) প্রত্যক্ষং (প্রত্যক্ষ), (২) অনুমানম্ (অনুমান) আগমশ্চ (এবং আগম)]

সূত্রার্থ—প্রমাণ তিনটি—(১) প্রত্যক্ষ, (২) অনুমান ও (৩) আগম।

ব্যাখ্যা—(১) প্রমাণ—প্রমার (যথার্থ জ্ঞানের) করণকে প্রমাণ বলে

অর্থাৎ যাহা দ্বারা কোন বস্তুর প্রমা উৎপন্ন হয়, উহাই সেই বস্তু-বিষয়ে প্রমাণ। কোন বিষয়ের সহিত চিত্তের সম্বন্ধ হইলে চিত্ত সেই বিষয়াকারে পরিণাম প্রাপ্ত হয়—উহাই তদাকারা চিত্তবৃত্তি। সেই বৃত্তিতে আরূঢ় চৈতন্য বা জ্ঞান দ্বারা উজ্জ্বল হইয়া সেই চিত্তবৃত্তি সেই বিষয়ের প্রকৃষ্ট বা অবাধিত প্রমা বা জ্ঞান উৎপন্ন করে। সেই চিত্তবৃত্তিই প্রমার করণ হওয়ায়, উহাই সেই বস্তু-বিষয়ে প্রমাণ। এ বিষয়ে দ্বিতীয় সূত্রের ব্যাখ্যায় যাহা বলা হইয়াছে, উহাও দ্রষ্টব্য।

(ক) প্রত্যক্ষ প্রমাণ—ইন্দ্রিয় দ্বার দিয়া বিষয়ের সহিত চিত্তের সম্পর্ক ঘটিলে চিত্তের যে বৃত্তি উৎপন্ন হয়, উহা যখন কোন বস্তুর জাতি ও ব্যক্তির মধ্যে প্রধানতঃ ব্যক্তির বিশেষ জ্ঞান উৎপন্ন করে, তখন উহাকে 'প্রত্যক্ষ প্রমাণ' বলে। 'প্রধানতঃ' এই শব্দ প্রয়োগের অর্থ ব্যক্তির জ্ঞানে জাতির জ্ঞানও সামান্যভাবে অন্তর্ভুক্ত থাকে। কোন একটি নির্দিষ্ট ঘট হইতেছে, ঘট ব্যক্তি। কিন্তু সমস্ত ঘটে যে স্থূলোদরত্ব কম্বুগ্রীবত্ব প্রভৃতি সাধারণ ধর্ম আছে, উহা ঘট জাতি। ঘটের প্রত্যক্ষ জ্ঞানে 'এই ঘট' বলিয়া প্রধানতঃ ঘট ব্যক্তিরই বিশেষ জ্ঞান হয়।

আমরা আমাদের ইন্দ্রিয়সাহায্যে যে সকল বস্তু প্রত্যক্ষ করিতে পারি, তাহার বাহিরে কোন পদার্থ নাই, এরূপ মনে করা ভ্রম। জগতের অনন্ত পদার্থের মধ্যে অতি অল্প বস্তুর প্রত্যক্ষ জ্ঞান আমাদের হইতেছে। যোগিগণ সমাধিবলে প্রজ্ঞানেত্র লাভ করিয়া অনেক অলৌকিক তত্ত্বেরও প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। আমাদের অপেক্ষা উচ্চকোটিতে স্থিত জীবগণের ইন্দ্রিয়সংখ্যা এবং প্রত্যক্ষের বিষয়বস্তুসকল আমাদের অপেক্ষা অনেক অধিক এবং নিম্নশ্রেণীর জীবগণের প্রত্যক্ষের বিষয় আমাদের অপেক্ষা কম। ভ্রমজ্ঞান,

সংশয়জ্ঞান, বিকল্পজ্ঞান প্রভৃতি প্রমা নহে। অনুমানাদি প্রমাণ প্রত্যেক্ষের উপর নির্ভরশীল।

(খ) অনুমান প্রমাণ—অনুমান প্রমাণ দ্বারা ব্যক্তির জ্ঞান হয় না, জাতির জ্ঞান হয়। অনুমান প্রমাণকে যুক্তি প্রমাণও বলা হয়। উহার স্বরূপ একটি উদাহরণ দ্বারা দেখান হইতেছে। একস্থানে দুই ব্যক্তি দাঁড়াইয়া আছে। এক ব্যক্তি দ্বিতীয় ব্যক্তিকে বলিল—'পর্বত বহ্নিমান্' (প্রতিজ্ঞা)। কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তি পর্বতে বহ্নি দেখিতে পাইল না, দেখিল পর্বতে ধূম উঠিতেছে। তখন সে প্রথম ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিল,—'পর্বতে অগ্নি কোথায় ও তো ধূম'? তখন প্রথম ব্যক্তি বলিল—'ঐ ধূমরূপ চিহ্ন (লিঙ্গ) দ্বারা জানা যাইতেছে যে পর্বতে বহ্নি রহিয়াছে' (হেতু)। দ্বিতীয় ব্যক্তি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল—'ধূম থাকিলেই অগ্নি থাকিবে কেন'? প্রথম ব্যক্তি বলিল—'যেখানে যেখানে ধূম থাকে, সেখানে সেখানে অগ্নিও অবশ্য থাকে' (ব্যাপ্তিজ্ঞান)। দ্বিতীয় ব্যক্তি আবার বলিল—'তাহার কারণ কি?' প্রথম ব্যক্তি বলিল—'কেন তুমি কি রন্ধন-শালাদি স্থানে পুনঃ পুনঃ দেখ নাই যে, যখন যখন ধূম দৃষ্ট হয়, উহার নিম্নে অগ্নি থাকে'? (দৃষ্টান্ত)। এখন দ্বিতীয় ব্যক্তির যদি উহা দেখা থাকে, তবে তাহার ধূমরূপ হেতুদ্বারা বহ্নির জ্ঞান হইবে। সেইজন্য দৃষ্টান্ত উভয়-সম্মত হওয়া চাই। এখানে ধূমরূপ হেতুদ্বারা (অনুমান-প্রমাণে) বহ্নির যে জ্ঞান হইবে, উহা বহ্নি ব্যক্তির জ্ঞান নয়, অর্থাৎ উহা কিরূপ অগ্নি এইপ্রকার বিশেষ জ্ঞান হইবে না। কেবল পর্বতে অগ্নি আছে, এইরূপ একটা সামান্য জ্ঞান হইবে। পূর্বোক্ত অনুমানে পর্বত 'পক্ষ' (যে আধারে সাধ্যের অনুমান করা হয়)—অগ্নি সাধ্য (প্রমাণের বিষয়), ধূম হেতু বা লিঙ্গ। দুষ্টানুমান প্রমাণ বলিয়া গণ্য নহে।

(গ) আগম-প্রমাণ—ইহাকে শব্দ প্রমাণও বলে। যে সকল পুরুষ অত্যন্ত শুদ্ধচিত্ত যাঁহাদের সংশয়, ভ্রম, প্রমাদ বিপ্রলিপ্সা (ঠকাইবার ইচ্ছা) প্রভৃতি নাই, এরূপ আপ্ত পুরুষ যখন নিজে কোন বস্তু প্রত্যক্ষ বা অনুমান করিয়া কোন শ্রদ্ধালু ব্যক্তিকে উহার উপদেশ করেন, তখন শ্রোতার চিত্তে যে সেই বস্তুবিষয়ক বৃত্তির উদয় হয় (যাহা দ্বারা সেই ব্যক্তির ঐ বস্তুর জ্ঞান হয়), উহাকে আগম-প্রমাণ বলে। [মীমাংসকেরা (জৈমিনি-দর্শন) বেদকে অনাদি ও অপৌরুষেয় মনে করেন—তাঁহাদের মতে বেদে পুরুষানুপ্রবেশ না থাকায়, একমাত্র বেদ-প্রমাণই অভ্রান্ত এবং অলৌকিক তত্ত্ববিষয়ে বেদই প্রমাণ। বেদ-বিরোধী হইলে আপ্ত-পুরুষের বাক্যও প্রমাণ নয়। বেদ দ্বারাই আপ্ত-পুরুষের আপ্তত্ব সিদ্ধ হয়। বেদ স্বতঃপ্রমাণ অর্থাৎ বেদ-প্রমাণে অন্য প্রমাণের অপেক্ষা নাই।] আগম-প্রমাণেও বস্তুর বিশেষ জ্ঞান হয় না। আগম-প্রমাণ হইতে কোন বস্তুর সামান্য জ্ঞান লাভ করিয়া উহাকে প্রত্যক্ষ করিবার জন্য সাধনা চাই। এই শাস্ত্রমতে ঈশ্বর নিত্যাপ্ত-পুরুষ। যোগীর আপ্তত্ব যোগদ্বারা লব্ধ, সুতরাং নৈমিত্তিক।

(১) এই যোগদর্শনে বা সাংখ্যদর্শনে প্রমাণের সংখ্যা পূর্বোক্ত তিনটি। কিন্তু অন্যান্য দর্শনের প্রমাণসংখ্যা ভিন্ন ভিন্ন রূপ। (২) চার্বাক-দর্শনে একমাত্র প্রত্যক্ষ-প্রমাণই স্বীকৃত, (৩) কণাদ ও সুগতের মতে প্রমাণ দুইটি—প্রত্যক্ষ ও অনুমান; (৪) ন্যায়মতে প্রমাণ চারিটি—প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ ও উপমান (৫) প্রভাকর-মতে প্রমাণ পাঁচটি—প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ, উপমান ও অর্থাপত্তি (৬) ভট্টমতে ও অদ্বৈত বেদান্তমতে প্রমাণ ছয়টি—প্রত্যক্ষ, অনুমান. শব্দ, উপমান, অর্থাপত্তি ও অনুপলব্ধি (ইহা অভাব জ্ঞানের

করণ)। যাঁহারা প্রমাণ-সম্বন্ধে অধিক জানিতে চান, তাঁহাদের 'বেদান্ত-পরিভাষা' গ্রন্থ দেখা কর্ত্তব্য।

বিপর্য্যয়ো মিথ্যাজ্ঞানমতদ্রূপপ্রতিষ্ঠম্ ॥ ৮ ॥

[অতদ্রূপ-প্রতিষ্ঠম্ (যাহা যে বস্তুর যথার্থ স্বরূপ, সেইরূপে প্রতিষ্ঠ নয় এমন যে) মিথ্যাজ্ঞানম্ (মিথ্যাজ্ঞান) [উহাই] বিপর্য্যয়ঃ (বিপর্য্যয়-জ্ঞান)]

সূত্রার্থ—যে জ্ঞান বস্তুর যাহা স্বরূপ তদনুযায়ী না হইয়া অন্যরূপ হয়, সেই মিথ্যাজ্ঞানকে বিপর্য্যয়জ্ঞান বলে।

ব্যাখ্যা—রজ্জুতে সর্পজ্ঞান, শুক্তিতে রজতজ্ঞান প্রভৃতি বিপর্য্যয়-জ্ঞানের দৃষ্টান্ত। সংশয়জ্ঞান উভয়কোটিক হওয়ায় উহাও বস্তুর যাহা যথার্থ স্বরূপ সেইরূপে প্রতিষ্ঠ নয়। কিন্তু উহা মিথ্যা জ্ঞান নয়। উহাকে প্রমা বা ভ্রম কিছুই বলা যায় না।

শব্দজ্ঞানানুপাতী বস্তুশূন্যো বিকল্পঃ ॥ ৯ ॥

শব্দজ্ঞানানুপাতী (শব্দজ্ঞানের অনুসরণ করিয়া উৎপন্ন) বস্তুশূন্যঃ (বস্তুশূন্য যে জ্ঞান, উহা) বিকল্পঃ (বিকল্প)]

সূত্রার্থ—শব্দজ্ঞানকে অনুসরণ করিয়া যে জ্ঞান-উৎপন্ন হয়, অথচ যাহার অবলম্বন-স্বরূপ কোন বস্তু নাই, উহাকে বিকল্পবৃত্তি বলে।

ব্যাখ্যা—এই বিকল্পজ্ঞান যথার্থজ্ঞান নহে বলিয়া ইহা প্রমাণের অন্তর্গত নহে এবং ইহা বিপর্য্যয় জ্ঞানও নহে। বস্তুশূন্য হইলেও শব্দজ্ঞানের মাহাত্ম্যহেতু বিকল্পের ব্যবহার দৃষ্ট হয়; কিন্তু বিপর্য্যয়-জ্ঞান প্রমাণদ্বারা বাধিত বলিয়া উহার ব্যবহার দৃষ্ট হয় না। 'শশশৃঙ্গ', 'আকাশকুসুম' প্রভৃতি শব্দ শুনিবামাত্র শ্রোতার চিত্তে

শব্দজ্ঞানানুযায়ী এক প্রকার অস্ফুট বোধের উৎপত্তি হয়। কিন্তু সেই বোধের অবলম্বনস্বরূপ কোন বস্তু না থাকায়, উহারা বিকল্পবৃত্তি। 'রাহুর শির' 'পুরুষের চৈতন্য' প্রভৃতি শব্দ হইতেও এক প্রকার বিকল্পজ্ঞান হয় এবং ব্যবহারে আমরা ঐ প্রকার শব্দের প্রয়োগও করি। 'চৈত্রের গরু' বলিলে 'চৈত্র' শব্দে ষষ্ঠী বিভক্তি প্রয়োগ হওয়ায় চৈত্রের সহিত গরুর সম্বন্ধ বুঝা যায় এবং চৈত্র ও গরু যে পৃথক্ উহাও বুঝা যায়—কারণ দুইটি পৃথক্ বস্তুর মধ্যেই সম্বন্ধ হয়। কিন্তু 'রাহুর শির', 'পুরুষের চৈতন্য' বলিলে ঐরূপ বুঝায় না। কারণ রাহু ও শির এবং পুরুষ ও চৈতন্য পৃথক্ বস্তু নয় —রাহুই শির এবং পুরুষই চৈতন্য। উভয়ের পৃথকত্ব না থাকিলেও এই যে পৃথক্ত্বের ব্যবহার, ইহা বিকল্পবৃত্তির জন্যই হইয়া থাকে। যখন আমরা বলি 'পুরুষ সর্বধর্ম-অভাববান্' তখনও বিকল্পবৃত্তির সাহায্যেই উহা বলা হয়। কারণ অভাব কোন বস্তু নয়, ভাবস্বরূপ পুরুষে উহার অন্বয় হইতে পারে না এবং অভাবদ্বারা ভাববস্তুর সিদ্ধিও হয় না। 'বিকল্পজ্ঞানের বিষয়ীভূত বস্তু নাই'—ইহা জানা থাকিলেও পূর্ববৎ ব্যবহারের লোপ হয় না। ব্যবহারে আমাদিগকে বহু বিকল্পবৃত্তির আশ্রয় লইতে হয়। শাস্ত্রে যে সত্য, মিথ্যা, সগুণ, নির্গুণ, সঙ্গ, অসঙ্গ, শুদ্ধ, অশুদ্ধ প্রভৃতি শব্দ আছে, উহারাও বিকল্পজ্ঞানদ্বারা অনুবিদ্ধ। চৈতন্য স্বরূপ আত্মা বাক্য ও মনের অগোচর ও নির্বিকল্প। সেইজন্য কঠোপনিষদে তাঁহাকে অশব্দ, অস্পর্শ ইত্যাদি বলা হইয়াছে। শাস্ত্রোক্ত শব্দ সকলের বৈকল্পিক ভাব ত্যাগ করতঃ লক্ষ্যার্থে বা তাৎপর্য্যে সমাহিত না হইতে পারিলে পুরুষতত্ত্বে প্রকৃত স্থিতি লাভ করা যায় না—কেবল শব্দারণ্যেই ঘুরিতে হয়।

অভাবপ্রত্যয়ালম্বনাবৃত্তির্নিদ্রা ॥ ১০ ॥

[অভাবস্য প্রত্যয়ম্ (অভাবের প্রত্যয়) অবলম্ব্য (অবলম্বন করিয়া) যা বৃত্তিঃ বর্ত্ততে (যে বৃত্তি বর্ত্তমান থাকে) সা নিদ্রা (উহাই নিদ্রা)]

সূত্রার্থ—যে বৃত্তি অভাব-প্রত্যয়কে অবলম্বন করিয়া বিদ্যমান থাকে, উহাই নিদ্রা।

ব্যাখ্যা—সুষুপ্তি হইতে জাগিয়া উঠিয়া আমরা স্মরণ করিয়া বলি—'আজ আমার এমন গাঢ় নিদ্রা হইয়াছিল যে, কোন কিছুর জ্ঞান আমার ছিল না।' পূর্বে কোন বস্তুর অনুভূতি না হইলে পরে উহার স্মৃতি হইতে পারে না। সুতরাং বুঝা যায় যে, সুষুপ্তি-কালে আমার নিকট জাগ্রৎ বা স্বপ্নকালীন সকল বস্তুর অভাব হইয়াছিল এবং সেই অভাবকে আমিই সুষুপ্তিকালে অনুভব করিয়াছি বা জানিয়াছি। কিন্তু প্রশ্ন উঠে, সুষুপ্তিকালে তো আমার বুদ্ধি ছিল না, তবে কি প্রকারে ঐ অভাবকে জানিলাম। ইহার উত্তর—সুষুপ্তিকালে বুদ্ধিবৃত্তি না থাকিলেও অভাবপ্রত্যয়কে অবলম্বন করিয়া অজ্ঞানবৃত্তি থাকে। কারণ বৃত্তিব্যতীত আত্মা কোন কিছু জানিতে পারেন না। সুতরাং অজ্ঞানবৃত্তি দ্বারাই আমি সুষুপ্তিকালে সর্ববস্তুর অভাবকে জানি এবং জাগ্রৎকালে উহাই স্মরণ করি। বুদ্ধিবৃত্তিসকল খণ্ড ও স্পষ্ট, সেইজন্য উহাদিগকে স্পষ্টরূপে বুঝা যায়। কিন্তু অজ্ঞানবৃত্তিসকল সূক্ষ্ম ও অস্পষ্ট, সেইজন্য উহাদিগকে স্পষ্টরূপে বুঝা যায় না। সেইজন্য অনেকে মনে করেন যে সুষুপ্তি-কালে চিত্তের বৃত্তি থাকে না। সেইজন্য এই সূত্রে 'বৃত্তি' শব্দের পুনরুল্লেখ করা হইয়াছে।

অনুভূতবিষয়াসম্প্রমোষঃ স্মৃতিঃ ॥ ১১ ॥

[অনুভূত-বিষয়াণাং (অনুভূত বিষয়সকলের) যঃ অসম্প্রমোষঃ (যে সংস্কারহেতু বুদ্ধিতে ঠিক্ পুনরুদয়) সা স্মৃতিঃ (উহাই স্মৃতি)]

সূত্রার্থ—যে বিষয়ের পূর্বে অনুভব করা হইয়াছে, অন্য কিছু গ্রহণ না করিয়া সংস্কার দ্বারা বুদ্ধিতে উহার পুনরুদয়ের নাম স্মৃতি।

ব্যাখ্যা—সকল প্রকার স্মৃতিই প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প ও নিদ্রা-বৃত্তির জ্ঞান হইতেই উৎপন্ন হয়।

অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ ॥ ১২ ॥

[অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাম্ (অভ্যাস ও বৈরাগ্য এতদুভয়ের দ্বারা) তন্নিরোধঃ (সেই সকল বৃত্তির নিরোধ) ভবতি (হয়)]

সূত্রার্থ—অভ্যাস ও বৈরাগ্যদ্বারা চিত্তবৃত্তিসকলের নিরোধ হইয়া থাকে।

ব্যাখ্যা—এখন গ্রন্থকার চিত্তবৃত্তিসকলের নিরোধের উপায় দেখাইতেছেন। যেমন কোন নদীর গতি পরিবর্ত্তন করিতে হইলে প্রথমে বাঁধ বাঁধিয়া পরে নদীর গতির পরিবর্ত্তন করা হয়, এইরূপ প্রথমে বৈরাগ্যের বাঁধ বাঁধিয়া পরে চিত্তকে পুরুষধ্যানে নিযুক্ত করিতে হয়। যেমন কোন পক্ষী উভয় পক্ষের সাহায্যে উড্ডীয়মান্ হয়, এইরূপ যোগিপুরুষ বৈরাগ্য ও অভ্যাস এতদুভয়ের সাহায্যে যোগরাজ্যে উঠিতে পারেন এবং যোগের পরিপকাবস্থায় বৃত্তিসকলের সম্যক্ নিরোধ করিয়া স্বরূপস্থিতি লাভ করেন।

তত্র স্থিতৌ যত্নোঽভ্যাসঃ ॥ ১৩ ॥

[তত্র স্থিতৌ (যোগে স্থিতি লাভ করিবার জন্য) যত্নঃ (যত্ন) অভ্যাসঃ (অভ্যাস)]

সূত্রার্থ—যোগে স্থিতি লাভ করিবার জন্য যে (পুনঃ পুনঃ) যত্ন, উহাই অভ্যাস।

ব্যাখ্যা—পূর্ব সূত্র হইতে মনে এইরূপ প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, অভ্যাস কি? তদুত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন—যোগে স্থিত হইবার জন্য যত্ন বা পুনঃ পুনঃ উৎসাহ-সহকারে চেষ্টা করাকে অভ্যাস বলে।

স তু দীর্ঘকালনৈরন্তর্য্যসৎকারা-সেবিতো দৃঢ়ভূমিঃ ॥ ১৪ ॥

[সঃ তু (সেই অভ্যাস কিন্তু) দীর্ঘকালং (দীর্ঘকাল) নৈরন্তর্য্যেণ (নিরন্তরভাবে) সৎকারাসেবিতঃ (আদরপূর্বক সেবিত হইলে) দৃঢ়ভূমিঃ ভবতি (দৃঢ়ভূমি লাভ করে)]

সূত্রার্থ—সেই অভ্যাস দীর্ঘকাল নিরন্তর আদরের সহিত অনুষ্ঠিত হইলে তবে উহা দৃঢ়ভূমি লাভ করে।

ব্যাখ্যা—মহর্ষি দেখাইতেছেন, দুই, চারিদিনের অভ্যাসে সিদ্ধি লাভ করা যায় না। দীর্ঘকাল উহাতে লাগিয়া থাকিতে হইবে এবং নিরন্তর অভ্যাস করিতে হইবে। মধ্যে মধ্যে বিষয়-চিন্তাদ্বারা যোগ-প্রবাহ বিচ্ছিন্ন হইলে যোগে সিদ্ধি লাভ করা যায় না। সেইজন্য রামপ্রসাদের মত সাধককেও বলিতে হইয়াছে—'আমি দিন-মজুরী নিত্য করি মা! পঞ্চভূতে খায় গো বেঁটে।' আবার তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, বিদ্যা ও শ্রদ্ধাদি না থাকিলেও যোগে দৃঢ়ভূমি লাভ করা যায় না। সুতরাং যোগ পূর্বোক্ত তপস্যাদির সহিত আদরপূর্বক অনুষ্ঠিত হওয়া কর্ত্তব্য। মাণ্ডুক্য-কারিকায় বলা হইয়াছে—"উৎসেক উদধের্যদ্বৎ কুশাগ্রেণৈকবিন্দুনা। মনসো নিগ্রহস্তদ্বদ্ভবেদপরিখেদতঃ" (৩।৪১) অর্থাৎ "টিট্টিভ পক্ষীর পক্ষে যেমন কুশের অগ্রভাগ দ্বারা

বিন্দু বিন্দু জলসেচন করতঃ সমুদ্রশোষণ প্রয়াস শেষে সফল হইয়াছিল, এইরূপ 'এতদিন যোগ করিলাম, কিছুই হইল না' ইত্যাদি প্রকার মানসিক খেদ ত্যাগকরতঃ 'অবশ্যই সিদ্ধি লাভ করিব', এই প্রকার বুদ্ধি লইয়া দীর্ঘকাল উৎসাহ-সহকারে যোগে লাগিয়া থাকিলে মনের নিগ্রহ (নিরোধ) করা যায়।"

দৃষ্টানুশ্রবিকবিষয়বিতৃষ্ণস্য বশীকার সংজ্ঞা বৈরাগ্যম্ ॥ ১৫ ॥

[দৃষ্টেষু (দৃষ্ট বিষয়সকলে) আনুশ্রবিকেষু (বেদোক্ত ভোগ্য বিষয়সকলে) বিতৃষ্ণস্য (আসক্তিরহিত পুরুষের) বশীকারসংজ্ঞা (বশীকার নামক) বৈরাগ্যং ভবতি (বৈরাগ্য হয়)]

সূত্রার্থ—দৃষ্ট ও বেদোক্ত ভোগ্য বিষয়সকলে আসক্তিরহিত পুরুষের বশীকার নামক বৈরাগ্য লাভ হয়।

ব্যাখ্যা—অভ্যাসের কথা বলিয়া মহর্ষি এক্ষণে বৈরাগ্যের বিষয় বলিতেছেন। ভোগ্য বস্তু সকল দুই প্রকারের—(১) দৃষ্ট (২) আনুশ্রবিক। (১) স্ত্রী, অন্নপানাদি যে সকল ভোগ্য বস্তু এই লোকে দেখা যায়, উহারা 'দৃষ্ট'। (২) যে সকল ভোগ্যবস্তু ইহলোকে দেখা যায় না, কিন্তু শাস্ত্র হইতে যাহাদের বিষয় জানা যায়, উহারা 'আনুশ্রবিক'। শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে যে—পুণ্যফলে স্বর্গে গমন করিয়া অমৃতপান, অপ্সরাদি ভোগ প্রভৃতি দিব্য ভোগ লাভ করা যায়। শাস্ত্রশ্রবণের 'অনু' (পশ্চাৎ) ঐ ভোগ্য বিষয়-সকলের জ্ঞান হয় বলিয়া উহাদিগকে 'আনুশ্রবিক' বলা হয়। পূর্বোক্ত দৃষ্ট ও আনুশ্রবিক বিষয় সকলে বিতৃষ্ণা-আসিলে বৈরাগ্য বশ হইয়াছে বলা হয়—ইহাই বশীকার বৈরাগ্য। বৈরাগ্য প্রধানতঃ

দুই প্রকার :—(১) অপর বৈরাগ্য এবং (২) পরবৈরাগ্য। অপর বৈরাগ্যের চারিটি ভেদ আছে, যথা—যতমান, ব্যতিরেক, একেন্দ্রিয় ও বশীকার। পরবৈরাগ্যের ভেদ নাই। উহার বিষয় পরবর্ত্তী সূত্রে বলা হইবে। ভোগ্য বস্তুসকল ক্ষয়িষ্ণু, ভোগের তৃষ্ণার নিবৃত্তি নাই এবং উহা নানাপ্রকার দুঃখের কারণ, স্বর্গাদি ভোগেরও ক্ষয় আছে—ইত্যাদি বিষয় পুনঃ পুনঃ বিচার করিয়া ভোগের দোষ দর্শন করতঃ উহাদিগকে ত্যাগ করিতে হয়। ভোগ মৃত্যুর অপর রূপ। বৃহদারণ্যকে কথিত হইয়াছে—"অশনায়া হি মৃত্যুঃ" অর্থাৎ 'ভোগেচ্ছাই মৃত্যু'। ভোগের কাড়াকাড়ি লইয়াই পৃথিবীতে যত অশান্তি, যুদ্ধ ও ধ্বংস। ভোগদ্বারা ভোগাসক্তির নিবৃত্তি হয় না। বরং অগ্নিতে ঘৃত ঢালিলে যেমন উহা বাড়িয়া উঠে, এইরূপ ভোগদ্বারা ভোগাসক্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং উহা পুনঃ পুনঃ জন্ম-মরণের ও দুঃখের কারণ হয়। শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে—'পৃথিবীতে যত ব্রীহি, যব, হিরণ্য, পশু এবং স্ত্রী আছে, উহা একজনেরও ভোগের জন্য পর্য্যাপ্ত নয়, অতএব ভোগে অতিতৃষ্ণা ত্যাগ কর।' শাস্ত্র ও সাধুসঙ্গ দ্বারা ভোগের অনিত্যতা জানিয়া এবং মনে মনে পুনঃ পুনঃ বিচার করিয়া সর্বপ্রকার ভোগাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিতে না পারিলে যোগে সিদ্ধির আশা নাই।

তৎপরং পুরুষখ্যাতেগুর্ণবৈতৃষ্ণ্যম্ ॥ ১৬ ॥

[পুরুষখ্যাতেঃ (চৈতন্য-স্বরূপ পুরুষের জ্ঞান হইলে) যৎ (যে) গুণবৈতৃষ্ণ্যম্ (ত্রিগুণের বা ত্রিগুণজাত বস্তুর উপর বৈরাগ্য আসে) তৎ (উহা) পরম্ (পরবৈরাগ্য)]

সূত্রার্থ—চৈতন্যস্বরূপ পুরুষের জ্ঞান হইলে যে তিনগুণের প্রতি বা ত্রিগুণজাত বস্তুর উপর বৈরাগ্য আসে, উহাই পরবৈরাগ্য।

ব্যাখ্যা—দৃষ্ট ও আনুশ্রবিক বিষয়ে বিরক্ত যোগীর চিত্তে সত্ত্বগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। তখন তিনি বিবেকদ্বারা বুদ্ধি ও পুরুষের ভেদ স্পষ্টরূপে অবগত হইয়া পুরুষতত্ত্বের দর্শনাভ্যাস করিতে থাকেন। বিবেকদ্বারা আপ্যায়িতবুদ্ধি যোগী প্রকৃতির ব্যক্ত ও অব্যক্ত উভয় প্রকার ধর্মসকল হইতে বিরক্ত হন। জ্ঞানপ্রসাদরূপ এই বিবেককে 'পরবৈরাগ্য' বলে; যেহেতু ইহা পূর্বসূত্রকথিত অপর বৈরাগ্য হইতে শ্রেষ্ঠ। এই বিবেকখ্যাতির উদয়ে যোগী মনে করেন—'যাহা পাইবার ছিল, তাহা পাওয়া গিয়াছে; যে সকল অবিদ্যাদি ক্লেশের ক্ষয় করা কর্ত্তব্য, উহারা ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে, জন্মমৃত্যু-প্রবাহ বিচ্ছিন্ন হইয়াছে,' ইত্যাদি। জ্ঞানের পরাকাষ্ঠারূপ এই বৈরাগ্য; ইহা ব্যতীত কৈবল্য-প্রাপ্তি ঘটে না। বিবেকখ্যাতির পর যোগী বুঝিতে পারেন যে, চৈতন্য-স্বরূপ পুরুষে দ্রষ্টা, দর্শন ও দৃশ্যরূপ ত্রিপুটী নাই। তখন বিবেকখ্যাতিতেও আসক্তি ত্যাগপূর্ব্বক চিত্ত সম্যক্ নিরুদ্ধ হইলে দ্রষ্টা পুরুষ আপন কৈবল্যস্বরূপে স্থিত হন।

বিতর্কবিচারানন্দাস্মিতারূপানুগমাৎ সম্প্রজ্ঞাতঃ ॥ ১৭ ॥

সূত্রার্থ—বিতর্ক, বিচার আনন্দ ও অস্মিতা ইহাদের স্বরূপানুসারে সম্প্রজ্ঞাত সমাধি চারিপ্রকার।

ব্যাখ্যা—(১) বিতর্ক-সমাধির বিষয়—স্থূল ভূতসকল এবং স্থূলভূতসকল দ্বারা গঠিত মূর্ত্তিসকল।

(২) বিচার-সমাধির বিষয়—সূক্ষ্ম ভূত বা তন্মাত্রসকল।

(৩) আনন্দ-সমাধির বিষয়—ব্যষ্টি অহংতত্ত্ব।

(৪) অস্মিতা-সমাধির বিষয়—সূক্ষ্ম অহংকার বা অস্মিতা।

তন্মধ্যে স্থূল ও সূক্ষ্ম-ভূতসকল যখন সমাধির বিষয় হয়, তখন উহাকে গ্রাহ্যনিষ্ঠ সমাধি বলে। অন্তঃকরণ, অহংকারাদি বিষয় হইলে উহাকে গ্রহণনিষ্ঠ সমাধি বলে এবং অস্মিতা বিষয় হইলে উহাকে গ্রহীতৃনিষ্ঠ সমাধি বলে। বিতর্ক, বিচার, আনন্দ ও অস্মিতা এই চারিটি সমাধির স্বভাব অনুসরণ করে বলিয়া সম্প্রজ্ঞাত যোগও চারিপ্রকার হইয়া থাকে :—(১) সবিতর্ক, (২) সবিচার, (৩) সানন্দ ও (৪) সাস্মিত। সবিতর্ক ও সবিচার সমাধির বিষয় ৪২-৪৪ সূত্রের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

সানন্দ সমাধি—রজঃ ও তমোগুণের লেশমাত্রের সহিত মিলিত চিত্তের সত্ত্বগুণকে লক্ষ্য করিয়া যে ভাবনার উদয় হয়, উহাকে 'সানন্দ' সমাধি বলে।

আমরা সর্বদা—'আমার স্ত্রী, আমার পুত্র, আমার বিত্ত, আমার দেহ, আমার মন, আমার বুদ্ধি' ইত্যাদি ভাবনা করিয়া থাকি। কিন্তু যাহা 'আমার' উহা 'আমি' নয়। পূর্বোক্ত 'আমার' 'আমার' ভাবকে ত্যাগ করিয়া যদি আমরা অহংতত্ত্বে সমাহিত হইতে পারি, তবে উহা 'সানন্দ' সমাধি। এই 'অহং' তত্ত্বে সত্ত্বগুণের প্রাধান্য থাকায় চিত্তে প্রকাশ ও আনন্দের আবির্ভাব হয়—সেই জন্যই ইহার নাম সানন্দ-সমাধি। এই সানন্দ-সমাধি পূর্বোক্ত গ্রাহ্যনিষ্ঠ সমাধি অপেক্ষা সূক্ষ্ম-বিষয়ক এবং ইহাকে গ্রহণনিষ্ঠ সমাধি বলে। কারণ এই 'অহং' তত্ত্ব দ্বারা সর্ববস্তুর গ্রহণ হইয়া থাকে।

(৪) সাস্মিত-সমাধি—সম্প্রজ্ঞাত সমাধির মধ্যে ইহা সর্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম। সানন্দ-সমাধি দ্বারা চিত্ত অধিকতর শুদ্ধ হইলে রজঃ ও তমোগুণের দ্বারা অনভিভূত শুদ্ধ সত্ত্বকে অবলম্বন করিয়া যে ভাবনা

প্রবর্ত্তিত হয়, উহাতে গ্রাহ্য, গ্রহণ ভাব না থাকায় এবং চৈতন্তশক্তির উদ্রেকবশতঃ সত্তামাত্রাবশেষস্বরূপে স্থিতি হওয়ায় উহাকে "সাস্মিত" সমাধি বলে। অস্মিতা ও অহংকারের ভেদ এই যে, অহংকার বিশেষ ও খণ্ড; অস্মিতা সূক্ষ্ম ও ব্যাপক। আনন্দ-সমাধিতে অহং-ভাব স্পষ্ট, কিন্তু অস্মিতা সমাধিতে অহংভাব অস্পষ্ট ও ব্যাপক। আগেরটি বিশেষ অহংকার, পরেরটি সামান্ত অহংকার। অস্মিতা সমাধিতে 'কে আমি, কাহার পুত্র' ইত্যাদি বিশেষ ভাবের অনুভূতি না হইয়া কেবল 'আছি' মাত্র এইরূপ একটা সামান্ত ভাবের অনুভূতি হয়। আমাদের সুষুপ্তি-ভঙ্গের সময় স্পষ্ট অহংভাবের উদয়ের পূর্বে এই অস্মিতাভাবের অস্পষ্ট অনুভব হয়। আর সাস্মিত-সমাধির অভ্যাস-পরায়ণ যোগী ঐ সমাধিতে অস্মিতার স্বরূপ সাক্ষাৎ করেন। এই অস্মিতা বা মহত্তত্ত্বরূপ ক্ষেত্রে স্থিত হইয়া চৈতন্য-স্বরূপ পুরুষ অহং বৃত্তি দ্বারা সর্ববস্তু যেন গ্রহণ করেন। এই অস্মিতা সমাধিতে গ্রহীতারই প্রাধান্য—সেইজন্য ইহাকে গ্রহীতৃনিষ্ঠ সমাধি বলে। স্থূল যোগের মধ্যে উপরের সূক্ষ্ম যোগগুলি অনুগত থাকে, কিন্তু সূক্ষ্ম যোগের মধ্যে নীচের স্থূল যোগগুলি অনুগত থাকে না।

বিরামপ্রত্যয়াভ্যাসপূর্ব্বঃ সংস্কার-শেষোঽন্যঃ ॥ ১৮ ॥

[বিরামপ্রত্যয়াভ্যাসপূর্বঃ (সকল বৃত্তির অভাবের যে প্রত্যয়, উহার অভ্যাস হইতে জাত) সংস্কারশেষঃ (সংস্কার-মাত্রাবশিষ্ট) অন্যঃ (অন্য যে সম্প্রজ্ঞাত বিলক্ষণ সমাধি, উহা অসম্প্রজ্ঞাত)]

সূত্রার্থ—বিরাম-প্রত্যয়ের অভ্যাসবশতঃ যে সংস্কার-মাত্রাবশিষ্ট সমাধি হয়, উহা অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি।

ব্যাখ্যা—পুরুষ-তত্ত্বের সাক্ষাৎ হইলে পরবৈরাগ্যের উদয় হয় এবং তিন গুণের উপর বিতৃষ্ণা আসে, ইহা ১৬ সূত্রে দেখান হইয়াছে। পরবৈরাগ্যের উদয়ের পর চিত্ত পুরুষাভিমুখ হইতে থাকে। পুরুষ নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয় বলিয়া সেই পুরুষচিন্তায় রত চিত্ত সম্প্রজ্ঞাত সমাধির বহির্বৃত্তি ত্যাগ করিয়া বিশ্রান্ত হইতে থাকে এবং নিরোধ-সংস্কারের ছাপ পড়িতে থাকে। অভ্যাসের পরিপাকে নিরোধ-সংস্কারের প্রাবল্য হইলে ব্যুত্থান-সংস্কারসকল অভিভূত হইয়া পড়ে। তখন চিত্ত কেবল সংস্কারমাত্রাবশিষ্ট হইয়া অবস্থান করে। এই সমাধির অবলম্বনস্বরূপ কোন বস্তু থাকে না, উহা অর্থশূন্য। ইহার অভ্যাসযুক্ত চিত্ত অভাবপ্রাপ্তের ন্যায় হয়। এই নির্বীজ সমাধি অসম্প্রজ্ঞাত।

ভবপ্রত্যয়ো বিদেহপ্রকৃতিলয়ানাম্ ॥ ১৯ ॥

[বিদেহাঃ (অহংকারাদি চিন্তকগণ) প্রকৃতিলয়াঃ (প্রকৃতিকে আত্মবোধে চিন্তা করিয়া যাঁহারা উহাতে লীন হন) যে তেষাং (যাঁহারা তাঁহাদের) ভবপ্রত্যয়ঃ সমাধি ভবতি (ভবপ্রত্যয় সমাধি হয়)]

সূত্রার্থ—অহংকারাদি চিন্তক ও প্রকৃতিলীন যোগিগণের ভব-প্রত্যয় নামক সমাধি লাভ হয়।

ব্যাখ্যা—অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি দুইপ্রকার—(১) ভব-প্রত্যয় ও (২) উপায়-প্রত্যয়। প্রথমে ভব-প্রত্যয় সমাধির বিষয় বলা হইতেছে। অহংকার, ইন্দ্রিয়, ভূত ও প্রকৃতি-চিন্তক যোগিগণ ঐ সকল তত্ত্বে সমাহিত হইয়া দীর্ঘকাল উহাদের মধ্যে লীনভাবে অবস্থান করেন। এই প্রকার অবস্থিতি যেন তাঁহাদের তাৎকালিক

কৈবল্যমুক্তি। কিন্তু ঐ প্রকার সমাধির হেতুভূত সংস্কারের ক্ষয় হইলে পুনরায় ব্যুত্থান ঘটে এবং সংসার প্রাপ্তি হয় —সংসারের হেতু বলিয়া এই সমাধি 'ভবপ্রত্যয়'। ঐ প্রকার জড় সমাধি প্রকৃতিক্ষেত্রে হইয়া থাকে। ঐ জড় সমাধিতে বিবেক-খ্যাতি না থাকায় এবং পুরুষের সাক্ষাৎকার না হওয়ায় উহার দ্বারা পুরুষের প্রকৃত কৈবল্যসিদ্ধি হয় না। যেখানে বৈরাগ্যের প্রাধান্য আছে, অথচ জ্ঞান নাই, সেরূপ স্থলে যোগী প্রকৃতিলীন হইয়া থাকেন। প্রকৃতিলীন সমাধিতেও কোন বিষয়ের সম্প্রজ্ঞান না থাকায় ইহাকে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলা যায়।

শ্রদ্ধাবীর্য্যস্মৃতিসমাধিপ্রজ্ঞাপূর্ব্বক ইতরেষাম্ ॥ ২০ ॥

[ইতরেষাং (বিদেহ-প্রকৃতি লয় ব্যতীত মুমুক্ষু যোগিগণের) শ্রদ্ধাবীর্য্য-স্মৃতিসমাধিপ্রজ্ঞাপূর্বকঃ (শ্রদ্ধা, বীর্য্য, স্মৃতি, সমাধি ও প্রজ্ঞাপূর্বক) সমাধিঃ (উপায়প্রত্যয় সমাধি) ভবতি (হইয়া থাকে)]

সূত্রার্থ—অপর মুমুক্ষু যোগিগণের শ্রদ্ধা, বীর্য্য, স্মৃতি, সমাধি ও প্রজ্ঞাপূর্বক উপায়প্রত্যয় অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি হইয়া থাকে।

ব্যাখ্যা—এই সূত্রে উপায়-প্রত্যয় সমাধির বিষয় বলা হইতেছে। সেই শ্রদ্ধা আদি পাঁচটি ক্রমশঃ উপায় ও উপেয়ভাবে প্রবর্ত্তিত হইয়া সম্প্রজ্ঞাত সমাধির কারণ হয় এবং উহাই আবার অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির কারণ হয়—সেইজন্য এই সমাধি উপায়-প্রত্যয়। শ্রদ্ধা—যোগবিষয়ে চিত্তের প্রসাদ। বীর্য্য—উৎসাহ। স্মৃতি—অনুভূত বিষয়ের ভাব চিত্তে পুনঃ পুনঃ উদিত রাখা। সমাধি—চিত্তের একাগ্রতা। প্রজ্ঞা —প্রজ্ঞাতব্য বস্তুর বিবেক। শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তির যোগবিষয়ে বীর্য্য বা

উৎসাহ উৎপন্ন হয়। সোৎসাহ চিত্ত পূর্বানুভূত বিষয়ের পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিতে পারে। স্মৃতি হইতে চিত্তের সমাধি হয়। সমাহিত চিত্তে বিবেকদ্বারা জ্ঞাতব্য বস্তুর সম্যক্ জ্ঞান হয়। বিবেকের অভ্যাসে পরবৈরাগ্য হইতে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি হয়।

তীব্রসংবেগানামাসন্নঃ ॥ ২১ ॥

[যেষাং (যাহাদের) সংবেগঃ (উত্তম) তীব্রঃ (অতি অধিক) তেষাং (তাহাদের) সমাধিঃ (সমাধি) আসন্নঃ (শীঘ্রই হইয়া থাকে)]

সূত্রার্থ—যাহাদের তীব্র উত্তম ও বৈরাগ্য আছে, তাহাদের শীঘ্রই সমাধি হইয়া থাকে।

মৃদুমধ্যাধিমাত্রত্বাৎ ততোঽপি বিশেষঃ ॥ ২২ ॥

[ততঃ অপি (তাহাতেও) মৃদুমধ্যাধিমাত্রত্বাৎ (সংবেগের মৃদুতা, মধ্যতা ও অধিমাত্রতাহেতু) বিশেষঃ (বিশেষ) অস্তি (আছে)]

সূত্রার্থ—পূর্বোক্ত তীব্র সংবেগেরও মৃদুতা, মধ্যতা ও অতিশয় তীব্রতাহেতু বিশেষতা আছে।

ব্যাখ্যা—যে সকল যোগীর তীব্রসংবেগ মৃদু প্রকারের তাঁহাদের সমাধিলাভ কিছু বিলম্বে ঘটে; যাঁহাদের তীব্রসংবেগ মধ্যম প্রকারের তাঁহাদের সমাধি পূর্বোক্ত যোগিগণ অপেক্ষা শীঘ্রই হইয়া থাকে। যে সকল যোগীর তীব্রসংবেগ অধিমাত্র শ্রেণীর তাঁহাদের সমাধি অতি সন্নিকট।

ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্বা ॥ ২৩ ॥

[বা (অথবা) ঈশ্বর-প্রণিধানাৎ (ঈশ্বরে সর্বকর্মার্পণরূপ ভক্তি-বিশেষ হইতে) সমাধিলাভঃ ভবতি (সমাধিলাভ হয়)]

সূত্রার্থ—অথবা ঈশ্বরে সর্বকর্মার্পণরূপ ভক্তিবিশেষ হইতেও সমাধিলাভ হয়।

ব্যাখ্যা—পূর্বোক্ত যোগই যে সমাধিলাভের একমাত্র উপায়, তাহা নয়। যাঁহারা সর্বদা ঈশ্বরে ফলার্পণপূর্বক শাস্ত্রোক্ত-বিধানে নিষ্কামকর্মের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাদের সেই ভক্তিবিশেষ দ্বারা সন্তুষ্ট হইয়া ঈশ্বর তাঁহাদিগকে অনুগ্রহ করেন এবং উহাতেও সেই ভক্তগণের শীঘ্রই সমাধিলাভের ফল হইয়া থাকে।

ক্লেশকর্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ ॥ ২৪ ॥

[ক্লেশাঃ (অবিদ্যাদি ক্লেশ) কর্মাণি (ধর্মাধর্ম) বিপাকাঃ (কর্মফলসকল) আশয়াঃ (চিত্তস্থ সংস্কারসকল) তৈঃ (উহাদের সহিত) অপরামৃষ্টঃ (অমিলিত) পুরুষবিশেষঃ (পুরুষবিশেষই) ঈশ্বরঃ (ঈশ্বর)]

সূত্রার্থ—অবিদ্যাদি পঞ্চ ক্লেশ, ধর্মাধর্ম, কর্মফল ও চিত্তস্থ সংস্কার সকলের সহিত অমিলিত পুরুষবিশেষই ঈশ্বর।

ব্যাখ্যা—সেই ঈশ্বরের স্বরূপ কি প্রকার তাহাই এই সূত্রে দেখান হইতেছে। ক্লেশাঃ—'ক্লিশ্নন্তীতি ক্লেশাঃ' অর্থাৎ যাহারা কষ্ট প্রদান করে উহাদিগকে ক্লেশ বলে। অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ এই পাঁচটি ক্লেশ (সাধনপাদ ৩ সূত্র)। ক্লেশসকল পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যুর কারণ বলিয়া উহারা জীবকে কষ্ট বা দুঃখ প্রদান করে।

কর্ম্মাণি—বিহিত, প্রতিষিদ্ধ ও মিশ্র কর্ম সকল।

বিপাকাঃ—কর্ম পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া যে সকল ফল প্রদান করে। যেমন এই গ্রন্থের সাধনপাদ ১৩ সূত্রে দেখান হইয়াছে যে—'ক্লেশরূপ মূল থাকিলে সেইসকল কর্মের বিপাকফলে পুরুষের জাতি, আয়ুঃ ও ভোগ উৎপন্ন হয়।'

আশয়াঃ—কর্মসকল পক্ব হইয়া ফলপ্রদানপর্য্যন্ত চিত্তভূমিতে শয়ন করিয়া থাকে, বাসনাখ্য সেই সংস্কারসকলকে 'আশয়' বলে।

ক্লেশ, কর্ম প্রভৃতি চিত্তেই বর্ত্তমান থাকে, চৈতন্য-স্বরূপ পুরুষে উহারা নাই। সেইজন্য কোন পুরুষই (আত্মাই) স্বরূপতঃ ঐ সকল দ্বারা সংস্পৃষ্ট নহেন। তথাপি যোদ্ধগণের জয়-পরাজয় যেমন উহাদের স্বামীর জয় পরাজয় বলিয়া কথিত হয়, এইরূপ অনাদি অবিবেক-বশতঃ চিত্তের ঐ ধর্মসকলের পুরুষে আরোপ করিয়া উহাকে ভোক্তা মনে করা হয়—ইহাই পুরুষের বন্ধন। কিন্তু যিনি উপর্য্যুক্ত ক্লেশকর্মাদি দ্বারা কোন কালেই সংস্পৃষ্ট নন সেই পুরুষ-বিশেষই ঈশ্বর। 'পুরুষ-বিশেষ' বলার তাৎপর্য্য মুক্ত পুরুষগণের পূর্বে বন্ধন ছিল এবং প্রকৃতিলীন পুরুষগণের পূর্বে বন্ধন থাকে; লীন অবস্থায় তাঁহারা দুঃখশূন্যভাবে মুক্তবৎ অবস্থান করিলেও ব্যুত্থানকালে পুনরায় বন্ধনদশা প্রাপ্ত হন। ঈশ্বর কিন্তু নিত্যমুক্ত অর্থাৎ ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান কোন কালেই ঈশ্বর পূর্বোক্ত দোষ সকল দ্বারা স্পৃষ্ট হইয়া বন্ধনদশা প্রাপ্ত হন না। অন্য পুরুষগণ হইতে ঈশ্বরের এই বিলক্ষণতা থাকায় তাঁহাকে 'পুরুষবিশেষ' বলা হইয়াছে।

ঈশ্বরের সমান বা ঈশ্বর হইতে অধিক ঐশ্বর্য্য কাহারও নাই। সুতরাং যে পুরুষে ঐশ্বর্য্যের কাষ্ঠাপ্রাপ্তি বিদ্যমান, তিনিই ঈশ্বর। 'ঈশ্বরের তুল্য অন্য ঐশ্বর্য্যবান্ পুরুষ আছেন'—ইহা স্বীকার করিলে ঐ দুইজন তুল্য ঐশ্বর্য্যবান্ পুরুষ যদি একই কালে একই বিষয়ে

বিপরীত সঙ্কল্প করেন, তাহা হইলে একজনের সঙ্কল্প সিদ্ধ হইলে অপরের সঙ্কল্প সিদ্ধ হইবে না। তাহাতে শেষোক্ত পুরুষের ঈশ্বরত্ব থাকিবে না। আর তুল্যবল পুরুষের বিপরীত সঙ্কল্পবশতঃ সৃষ্টিরও বিপর্য্যয়ও ঘটিবে। আর ঈশ্বর অপেক্ষা অধিক ঐশ্বর্য্যবান্ পুরুষের সত্তা স্বীকার করিলে প্রথমোক্ত ঈশ্বরের আর ঈশ্বরত্বই সিদ্ধ হইবে না।

শঙ্কা—ঈশ্বর তো আমাদের নিকট পরোক্ষ। ঈশ্বরে যে সত্ত্বগুণের চরম উৎকর্ষ, সমগ্র ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, সর্বজ্ঞত্ব প্রভৃতি আছে, ইহা আমাদিগকে শাস্ত্র হইতেই জানিতে হয়। সুতরাং ঈশ্বরবিষয়ে শাস্ত্রই আমাদের নিকট প্রমাণ। আবার শাস্ত্রে ইহাও দেখা যায় যে, বেদসকল ঈশ্বর হইতে নিঃশ্বাসের ন্যায় অবলীলাক্রমে উৎপন্ন হইয়াছিল। আবার বেদান্তসূত্রে যে "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" (১।১।৩) সূত্র আছে, উহার দুই প্রকার অর্থ করা যায়। (১) ব্রহ্ম ঋগ্বেদাদি শাস্ত্রের যোনি বা উৎপত্তির কারণ, অথবা (২) ঋগ্বেদাদি শাস্ত্র যোনি (স্বরূপজ্ঞানের কারণ) যাঁহার,—তিনিই শাস্ত্রযোনি। অর্থাৎ ব্রহ্মের স্বরূপ শাস্ত্র হইতেই জানা যায়। সুতরাং ব্রহ্মবিষয়ে শাস্ত্রই প্রমাণ। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ঈশ্বর না থাকিলে ঋগ্বেদাদি শাস্ত্র প্রমাণিত হইতে পারে না, আবার ঋগ্বেদাদি শাস্ত্রব্যতীতও ঈশ্বরের সিদ্ধি হয় না। সুতরাং পরস্পর পরস্পরের উপর নির্ভর করায় ইতরেতরাশ্রয় দোষ হইতেছে ইহার উত্তর—

ঈশ্বর ও সৃষ্টি ইহাদের কোনটিকে অগ্রপশ্চাৎ স্থাপন করা যায় না। 'ঈশ্' ধাতুর অর্থ শাসন বা নিয়মন করা। মহাপ্রলয়ের সময় যদি বেদাদি শাস্ত্র এবং সৃষ্টি একবারে না থাকে, তবে ঈশিতব্য বস্তুর অভাবে তৎকালে ঈশ্বরের ঈশ্বরত্বই লোপ পাইবে। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে, মহাপ্রলয়ে সৃষ্টি অব্যক্তভাবে বা বীজাকারে

ছিল এবং উহার জ্ঞাতা সর্বজ্ঞ ঈশ্বরও ছিলেন। 'বীজ আগে, কি গাছ আগে?' —ইহার নির্ণয় করা যায় না। সেইজন্য বলিতে হয়, বীজাঙ্কুর-প্রবাহ অনাদি। এইরূপ ঈশ্বর, বেদ ও সৃষ্টি-প্রবাহও অনাদি। মহাপ্রলয়ে সৃষ্টি, বেদ প্রভৃতির অব্যক্তভাবে অবস্থিতি স্বীকার না করিলে কিরূপে উহাদের উৎপত্তি হইবে? যাহা কারণে থাকে, উহার অভিব্যক্তিকেই উৎপত্তি বলে। কারণে যাহা নাই, তাহার উৎপত্তি অসম্ভব। অসৎ হইতে সৎ এর উৎপত্তি হয় না।

তত্র নিরতিশয়ং সার্বজ্ঞ্যবীজম্ ॥২৫॥

[তত্র (সেই ঈশ্বরে) সার্বজ্ঞ্যবীজম্ (সর্বজ্ঞতার বীজ) নিরতিশয়ং (কাষ্ঠাপ্রাপ্ত) ভবতি (হইয়াছে)]

সূত্রার্থ—সেই ঈশ্বরে সর্বজ্ঞতার বীজ কাষ্ঠাপ্রাপ্ত হইয়াছে।

ব্যাখ্যা—ঈশ্বরের সর্বজ্ঞত্বাদি গুণসকল আমরা প্রত্যক্ষ করিতে পারি না। ঈশ্বরের স্বরূপ অলৌকিক বলিয়া বেদ বা বেদানুকূল শাস্ত্র হইতে আমাদিগকে ঈশ্বরের স্বরূপ জানিতে হয়। শাস্ত্র হইতে ঈশ্বরের সর্বজ্ঞত্বের বিষয় জানিয়া আমরা অনুমানপ্রমাণ দ্বারা উহার একটা সামান্য জ্ঞান লাভ করিতে পারি। আমরা নিম্নে সেই অনুমান দেখাইতেছি :—

(১) যেমন ঘট, কলসী, শরাব প্রভৃতির মধ্যে খণ্ড খণ্ড মৃত্তিকা দর্শন করিয়া আমরা অখণ্ড মৃত্তিকার ধারণা করিতে পারি, এইরূপ জীবসকলের বুদ্ধির খণ্ড খণ্ড জ্ঞত্ব দেখিয়া আমরা ঈশ্বরের অখণ্ড জ্ঞত্বের বা সর্বজ্ঞত্বের অনুমান করিতে পারি।

(২) একজন সাধারণ ব্যক্তি যাহা জানিতে পারে, তদপেক্ষা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি আরও অধিক জানিতে পারেন। আবার শুদ্ধসত্ত্ব যোগিগণ আরও অনেক অধিক বিষয় জানিতে পারেন। এইরূপ

জ্ঞানের ক্রমশঃ বিস্তৃতির যেখানে পরিসমাপ্তি, সেই পুরুষই সর্বজ্ঞ ঈশ্বর। কোনস্থানে জ্ঞানের পরিসমাপ্তি স্বীকার না করিলে অনবস্থা দোষ হইবে এবং চিত্ত বিশ্রান্তি লাভ করিবে না। ঈশ্বরে সেই জ্ঞান-বিস্তৃতির পরিসমাপ্তি বলিয়া ঈশ্বরের সর্বজ্ঞতা নিরতিশয়। যোগী প্রভৃতির সর্বজ্ঞতা সাধনা দ্বারা লব্ধ বলিয়া সেই সর্বজ্ঞতার কখন কখন প্রতিবন্ধ উপস্থিত হইতে পারে। কিন্তু ঈশ্বর বিশুদ্ধ-সত্ত্বপ্রধান বলিয়া ঈশ্বরের সর্বজ্ঞতা নিত্যসিদ্ধ ও প্রতিবন্ধশূন্য।

(৩) ঈশ্বর চেতন ও নির্বিকার সাক্ষিস্বরূপ। কিন্তু ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি নিয়ত পরিণামশীলা। যখন তিনগুণের সাম্যাবস্থা তখন মহাপ্রলয় বা প্রকৃতির অব্যক্তাবস্থা। গুণত্রয়ের বৈষম্যে সৃষ্টি এবং উহাদের পরিমাণের তারতম্যানুসারে জগতে অসংখ্য নামরূপের সৃষ্টি হয়। সেই সৃষ্ট বস্তুসকলের ব্যক্তাব্যক্ত, সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতম এবং বৃহৎ হইতে বৃহত্তম অবস্থা আছে। সৃষ্ট বস্তুমাত্রেই দেশকালের অধীন বলিয়া উহাদের উক্তপ্রকার বহু ভেদ হয়। কিন্তু ঈশ্বর দেশ ও কালের অধীন নহেন বলিয়া সর্বদা একরূপ ও পরিণামশূন্য।

জ্ঞাতা বা দ্রষ্টা ভিন্ন জ্ঞেয় বা দৃশ্য বস্তু প্রমাণ করা যায় না। চৈতন্য-স্বরূপ ঈশ্বর দেশকালেরও সাক্ষী। সর্বসাক্ষী ঈশ্বর ব্যতীত দেশকাল প্রমাণিত হয় না। সাক্ষ্য বস্তুর দোষগুণ সাক্ষী ঈশ্বরকে স্পর্শ করে না বা তাঁহাতে বিকার উৎপন্ন করিতে পারে না—যেমন সূর্য্য গঙ্গাজল ও মদ্য উভয়কে প্রকাশ করিয়াও উহাদের গুণদোষে লিপ্ত হন না। ঈশ্বরচৈতন্য ব্যতীত জড়া প্রকৃতির কোন অবস্থাই প্রমাণ করা যায় না। সুতরাং দেশ, কাল ও প্রকৃতির সর্বাবস্থার যিনি প্রকাশক, তিনিই সর্বজ্ঞ ঈশ্বর। তাঁহার জ্ঞানদৃষ্টির কখন অভাব হয় না। মহাপ্রলয়ে বা সুষুপ্তিকালে তিনি সাক্ষিরূপে বিদ্যমান থাকেন, নতুবা ঐ অবস্থাদ্বয় জানা যাইত না।

আমাদের বুদ্ধি কতক বস্তু জানে, কতক জানে না। কোন বস্তুর অজ্ঞান উহার অব্যক্ত রূপ। যখন দেশ, কালাদি সহকারী কারণদ্বারা অব্যক্ত রূপটি ব্যক্ত হয়, তখন আমরা উহাকে জানিতে পারি। কিন্তু ঈশ্বর আমাদের বুদ্ধি গুহায় স্থিত হইয়া বুদ্ধির কোন বস্তুবিষয়ক জ্ঞান বা অজ্ঞান উভয়কেই সহজে ও স্বচ্ছন্দে প্রকাশ করেন। ঈশ্বর সকল বস্তুর ব্যক্তাব্যক্ত অবস্থার প্রকাশক—সুতরাং তিনি সর্বজ্ঞ। বিশুদ্ধসত্ত্ব ঈশ্বরের জ্ঞানশক্তির বাহিরে কোন বস্তু থাকিতে পারে না। যেখানে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির গতি নাই, সেখানেও সর্বসাক্ষী ঈশ্বর বিদ্যমান।

আমরা পুনঃ পুনঃ দেখিয়াছি—যে জিনিস আমাদের পূর্বে জানা ছিল না, উহা পরে আমাদের জ্ঞানগোচর হয়। উহা হইতে অনুমান করিয়া আমরা বুঝিতে পারি যে, আমাদের অজ্ঞাত বহু বস্তু আছে। সেইজন্য আমরা নূতন বস্তুর আবিষ্কারে প্রবৃত্ত হই। কিন্তু প্রকৃতি রাজ্যের ক'টা জিনিস আমরা জানি বা আবিষ্কার করিব? এই আবিষ্কারের শেষ কোথায়? বস্তুতঃ চৈতন্যস্বরূপ পুরুষের বা ঈশ্বরের জ্ঞান লাভ না করা পর্য্যন্ত আমাদের এই প্রবৃত্তির বিশ্রান্তি নাই। জড়া প্রকৃতির পশ্চাতে ধাবমানতাই অজ্ঞান—চেতন পুরুষের সাক্ষাৎ-কারই জ্ঞান। আমাদের মলিনসত্ত্ব বুদ্ধির জ্ঞান সীমাবদ্ধ। কিন্তু বিশুদ্ধসত্ত্ব ঈশ্বরের জ্ঞান দেশ, কাল ও বস্তুদ্বারা পরিচ্ছিন্ন বা সীমাবদ্ধ নয়, ইহা আমরা শাস্ত্রপ্রমাণ ও অনুমানপ্রমাণ উভয় দ্বারাই জানিতে পারি। সেইজন্য ঈশ্বর সর্বজ্ঞ এবং সেই সর্বজ্ঞতা নিরতিশয়। শঙ্কা—আচ্ছা, উপরে যে বলা হইল, ঈশ্বর নির্বিকার ও পরিণাম-বিহীন প্রকৃতিরই বিকার বা পরিণাম হয়, তবে যে শাস্ত্রে ঈশ্বরকে জ্ঞান, ক্রিয়াদি শক্তিমান্ বলা হইয়াছে, ইহা কিরূপে সম্ভব? জ্ঞান ক্রিয়া, বল প্রভৃতি দ্বারা তাঁহার কি বিকার হয় না? ইহার উত্তরে

বলা যায়—'ঈশ্বরের অনাদিসিদ্ধ প্রকৃতিজাত বিশুদ্ধসত্ত্বপ্রধান চিত্ত আছে। পরম কারুণিক ভগবান্ সংসারে নিমগ্ন ভূতগণের উদ্ধারের নিমিত্ত সেই চিত্ত গ্রহণকরত: উহাদিগকে ধর্ম ও জ্ঞান উপদেশ করেন।' পুনরায় যদি শঙ্কা কর—'সেই চিত্ত গ্রহণের পূর্বে কিরূপে ঈশ্বরের লোকানুগ্রহ ইচ্ছা হইতে পারে? তাহার উত্তর—'সৃষ্টি প্রবাহ অনাদি। প্রলয়ের পূর্বে ভগবান্ এইরূপ সঙ্কল্প করেন যে —'প্রলয়াবসানে লোকসকলের উদ্ধারের নিমিত্ত আমি পুনরায় এই লোকানুগ্রহকারী চিত্তকে গ্রহণ করিব। মহাপ্রলয়ে ঈশ্বরের চিত্ত সেই সংস্কার লইয়া প্রকৃতিতে লীনভাবে অবস্থান করে এবং উহাই আবার সৃষ্টির আরম্ভকালে ফুটিয়া উঠে। বিশুদ্ধ-সত্ত্বপ্রধান সেই চিত্তদ্বারা ভগবান্ লোকসকলের উপকার করিলেও তিনি জ্ঞানের প্রাধান্যবশতঃ সেই ভূতানুগ্রহকার্য্যে লিপ্ত হন না বা বিকারভাব প্রাপ্ত হন না। ঈশ্বর সৃষ্টির নিমিত্তকারণ—সৃষ্টির উপাদান-কারণ প্রকৃতি।

সপূর্বেষামপি গুরুঃকালেনানবচ্ছেদাৎ ॥ ২৬ ॥

[সঃ (সেই ঈশ্বর) কালেন (কালদ্বারা) অনবচ্ছেদাৎ (অবচ্ছিন্ন নহেন বলিয়া) পূর্বেষাম্ অপি (পূর্ব পূর্ব সকলের এমন কি ব্রহ্মারও) গুরুঃ (গুরু)]

সূত্রার্থ—সেই ঈশ্বর পূর্বপূর্ব সকলেরই (এমন কি ব্রহ্মারও) গুরু, যেহেতু তিনি কালদ্বারা অবচ্ছিন্ন নহেন।

ব্যাখ্যা—'গুরু' শব্দের অর্থ 'লঘু' শব্দের বিপরীত। ঈশ্বর ভূমা বা নিরতিশয় বৃহৎ, তদ্ভিন্ন যাহা কিছু, উহা তদপেক্ষা লঘু

যা অল্প। যাহা অল্প উহা দেশকাল দ্বারা অবচ্ছিন্ন—উহাই মরণশীল। শ্বেতাশ্বতের উপনিষদে আছে—"যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্বং যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ" (৬।১৮) অর্থাৎ 'যিনি ব্রহ্মাকে প্রথমে সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং তাঁহার হৃদয়ে বেদবিদ্যা সঞ্চারিত করিয়াছিলেন।' ঈশ্বর দেশ ও কালদ্বারা অবচ্ছিন্ন নহেন বলিয়া মরণরহিত এবং সকলের গুরু।

তস্য বাচকঃ প্রণবঃ ॥ ২৭ ॥

[প্রণবঃ (ওঁকার) তস্য (সেই ঈশ্বরের) বাচকঃ (বাচক শব্দ)]

সূত্রার্থ—প্রণব বা ওঁকার সেই ঈশ্বরের বাচক বা নাম।

ব্যাখ্যা—২৪, ২৫ ও ২৬ সূত্রে ঈশ্বরের স্বরূপ দেখান হইয়াছে, এক্ষণে ঈশ্বরের উপাসনায় প্রণবের উপযোগিতা প্রদর্শিত হইতেছে। 'গো' এই শব্দের শক্তি শৃঙ্গ, লাঙ্গুল ও গলকম্বলাদি-যুক্ত গো-প্রাণীকে বুঝায়। 'গো' শব্দ গো-প্রাণীর বাচক, গো প্রাণীটি গো-শব্দের বাচ্য। এইরূপ ওঁকার শব্দটি ঈশ্বরের বাচক, ঈশ্বর বাচ্য। "প্রকর্ষেণ নূয়তে স্তূয়তে অনেন ইতি প্রণবঃ"—অর্থাৎ 'যাহা দ্বারা ঈশ্বরের প্রকৃষ্টরূপে স্তব করা যায়, উহাই প্রণব।' এই যে বাচ্য-বাচকের (বৈদিক শব্দসকল ও উহাদের অর্থের) সম্বন্ধ উহা প্রদীপ ও উহার প্রকাশবৎ নিত্য, অর্থাৎ ঐ সম্বন্ধ নিত্যই বিদ্যমান। পূর্ব হইতে বিদ্যমান বাচ্য-বাচকের সেই নিত্য সম্বন্ধই সঙ্কেত দ্বারা প্রকাশিত হয়—সেই সঙ্কেত কাহারও দ্বারা কৃত নয়, ইহাই বেদবাদিগণের মত। যেমন পিতাপুত্রের যে সম্বন্ধ যাহা পূর্ব হইতেই বিদ্যমান, উহাই কাহারও দ্বারা এইরূপে প্রকাশিত হয়—'ইনি ইঁহার পিতা, ইঁহার ইনি পুত্র।' এইরূপ

বৈদিক শব্দ ও অর্থের যে সম্বন্ধ নিত্য বিদ্যমান, সর্বজ্ঞ ঈশ্বরই উহার প্রকাশক।

ওঁকারই আদি শব্দ এবং ভগবানের প্রিয় নাম। সেইজন্ত শাস্ত্রোক্ত-বিধানে ওঁকারের উপাসনায় ঈশ্বর শীঘ্র প্রীত হন। সেইজন্য কঠোপনিষদে বলা হইয়াছে—"এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠমেতদালম্বনং পরম্" অর্থাৎ 'এই ওঁকাররূপ আলম্বন ব্রহ্মপ্রাপ্তির সাধনমধ্যে শ্রেষ্ঠ। এই আলম্বন পর ও অপর (নির্গুণ ও সগুণ) উভয় ব্রহ্ম-বিষয়ক।' বহু শাস্ত্রেই ওঁকারের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। বীজের বিস্তার যেমন বৃক্ষ, এইরূপ ওঁকারের বিস্তার এই জগৎ। "ওমিত্যেতদক্ষর-মিদং সর্বম্" (মাণ্ডুক্য—১) অর্থাৎ 'দৃশ্যমান সমস্ত জগৎ ওঁ এই অক্ষরই।' ওঁকার হইতে গায়ত্রী ও অন্য ছন্দের উৎপত্তি এবং উহা হইতে আবার চারিবেদ উৎপন্ন হইয়াছে। সেইজন্য গায়ত্রী ছন্দঃসকলের মাতা বা বেদমাতা। বেদ অনন্ত নাম ও রূপের কারণ এবং জ্ঞানের অক্ষয় ভাণ্ডার।

তজ্জপস্তদর্থভাবনম্ ॥ ২৮ ॥

[তস্য প্রণবস্য (সেই প্রণবের) জপঃ (যথাবৎ উচ্চারণ) তদর্থস্য (উহার অর্থ ঈশ্বরের) ভাবনম্ (চিত্তে ভাবনা) এব উপাসনম্ (উহাই উপাসনা)]

সূত্রার্থ—সেই প্রণবের জপ ও উহার অর্থ-ভাবনাই উপাসনা।

ব্যাখ্যা—ওঁকারের মধ্যে অ, উ, ম্ এই তিনটি অক্ষর আছে। মাণ্ডুক্য উপনিষদের মতে—জাগ্রদবস্থায় আত্মা স্থূল-দেহাভিমানী, উহাই 'অ'কার শব্দবাচ্য 'বিশ্ব' (খণ্ড স্থূলদেহাভিমানী আত্মা) অথবা সমষ্টি স্থূলদেহাভিমানী আত্মা 'বৈশ্বানর'। স্বপ্নকালে আত্মা

সূক্ষ্মদেহাভিমানী (পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়+পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়+পঞ্চপ্রাণ+মন+বুদ্ধি—সূক্ষ্মদেহ) উহাই 'উ'কার শব্দবাচ্য 'তৈজস' অথবা সমষ্টি-সূক্ষ্মদেহাভিমানী আত্মা 'হিরণ্যগর্ভ' এবং সুষুপ্তিকালে আত্মা কারণ-শরীরাভিমানী (সুষুপ্তির অজ্ঞানই কারণশরীর)—উহাই 'ম'কার শব্দবাচ্য 'প্রাজ্ঞ' বা 'ঈশ্বর'। আমরা আমাদের জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থার সহিত পরিচিত। ঐ তিনটি অবস্থা পর পর আসিতেছে ও চলিয়া যাইতেছে। যখন উহাদের কোন একটি অবস্থার আবির্ভাব হয়, তখন অপর দুইটি অবস্থা বাদ পড়ে। কিন্তু আমি ঐ তিনটি অবস্থায় অনুগত থাকিয়া উহাদিগকে প্রকাশ করি। আমি তিন অবস্থার প্রকাশক (subject); অবস্থাত্রয় প্রকাশ্য বা দৃশ্য (object)। দ্রষ্টা আমার দৃশ্যের সহিত কোন সম্পর্ক নাই এবং দৃশ্যের গুণদোষ আমাকে স্পর্শ করে না—যেমন সূর্য্য গঙ্গাজল ও মদ্য উভয়কে প্রকাশিত করিয়াও উহাদের গুণদোষে লিপ্ত হন না। তথাপি এই দ্রষ্টা-দৃশ্যের বা চিজ্জড়ের বিবেক না থাকায় আমি যেন দৃশ্যের সহিত একাকারভাব প্রাপ্ত হই এবং দৃশ্যের দোষগুণ আপনাতে আরোপিত করিয়া সুখদুঃখ ভোগ করি—উহাই আমার বন্ধন। আবার বিবেকের উদয়ে যখন আমি বুঝিতে পারি যে—আমি দৃশ্যসমূহ হইতে পৃথক্ অসঙ্গ আত্মা—"অসঙ্গোহয়ংপুরুষঃ" (বৃহদারণ্যক ৪।৩।১৬) তখন আমি মুক্ত।

মনে কর, আমি রঙ্গালয়ে বসিয়া পর পর তিনখানি চিত্রপট দেখিতেছি। প্রথম দৃশ্য দেখিলাম—রাম রাজা হইবেন, অযোধ্যায় ধুমধাম পড়িয়া গিয়াছে, নগরবাসিগণ সকলেই উৎফুল্ল। ঐ দৃশ্য দেখিতে দেখিতে আমি আত্মহারা হইয়া উহাতে ডুবিয়া গেলাম এবং আমিও উৎফুল্ল হইয়া উঠিলাম। উহার পর আর এক দৃশ্য আসিল,—উহাতে দেখা গেল রাম, সীতা ও লক্ষণের সহিত বনে

যাইতেছেন, অযোধ্যাবাসিগণ কাঁদিতেছে; আমিও সেই দৃশ্যে অভিনিবিষ্ট হইয়া কাঁদিয়া ফেলিলাম। অপর দৃশ্যে দেখিলাম রাবণ সীতা হরণ করিতেছে, তখন সেই দৃশ্যে ডুবিয়া গিয়া আমার রাবণের উপর ক্রোধ হইল এবং সীতা হৃত হওয়ায় দুঃখও হইল। যদি আমি ঐ তিনটি দৃশ্যে অভিনিবিষ্ট হইয়া আত্মহারা না হইতাম, তবে আমার সুখ, দুঃখ, ক্রোধ কিছুই হইত না। রঙ্গালয় হইতে বাহিরে আসিয়াও ঐ সুখদুঃখের জের কিছুক্ষণ চলিল, পরে আপনিই উহা নিবৃত্ত হইল। এইরূপ আমি সংসাররূপ রঙ্গমঞ্চে বসিয়া প্রকৃতি বা মহামায়াপ্রদর্শিত জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তিরূপ তিনখানি দৃশ্যপট পর পর দেখিতেছি। যখন প্রকৃতিদেবী আমার সম্মুখে জাগ্রৎকালের দৃশ্যপটটি ধরিলেন, তখন উহা দেখিতে দেখিতে আমি ক্রমশঃ উহাতে অভিনিবিষ্ট হইয়া, উহাতে ডুবিয়া গিয়া আমার অসঙ্গ স্বরূপটি ভুলিয়া গেলাম। তখন ভাবিতে লাগিলাম—'এই আমার স্ত্রী, এই আমার পুত্র, এই আমার বিত্ত, এই আমার গৃহ—ইহারা আমার, আমি ইহাদের' ইত্যাদি। এইরূপ জাগ্রৎকালের কতকগুলি বস্তুতে 'আমি' ও 'আমার' ভাব স্থাপন করিয়া ঐ সকল বস্তুর ক্ষয় বা বৃদ্ধিতে আমি নিজের ক্ষয়বৃদ্ধি মনে করিয়া দুঃখ ও সুখ অনুভব করিতে লাগিলাম। আবার প্রকৃতিদেবী জাগ্রৎকালের দৃশ্যপট আমার সম্মুখ হইতে সরাইয়া লইয়া স্বপ্নের দৃশ্যপট সামনে ধরিলেন। তখন জাগ্রৎকালের দেহ, স্ত্রী, পুত্রাদির সহিত আমার সম্পর্ক ছিন্ন হইল। এক নূতন রাজ্যে আসিলাম—দেখিলাম আমি কাশী গিয়াছি, সেখানে আমার এক প্রকাণ্ড বাড়ী, যে আমার জাগ্রতে এক পুত্র ছিল, স্বপ্নে সেই আমার চার পুত্র, যে আমি জাগ্রতে কৃশ ছিলাম, সেই আমি স্বপ্নে হৃষ্টপুষ্ট। তখন আমি সেই স্বপ্নের দৃশ্যে অভিনিবিষ্ট ও আত্মহারা। তখন জাগ্রৎকালের স্ত্রী

পুত্রাদির সুখদুঃখে বা জাগ্রৎকালের বিত্তাদির ক্ষয়বৃদ্ধিতে আমি সুখী দুঃখী নহি। কিন্তু স্বপ্নস্থ স্ত্রী পুত্রাদির সুখদুঃখে বা স্বপ্নস্থ বিত্তাদির বৃদ্ধিক্ষয়ে আমি সুখী দুঃখী। পুনরায় প্রকৃতিদেবী সেই দৃশ্যপটও সরাইয়া লইলেন এবং অপর এক দৃশ্যপট সম্মুখে ধরিলেন —উহার নাম সুষুপ্তি বা গাঢ়নিদ্রা। এখানে জাগ্রৎ ও স্বপ্নকালের দৃশ্যসকল কিছুই নাই—যেন দৃশ্যসকলের উপর যবনিকাপাত হইয়াছে, নিবিড় অন্ধকারে সব দৃশ্য কোথায় ডুবিয়া গিয়াছে—সকল দৃশ্য যেন অভাবগ্রস্ত। এখানে অন্য কেহই নাই—কেবল আছি আমি, যে আমি ঐ দৃশ্যসকলের অভাবকে অনুভব করিতেছি—আমি দ্রষ্টা এবং দৃশ্যসকলের অভাব, দৃশ্য। সুষুপ্তিকালের ঐ অনুভবকে আমি জাগ্রৎকালে স্মরণ করিয়া বলি—'আজ আমার এমন গাঢ় নিদ্রা হইয়াছিল যে, আমি কিছুই জানিতে পারি নাই।' ঐ 'কিছুই না জানাকে'ও যিনি জানেন, তিনি দ্রষ্টৃপুরুষ আত্মা। আমাদের বুদ্ধি কোন জিনিস জানে বা কোন জিনিস জানে না। বুদ্ধি যাহার উপর পতিত হয়, উহাকে জানে; যাহার উপর পতিত না হয়, উহা জানিতে পারে না। কিন্তু বুদ্ধির এই 'জানা' বা 'না জানা উভয়ই যাঁহা দ্বারা প্রকাশিত হয়—তিনিই আত্মা বা পুরুষ। বুদ্ধির চক্ষুঃ আবৃত হইলেও আত্মার দৃষ্টি কখনও আবৃত হয় না। সুষুপ্তির সাক্ষী আত্মা আমিই স্বপ্ন ও জাগ্রৎকালে বুদ্ধির সহিত একাকারতা প্রাপ্ত হইয়া খণ্ড ও স্পষ্ট 'অহং' বা 'আমি' রূপে প্রতীত হই। আমাদের এই খণ্ড আমির সহিতই পরিচয়। সুষুপ্তির সাক্ষী আমির সহিত পরিচয় না থাকায় এবং সুষুপ্তিকালে বুদ্ধির অভাব হওয়ায়, আমরা মনে করি, সুষুপ্তিকালে আমি থাকি না। সুষুপ্তিকালে যদি প্রকৃত সাক্ষী আমিরও অভাব হইত, তবে জাগিয়া উঠিয়া সেই সুষুপ্তির কথা স্মরণ করিয়া বলিতে পারিতাম না এবং

আমার ছেদ পড়ায় জাগিয়া উঠিয়া একটা নূতন আমির অনুভব হইত। কিন্তু তাহা হয় না; বরং এইরূপই অনুভব হয় যে—সুষুপ্তির পূর্বে যে আমি ছিলাম, জাগিয়া উঠিয়া সেই আমিই আছি। জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয় পরস্পর ব্যভিচারী অর্থাৎ একটির উদয়ে অপর দুইটি থাকে না। কিন্তু ঐ তিন অবস্থার প্রকাশক আমার (আত্মার) অভাব হয় না। এইরূপ বিচারদ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে—"জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্ত্যাদি প্রপঞ্চং যৎ প্রকাশতে। তদব্রহ্মাহমিতি জ্ঞাত্বা সর্ববন্ধৈঃ প্রমুচ্যতে॥ ত্রিষু ধামসু যদ্ভোগ্যং ভোক্তা ভোগশ্চ যদ্ভবেৎ। তেভ্যো বিলক্ষণঃ সাক্ষী চিন্মাত্রোঽহং সদাশিবঃ॥" (কৈবল্যোপনিষৎ ১৭, ১৮)॥ অর্থাৎ 'জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি প্রভৃতি প্রপঞ্চকে যিনি প্রকাশ করেন—আমি সেই চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্ম' ইহা জানিয়া সর্বপ্রকার বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করা যায়। ঐ তিন অবস্থায় যাহা কিছু ভোক্তা, ভোগ্য ও ভোগ আমি ঐ সকল হইতে বিলক্ষণ সাক্ষী, চিন্মাত্র এবং সদা শিব-স্বরূপ।'

পূর্বোক্ত-প্রকারে অর্থভাবনাপূর্বক শ্বাস-প্রশ্বাসে দীর্ঘঘণ্টানিনাদবৎ 'ম' কারকে উচ্চারিত করিয়া জপাভ্যাসে রত থাকিলে প্রথমে জীবাত্মার স্বরূপ জানা যায়, পরে ঈশ্বর-স্বরূপেরও জ্ঞান হয়। তখন সংসাররূপ রঙ্গমঞ্চ হইতে পুরুষ বাহিরে আসিতে পারেন এবং ক্রমশঃ প্রারব্ধক্ষয়ে তাঁহার সেই রঙ্গমঞ্চের স্মৃতিরও নিবৃত্তি হয় এবং তিনি সুখদুঃখশূন্য কৈবল্যপদ প্রাপ্ত হন।

ততঃ প্রত্যক্‌চেতনাধিগমোঽপ্যন্তরায়াভাবশ্চ ॥ ২৯ ॥

[ততঃ (অর্থভাবনাপূর্বক প্রণবের জপ হইতে) প্রত্যক্

চেতনাধিগমঃ (প্রত্যক্ চৈতন্যের প্রাপ্তি) অন্তরায়াভাবশ্চ (এবং অন্তরায়ের অভাব) ভবতি (হয়)]

সূত্রার্থ—অর্থভাবনা-পূর্বক ওঁকারের জপ করিলে প্রত্যক্ চৈতন্যের (জীবাত্মার) প্রাপ্তি হয় এবং যোগের বাধাসকলেরও অভাব হয়।

ব্যাখ্যা—পূর্ব সূত্রে প্রণব-জপের অভ্যাসের উপদেশ করিয়া এই সূত্রে উহার ফল বর্ণিত হইতেছে 'প্রত্যক্' শব্দের অর্থ—'প্রতীপং (বিপরীতং) অঞ্চতি (বিজানাতি) ইতি প্রত্যক্' অর্থাৎ বহির্বিষয়ের বিপরীত দিকে স্থিত হইয়া যে চৈতন্য সব কিছু জানেন, তিনিই প্রত্যক্-চেতন। পূর্ব সূত্রের ব্যাখ্যায় উহাকে জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তির সাক্ষিরূপে দেখান হইয়াছে। প্রণবজপের সহিত সেই সাক্ষি-চৈতন্যের ভাবনা করিলে যোগের বাধাসকল দূর হয়। সেই বাধাসকল কি কি উহা পরবর্ত্তী সূত্রে দেখান হইতেছে।

ব্যাধিস্ত্যান-সংশয়-প্রমাদালস্যাবিরতি-ভ্রান্তিদর্শনালব্ধভূমিকত্বানবস্থিতত্বানি চিত্তবিক্ষেপাস্তেঽন্তরায়াঃ ॥ ৩০ ॥

[ব্যাধি-স্ত্যান-সংশয়-প্রমাদ + আলস্য + অবিরতি-ভ্রান্তিদর্শন + অলব্ধ-ভূমিকত্ব + অনবস্থিতত্বানি-চিত্তবিক্ষেপাঃ + তে + অন্তরায়াঃ]

সূত্রার্থ—ব্যাধি, স্ত্যান, সংশয়, প্রমাদ, আলস্য, বিষয়-গ্রহণে অবিরতি, ভ্রান্তিদর্শন, অলব্ধ-ভূমিকত্ব, অনবস্থিতত্ব এই নয়টি চিত্ত-বিক্ষেপের কারণ বলিয়া উহারা যোগের অন্তরায়।

ব্যাধি = ধাতু-বৈষম্যহেতু জ্বরাদি। স্ত্যান = চিত্তের অকর্ম্মণ্যতা। সংশয় = উভয়কোটিক জ্ঞান—'যোগসাধন সম্ভব কি অসম্ভব?' প্রমাদ =

অনবধানতা ; সমাধির সাধনবিষয়ে ঔদাসীন্য। আলস্য = কায় ও চিত্তের গুরুত্ব, উহা যোগবিষয়ে প্রবৃত্তির অভাবের কারণ। অবিরতি = চিত্তের বিষয়-প্রবণতা, বিষয় হইতে চিত্তের বিরতি না হওয়া। ভ্রান্তিদর্শন = শুক্তিতে রজত-জ্ঞানবৎ বিপরীত জ্ঞান। অলব্ধভূমিকত্ব = কোনও কারণে সমাধিভূমির অলাভ। অনবস্থিতত্ব = যোগভূমি লাভ হইলেও উহাতে চিত্তের অপ্রতিষ্ঠা। পূর্বোক্ত নয়টি দোষ চিত্তের বিক্ষেপকারক এবং একাগ্রসমাধির পক্ষে বাধা-স্বরূপ। উৎসাহ-সহকারে প্রণব-জপের সহিত সাক্ষি-ধ্যান-পরায়ণ হইলে চিত্তের সত্ত্বগুণ যতই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, পূর্বোক্ত বাধাগুলি ততই কমিতে থাকে। কারণ সাক্ষিচৈতন্য বা দ্রষ্টা পুরুষ সর্বদা নির্মল, উহাতে পূর্বোক্ত বাধাসকল নাই।

কিন্তু, উহা যদি না পারা যায়, তবে নিম্নলিখিত উপায়গুলি অবলম্বন করিতে হইবে :—(১) দৈহিক ব্যাধি দূর করিতে হইলে হিত, পরিমিত ও লঘুপাক আহার গ্রহণ করা কর্তব্য এবং প্রয়োজন হইলে উপযুক্ত ঔষধাদি সেবন করা যাইতে পারে। (২) প্রবল উৎসাহ দ্বারা স্ত্যানকে জয় করিতে হইবে। (৩) সংশয় নিবৃত্তির জন্য শাস্ত্রের পুনঃ পুনঃ শ্রবণ, মনন ও সৎসঙ্গ করা প্রয়োজন। (৪) আত্মচিন্তা ত্যাগ করিয়া চিত্তে বিষয়চিন্তার উদয়ই প্রমাদ— উহার নিবৃত্তির জন্য চিত্ত যখন বহির্মুখে যাইতে উদ্যত হয়, উৎপত্তিমুখেই উহাকে ধরিবার চেষ্টা করা উচিত এবং উহাকে আত্মার দিকে ফিরান কর্তব্য। (৫) মিতাহার ও উদ্যম দ্বারা আলস্যকে দূর করিতে হইবে। অধিক আহার শরীরের গুরুত্ব ও আলস্য আনে। লঘু সাত্ত্বিক আহারে শরীর হাল্কা বোধ হয় ও চিত্তের প্রসন্নতা আসে। (৬) বিচার দ্বারা বিষয়সকলের পুনঃ পুনঃ দোষ-দর্শনের অভ্যাস করিলে চিত্তের বিষয়-প্রবণতার নিবৃত্তি হয়।

(৭) একটু যোগাভ্যাস করিয়া ভিতরে জ্যোতিঃ প্রভৃতির দর্শন হইলে উহাকে ব্রহ্মদর্শন মনে করা, অথবা সামান্য বেদান্তাদি বিচার করিয়া একটা জ্ঞানাভাসমাত্র পাইয়া উহাকে প্রকৃত জ্ঞান মনে করা —ইত্যাদি ভ্রান্তিদর্শন (৮) অলব্ধভূমিকত্ব—গুরুবাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস রাখিয়া ধৈর্য্য সহকারে সাধনায় লাগিয়া থাকিলে যোগভূমি লাভ করা যায় (৯) যোগভূমিতে চিত্ত প্রতিষ্ঠা লাভ না করিলে যাবৎ চিত্ত সম্যক্ স্বরূপ-প্রতিষ্ঠ না হয়, তাবৎ যত্ন করিতে হইবে। প্রকৃত তত্ত্ব সাক্ষাৎকার হইলে যত্ন আপনিই থামিয়া যাইবে। উপযুক্ত যোগী সদ্গুরুর নিকট থাকিয়া যোগাভ্যাস করিলে পূর্বোক্ত বাধাসকলকে সহজে অতিক্রম করা যায়।

দুঃখদৌর্মনস্যাঙ্গমেজয়ত্ব-শ্বাসপ্রশ্বাসা বিক্ষেপসহভুবঃ ॥ ৩১ ॥

[দুঃখম্ (প্রতিকূল বস্তুর প্রাপ্তিতে চিত্তের যে পীড়া) দৌর্মনস্যম্ (ইচ্ছা প্রতিহত হওয়ায় চিত্তের ক্ষোভ) অঙ্গমেজয়ত্বম্ (অঙ্গসকলের কম্পন) শ্বাসঃ (প্রাণ যে বাহ্য বায়ু গ্রহণ করে) প্রশ্বাসঃ (প্রাণ যে কোষ্ঠ্যবায়ু ত্যাগ করে) এতে (ইহারা) বিক্ষেপ-সহভুবঃ (বিক্ষেপের সঙ্গে হইয়া থাকে)]

সূত্রার্থ—দুঃখ, চিত্তের ক্ষোভ, অঙ্গসকলের কম্পন, শ্বাস-প্রশ্বাসের দ্রুতগতি—ইহারা বিক্ষেপের সহিতই উৎপন্ন হয়।

ব্যাখ্যা—দুঃখ ত্রিবিধ—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক। (১) আধ্যাত্মিক দুঃখ দুই প্রকার—শারীর ও মানস। শরীরের রোগজনিত দুঃখ শারীর এবং কামক্রোধাদিজাত দুঃখ মানস। (২) আধিভৌতিক দুঃখ ব্যাঘ্র, সর্প প্রভৃতি ত বাভূ

প্রাণী হইতে জাত। (৩) আধিদৈবিক দুঃখ—বিদ্যুৎ, বজ্রপতন বা গ্রহপীড়াদিজাত।

তৎপ্রতিষেধার্থমেকতত্ত্বাভ্যাসঃ ॥৩২॥

[তেষাং বিক্ষেপাণাং (সেই সকল বিক্ষেপের) প্রতিষেধার্থং (নিবারণের জন্য) একতত্ত্বাভ্যাসঃ (একটি তত্ত্বে একাগ্রতার অভ্যাস) কর্ত্তব্যঃ (করা উচিত)]

সূত্রার্থ—সেই বিক্ষেপদোষের প্রতিকারার্থ একটি অভিমত তত্ত্বে পুনঃ পুনঃ চিত্তস্থাপনের অভ্যাস করা কর্ত্তব্য।

ব্যাখ্যা—চিত্তের বিক্ষেপ নাশ করিতে হইলে একাগ্রতার অভ্যাস করা প্রয়োজন। ৩২-৩৮ সূত্র পর্য্যন্ত চিত্তবিক্ষেপনাশের কতিপয় উপায় প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রথমে স্থূল তত্ত্বে চিত্ত একাগ্র করিয়া ক্রমশঃ সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্মতর তত্ত্বে চিত্তের একাগ্রতা অভ্যাস করিতে হইবে। 'আমার' বলিতে যাহা বুঝায়, (যেমন আমার দেহ, আমার স্ত্রী, আমার পুত্র, আমার বিত্ত, আমার মন, আমার বুদ্ধি প্রভৃতি) উহারা 'আমি' নয়। 'আমি' একরূপ—যাহারা 'আমার' বা আমি যাহাদিগকে জানি, উহারা বহুরূপ। যাহারা 'আমি' নই উহাদিগকে ত্যাগ করিয়া চিত্তকে এই 'অহং'রূপ একতত্ত্বে ফিরাইয়া আনিয়া উহাতে স্থাপিত করার অভ্যাসই সর্বোৎকৃষ্ট এক-তত্ত্বাভ্যাস; এই অভ্যাস সর্বস্থানে এবং সর্বদাই করা যাইতে পারে এবং উহা পরম-কল্যাণপ্রদ। প্রথমে এই 'অহং' তত্ত্বে স্থিতির অভ্যাস করিয়া পরে 'অহং' এর আকারভাগ ত্যাগ করিয়া যে জ্ঞান-স্বরূপ আত্মা দ্বারা ঐ 'অহং'তত্ত্ব প্রকাশিত হয়, উহাতে স্থিতির অভ্যাস করিতে হইবে। ইহা না পারিলে অভিমত কোন একটি তত্ত্বে চিত্তের একাগ্রতা অভ্যাস করা প্রয়োজন।

মৈত্রীকরুণা-মুদিতোপেক্ষাণাং সুখ-দুঃখপুণ্যাপুণ্যবিষয়াণাং ভাবনাত-শ্চিত্ত-প্রসাদনম্ ॥ ৩৩ ॥

[সুখিতেষু মৈত্রী (সুখী ব্যক্তিগণের প্রতি মৈত্রী) দুঃখিতেষু করুণাং (দুঃখী ব্যক্তিগণের প্রতি করুণা) পুণ্যবৎসু মোদনং (পুণ্যবান্ ব্যক্তিগণের প্রতি হর্ষ) অপুণ্যবৎসু উপেক্ষাম্ (অপুণ্যবান্দিগের প্রতি উপেক্ষা) ভাবনাতঃ (ভাবনা করিলে) চিত্তস্য (চিত্তের) প্রসাদনং (মলাপনয়ন) ভবতি (হয়)]

সূত্রার্থ—সুখী ব্যক্তির প্রতি মিত্রভাব, দুঃখীর প্রতি করুণা, পুণ্যবানের প্রতি হর্ষ এবং অপুণ্যবানের প্রতি উপেক্ষা ভাবনা করিলে চিত্ত প্রসন্ন হয়।

ব্যাখ্যা—অপরের সুখ দেখিয়া ঈর্ষ্যা করিবে না। তোমার ঈর্ষ্যায় উহার ক্ষতি হইবে না, তোমারই চিত্তে দুঃখ হইবে। দুঃখী ব্যক্তির দুঃখ দেখিয়া—'কিরূপে উহা দূর হয়', হৃদয়ে এইরূপ করুণার ভাব আনিবে এবং উহার দুঃখনাশের চেষ্টা করিবে, উদাসীন থাকিবে না। পুণ্যবান্গণের পুণ্য দেখিয়া হৃষ্টচিত্ত হইবে, বিদ্বেষ করিবে না। অপুণ্যবান্গণের অপুণ্য দেখিয়া উদাসীন থাকিবে—উহার অনুমোদন বা দ্বেষ কিছুই করিবে না। পূর্বোক্ত বিষয়গুলির অভ্যাস করিলে প্রসাদ-প্রাপ্ত চিত্ত সম্প্রজ্ঞাত-সমাধির যোগ্যতা লাভ করিবে। ভগবান্ও গীতায় বলিয়াছেন—"প্রসন্নচেতসোহ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে" (২।৬৪) অর্থাৎ 'প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তির বুদ্ধি শীঘ্র আত্ম-স্বরূপে নিশ্চলভাব প্রাপ্ত হয়'।

প্রচ্ছর্দ্দন-বিধারণাভ্যাং বা প্রাণস্য ॥ ৩৪ ॥

[প্রাণস্য প্রচ্ছর্দনং (প্রাণের বহির্নিঃসারণ) বিধারণং (বাহিরে ধারণ) তাভ্যাং (এই দুইটি উপায়ে) মনসঃ স্থিতিং সম্পাদয়েৎ (মনের স্থিতি-সম্পাদন করিবে)]

সূত্রার্থ—কোষ্ঠস্থ বায়ুকে নাসাপুট দ্বারা বাহির করিয়া দিয়া উহাকে বাহিরে ধারণকরতঃ মনের স্থিতি সম্পাদন করিবে। (প্রাণায়ামের বিষয় সাধনপাদে ৪৯-৫১ সূত্রে বলা হইবে)।

বিষয়বতী বা প্রবৃত্তিরুৎপন্না মনসঃ স্থিতিনিবন্ধনী ॥ ৩৫ ॥

[বিষয়বতী (গন্ধাদি বিষয় ফলরূপে যাহাতে বিদ্যমান থাকে, উহা বিষয়বতী) প্রবৃত্তিঃ (প্রকৃষ্টা বৃত্তি অর্থাৎ সাক্ষাৎকাররূপ প্রজ্ঞা) সা উৎপন্না সতী (উহা উৎপন্ন হইয়া) মনসঃ (মনের) স্থিতি-নিবন্ধনী (স্থিতির হেতু) ভবতি (হয়)]

সূত্রার্থ—অথবা শব্দ, স্পর্শাদি বিষয়বতী প্রবৃত্তি (সাক্ষাৎকাররূপ প্রজ্ঞা) উৎপন্ন হইয়া মনের স্থিতির কারণ হয়।

ব্যাখ্যা—চিত্তের যে সূক্ষ্ম বৃত্তি দ্বারা শব্দ, স্পর্শাদি বিষয়ের একাংশ প্রত্যয় হয়, উহাই শব্দ-স্পর্শাদি-বিষয়ক বিষয়বতী প্রবৃত্তি। এই প্রকার বিষয়বতী প্রবৃত্তি অল্প সাধনা দ্বারা উৎপন্ন হইয়া চিত্তস্থৈর্য্যের কারণ হয়। ''নাসাগ্রে চিত্তধারণ করিলে দিব্য গন্ধ জ্ঞান হয়, জিহ্বাগ্রে চিত্ত-সংযম করিলে দিব্য রসের জ্ঞান হয়, জিহ্বা মধ্যে চিত্তধারণ করিলে দিব্য স্পর্শের জ্ঞান হয়, তালু অগ্রে চিত্তধারণ করিলে দিব্য রূপের জ্ঞান হয় এবং জিহ্বামূলে চিত্ত-সংযম

করিলে দিব্য শব্দ জ্ঞান হয়। এই প্রকার প্রবৃত্তিসকল (প্রত্যক্ষ জ্ঞান সকল) উৎপন্ন হইয়া চিত্তস্থৈর্য্যের কারণ হয়, সংশয় সকলের নাশ হয় এবং উহারা সমাধি-প্রজ্ঞার দ্বার হয়। ইহা দ্বারা চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, মণি, প্রদীপ ও রত্নাদিতে উৎপন্ন প্রবৃত্তিকেও বিষয়বতী বলিয়া জানিবে। যদিও সেই সেই শাস্ত্রানুমান এবং আচার্য্যের উপদেশ হইতে অবগত বিষয়তত্ত্ব সত্যই হইয়া থাকে, কারণ উহাদের যথাভূত অর্থ-প্রতিপাদনের সামর্থ্য আছে, তথাপি যাবৎ ঐ সকল বিষয়ের একাংশও আমাদের স্বকরণবেদ্য না হয়, তাবৎ ঐ জ্ঞান পরোক্ষই হইয়া থাকে। সেইজন্য উহা অপবর্গ (মোক্ষ) আদি সূক্ষ্মবিষয়ে দৃঢ়বুদ্ধি উৎপাদন করিতো পারে না। সেইজন্য শাস্ত্রানুমান ও আচার্য্যোপদেশের বিষয়ভূত বস্তুবিষয়ে সংশয়ের নিবারণের জন্য উহার কোন বিশেষ প্রত্যক্ষ হওয়া কর্ত্তব্য। সেই উপদিষ্ট বিষয়ের একদেশ প্রত্যক্ষ হইলে মোক্ষ পর্য্যন্ত সকল সূক্ষ্ম বস্তুর প্রত্যক্ষ-বিষয়ে দৃঢ় শ্রদ্ধা হয়। এই জন্যই এই চিত্ত-পরিকর্ম্মের নির্দেশ করা হইল। দিব্য-গন্ধাদি প্রবৃত্তি উৎপন্ন হইলে সাধারণ গন্ধাদিতে দোষবুদ্ধিবশতঃ গন্ধাদি-বিষয়ে বশীকার-সংজ্ঞক বৈরাগ্য উৎপন্ন হইয়া চিত্ত সেই সেই গন্ধাদি বিষয়ের সম্যক্ প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হয়। এইরূপ হইলে যোগীর চিত্তে শ্রদ্ধা, বীর্য্য, স্মৃতি, সমাধি প্রভৃতি প্রতিবন্ধশূন্য হয়"। (ব্যাসভাষ্যের অনুবাদ)।

বিশোকা বা জ্যোতিষ্মতী ॥ ৩৬ ॥

[বিশোকা (দুঃখশূন্যা) বা (বা) জ্যোতিষ্মতী (সাত্ত্বিক প্রকাশময়ী) প্রবৃত্তিঃ (সম্বিৎ বা জ্ঞান) উৎপন্না মনসঃ স্থিতি-নিবন্ধনী ভবতি (উৎপন্ন হইয়া মনের স্থিতির কারণ হয়)]

সূত্রার্থ—বিশোকা বা জ্যোতিষ্মতী প্রবৃত্তি উৎপন্ন হইয়া চিত্ত-স্থৈর্য্যের কারণ হয়।

ব্যাখ্যা—সুখময় ভাবের অভ্যাসবশতঃ রজোগুণের পরিণাম দুঃখ অপগত হইলে যে প্রবৃত্তি উৎপন্ন হয়, উহাই 'বিশোকা'। 'জ্যোতিঃ' শব্দে সাত্ত্বিক প্রকাশকে বুঝায়। মহৎ ও অতিশয় প্রকাশ যাহাতে আছে, উহাই জ্যোতিষ্মতী প্রবৃত্তি। (১) হৃদয়পদ্মে ধারণা করিলে বুদ্ধি-সংবিদের উদয় হয়। বুদ্ধি-সত্ত্ব প্রকাশ-স্বরূপ ও আকাশের ন্যায় ব্যাপক। তাহাতে স্থিতির পটুতা হেতু যে প্রবৃত্তি (প্রকৃষ্ট জ্ঞান) উৎপন্ন হয়, তাহা সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ ও মণিপ্রভারূপে নানাকারে প্রতীত হয়। সত্ত্বগুণের বৃদ্ধিহেতু এই প্রকার প্রবৃত্তির উদয় হইলে একটা সুখময় অবস্থা লাভ হয় এবং শোক থাকে না। (২) অস্মিতাতে সমাপন্ন চিত্ত নিস্তরঙ্গ মহাসমুদ্রের ন্যায় শান্ত, অনন্ত ও অস্মিতামাত্র হয়। ইহাও অত্যন্ত সুখময় অবস্থা এবং ইহাতেও কোন শোক নাই। পূর্বোক্ত বিষয়বতী বা অস্মিতারূপা দুই প্রকার প্রবৃত্তিকেই জ্যোতিষ্মতী বলা হয়। বিষয়বতী প্রবৃত্তিতে অস্মিতা সূর্য্য চন্দ্রাদির মহান্ জ্যোতির সহিত মিলিত থাকে। কিন্তু চিত্ত অস্মিতাতে সমাপন্ন হইলে সূর্য্য চন্দ্রাদির জ্যোতির জ্ঞান থাকে না—কেবল 'আছি' মাত্র এইরূপ একটা নিস্তরঙ্গ মহান্ সুখময় ভাবের আবির্ভাব হয়। বিষয়বতী প্রবৃত্তি উৎপন্ন হইবার পর অস্মিতারূপা প্রবৃত্তির উদয় হয়।

বীতরাগবিষয়ং বা চিত্তম্ ॥ ৩৭ ॥

[বীতরাগবিষয়ং (বীতরাগ পুরুষ-বিষয়ক) চিত্তম্ (চিত্ত) স্থিতি-পদং লভতে (স্থৈর্য্য লাভ করে)]

সূত্রার্থ—বীতরাগ পুরুষের বিষয় চিন্তা করিলেও চিত্ত স্থৈর্য্য লাভ করে।

ব্যাখ্যা—সংসার-বিরক্ত মহাপুরুষগণের শান্ত ও স্বচ্ছন্দ ভাব লক্ষ্য করিয়া উহার বিষয় চিন্তা করিলেও চিত্ত শীঘ্র স্থির হয়। কারণ দৃষ্টান্ত দেখিতে পাইলে উহা যোগসিদ্ধির পরম সহায়ক হয়।

স্বপ্ননিদ্রাজ্ঞানালম্বনং বা ॥৩৮॥

[বা (অথবা) স্বপ্ননিদ্রাজ্ঞানালম্বনং (স্বপ্ন ও সুষুপ্তির জ্ঞানকে অবলম্বনকারী) চিত্তং স্থিতিপদং লভতে (চিত্ত স্থিতিপদ লাভ করে)]

সূত্রার্থ—স্বপ্নে দৃষ্ট কোন মনোহর বস্তুর বা সুষুপ্তি-অবস্থার বিষয়-শূন্যতার ধ্যান করিলেও চিত্ত স্থির হয়।

যথাভিমতধ্যানাদ্বা ॥ ৩৯ ॥

[যৎ এব অভিমতং (যে রূপ অভিরুচি) তদেব ধ্যানাৎ (সেইরূপ ধ্যান হইতে) লব্ধস্থিতিকং চিত্তং (লব্ধস্থিতিক চিত্ত) অন্যত্রাপি (অন্যত্রও) স্থিতিপদং লভতে (স্থিতিপদ লাভ করে)]

সূত্রার্থ—যথাভিমত ধ্যান হইতেও চিত্ত স্থিতিপদ লাভ করে।

ব্যাখ্যা—নানা ব্যক্তির নানা রুচিবশতঃ যে কোন বস্তুর উপর যোগীর শ্রদ্ধা হয়, তাহার ধ্যানেও ইষ্টসিদ্ধি হয়। অতএব বাহে শিব, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতায় এবং ভিতরে নাড়ীচক্রাদিতে যেখানে ভাল লাগে, উহাতেই চিত্তের একাগ্রতা অভ্যাস করিবে। যেমন কোন অস্ত্রের ধার দিয়া উহাতে সব কিছু কাটা যায়, এইরূপ এক-বিষয়ে চিত্তকে একাগ্র করিতে পারিলে অন্য বিষয়েও চিত্তকে

একাগ্র করা যায়। এই সূত্রে চিত্তস্থৈর্য্যের উপায়সকলের উপসংহার করা হইল।

পরমাণু-পরম-মহত্ত্বান্তোঽস্য বশীকারঃ ॥ ৪০ ॥

[তস্য চিত্তস্য (স্থৈর্য্যপ্রাপ্ত সেই চিত্তের) পরমাণু-পরম-মহত্ত্বান্তঃ (পরমাণু হইতে পরম-মহত্ত্ব পর্য্যন্ত) বশীকারঃ (বশীকার) ভবতি (হয়)]

সূত্রার্থ—চিত্তের স্থিরতার অভ্যাস করিলে উহাকে অতিসূক্ষ্ম পরমাণু হইতে অতি বৃহৎ আকাশাদি বস্তুতেও একাগ্র করা যায়—এইরূপ অবস্থায় চিত্তের বশীকার হয়, অর্থাৎ চিত্ত বশ হইয়াছে, বলা যায়।

ব্যাখ্যা—চিত্তস্থৈর্য্যের অভ্যাস পরিপক্ক হইলে চিত্ত অতি সূক্ষ্ম পরমাণু হইতে পরম মহৎবস্তুতেও স্থিতি লাভ করিতে পারে, যখন চিত্ত অপ্রতিহতভাবে উভয়কোটিতে গমন করিতে পারে, তখন উহা শ্রেষ্ঠ বশীকার। ঐ বশীকার দ্বারা পরিপূর্ণ যোগীর চিত্ত আর অভ্যাসান্তরকৃত পরিকর্মের অপেক্ষা রাখে না অর্থাৎ যোগীর আর অন্য অভ্যাসের প্রয়োজন থাকে না। ইহার পর বিবেকখ্যাতির উদয়ে চিত্ত অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির দিকে অগ্রসর হয়।

ক্ষীণবৃত্তেরভিজাতস্যেব মণের্গ্রহীতৃ-গ্রহণগ্রাহ্যেষু তৎস্থ-তদঞ্জনতা সমাপত্তিঃ ॥ ৪১ ॥

[অভিজাতস্য মণেঃ ইব (নির্মল মণির ন্যায়) ক্ষীণবৃত্তেঃ চিত্তস্য (ক্ষীণবৃত্তিক চিত্তের) গ্রহীতৃ-গ্রহণ-গ্রাহ্যেষু (গ্রহীতা, গ্রহণ ও গ্রাহ্য

[রূপ সকলে) তৎস্থতৎ (তদেকাকারতা) তদঞ্জনতা এব (তন্ময়তাই) সমাপত্তিঃ (সমাপত্তি বা সম্যক্ তদ্রূপতা প্রাপ্তি)]

সূত্রার্থ—নির্মল স্ফটিকাদির যেমন লাল, নীল প্রভৃতি রূপের সম্পর্কে সেই সেই রূপতা প্রাপ্তি ঘটে, এইরূপ ক্ষীণবৃত্তি নির্মল চিত্তেরও গ্রহীতা গ্রহণ ও গ্রাহ্য বিষয়সকলের সহিত তদেকাকারতা ও তন্ময়তা প্রাপ্তি হয়—উহাই সমাপত্তি বা সমাধিজাত অচলা প্রজ্ঞা।

ব্যাখ্যা—স্ফটিকের সম্মুখে লোহিতাদি পুষ্প ধরিলে স্ফটিকের নির্মল রূপ অভিভূত হইয়া উহা যেমন লোহিতাদিরূপে প্রতীত হয়, এইরূপ কোন স্থূল বা সূক্ষ্ম বস্তুতে চিত্ত সমাহিত হইলে ক্ষীণবৃত্তি সেই নির্মলচিত্তের স্বীয় রূপ অভিভূত হয় এবং উহা সেই বস্তুদ্বারা উপরঞ্জিত হইয়া তদাকারে ভাসমান হয়। ইহাই ঐ বস্তুবিষয়ক সমাপত্তি বা সমাধিজাত অচলা প্রজ্ঞা। সেই সমাপত্তি গ্রাহ্যবস্তুর সম্পর্কে গ্রাহ্যাকারে, গ্রহণরূপ অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়ের সম্পর্কে গ্রহণাকারে, অস্মিতাখ্য গ্রহীতৃ-পুরুষের সম্পর্কে গ্রহীতৃ-আকারে এবং মুক্ত-পুরুষের সম্পর্কে মুক্তাকারে ভাসমান হয়। স্থূল, সূক্ষ্ম ভূতসকল বা ঐ ভূতসকল দ্বারা গঠিত বস্তুসকল গ্রাহ্য। ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ দ্বারা বস্তুসকল গৃহীত হয়—সেইজন্য উহারা গ্রহণ এবং অস্মিতা সকল বস্তুর গ্রহীতা। স্থূল বা সূক্ষ্ম ভূতবিষয়ক সমাধিকে গ্রাহ্যনিষ্ঠ সমাধি বলে। ইন্দ্রিয়, মন, অহংকার প্রভৃতি-বিষয়ক সমাধি গ্রহণনিষ্ঠ এবং অস্মিতা-বিষয়ক সমাধি গ্রহীতৃনিষ্ঠ। এইপ্রকার সমাপত্তিই সম্প্রজ্ঞাত যোগ। উহা আবার চারিপ্রকার (১) সবিতর্ক (২) নির্বিতর্ক (৩) সবিচার এবং (৪) নির্বিচার। ইহাদের বিষয় পরবর্তী তিনটি সূত্রে বলা হইবে।

যদিও এই সূত্রে 'গ্রহীতৃ-গ্রহণ-গ্রাহ্যেষু' এই ক্রম বর্ণিত হইয়াছে, তথাপি উহাকে ভূমিকা-ক্রমবশে 'গ্রাহ্য-গ্রহণ-গ্রহীতৃষু' বলিয়া বুঝিতে হইবে। যেহেতু গ্রাহ্যনিষ্ঠ সমাধি প্রথম, উহার পর গ্রহণনিষ্ঠ সমাধি এবং তৎপরে গ্রহীতৃনিষ্ঠ সমাধি। কেবল পুরুষের গ্রহীতৃ-ভাব অসম্ভব।

তত্র শব্দার্থজ্ঞানবিকল্পৈঃ সংকীর্ণা সবিতর্কা সমাপত্তিঃ ॥ ৪২ ॥

[তত্র (ঐ সকল সমাপত্তিতে) শব্দঃ (শ্রোত্রেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য স্ফোট-রূপ ধ্বনি) অর্থঃ (জাত্যাদি) জ্ঞানং (বুদ্ধিবৃত্তিতে আরূঢ় চৈতন্য) বিকল্পৈঃ (বিকল্পের দ্বারা) সংকীর্ণা (মিশ্রিত হইলে) সবিতর্কা (সবিতর্ক) সমাপত্তিঃ (সমাপত্তি) ভবতি (হয়)]

সূত্রার্থ—শব্দ, অর্থ ও জ্ঞান, ইহারা স্বরূপতঃ ভিন্ন হইলেও যে সমাধি-প্রজ্ঞায় উহাদিগকে মিশ্রিতভাবে গ্রহণ করা হয়, উহাকে সবিতর্ক সমাপত্তি বলে।

ব্যাখ্যা—'গো' এই শব্দ * বক্তার মুখে উচ্চারিত হয় এবং উহা শ্রোতার শ্রবণেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য হইয়া থাকে। 'গো' শব্দের অর্থ শৃঙ্গ, লাঙ্গুল ও গলকম্বলবিশিষ্ট প্রাণী। উহা 'গো' শব্দ হইতে

---

* শব্দ বর্ণ ও ধ্বনি ভেদে দ্বিবিধ। অ, আ, ক্, খ্, প্রভৃতি বর্ণাত্মক শব্দ। হাস্য, রোদন, মেঘগর্জন ও মৃদঙ্গাদির শব্দ, ধ্বনি। মীমাংসকমতে বর্ণাত্মক শব্দ ও তদ্দ্বারা গঠিত বৈদিক পদসকল নিত্য। পদসকলের ন্যায় অর্থসকলও নিত্য এবং পদ ও অর্থের সম্বন্ধও প্রদীপপ্রকাশবৎ নিত্য। বৈদিক পদসকল নিয়ত-ক্রমবিশিষ্ট হইয়া সঙ্কেতজ্ঞ ব্যক্তির নিকট

পৃথক্। গো-প্রাণীর জ্ঞান—উহার দর্শনে আমাদের চিত্তে যে তদাকারাকারিত চিত্তবৃত্তির উদয় হয়, উহাতে আরূঢ় চৈতন্য। এই গো-জ্ঞান, গো-শব্দ এবং উহার অর্থ (গো-প্রাণী) ইহারা পরস্পর ভিন্ন। শব্দ, অর্থ ও জ্ঞান ইহারা পরস্পর ভিন্ন হইলেও যখন আমরা উহাদিগকে মিশ্রিত ও একাকার করিয়া একমনে গো-প্রাণীর চিন্তা করি, তখন উহা গো-বিষয়ক সবিতর্কা সমাপত্তি। গো-বিষয়ক

উহাদের অর্থসকলকে প্রকাশিত করে। কিন্তু সাংখ্য, তন্ত্র প্রভৃতি মতে বর্ণাত্মক শব্দের নিত্যতা স্বীকার করা হয় না। যেহেতু 'ক' কারাদি বর্ণের উচ্চারণের পরই উহাদের নাশ দেখা যায়। সেইজন্য বর্ণাত্মক শব্দের বাচকত্ব উপপন্ন হয় না—উহারা অনিত্য। যাহা দ্বারা অর্থপ্রত্যয় হয়, উহা শব্দের স্ফোট। উহা বর্ণসকলের দ্বারা স্ফুটিত হয় বা অভিব্যক্তি লাভ করে। স্ফোট ক্ষণস্থায়ী বর্ণসকলের দ্বারা অভিব্যক্ত হইলেও ইহা বর্ণাতিরিক্ত নিত্যশব্দ। 'গো' প্রভৃতি শব্দ জাতিবাচক, ব্যক্তিবাচক নহে। মীমাংসকমতে বর্ণাত্মক শব্দসকল নিত্য ও বিভু বলিয়া উচ্চারণের পর উহাদের নাশ হয় না। উচ্চারণের পূর্বে বা পরেও উহারা থাকে কিন্তু বায়ুমণ্ডল দ্বারা উহারা আবৃত হয় মাত্র। শব্দতত্ত্ব অতি দুরূহ। এই বর্ণাত্মক শব্দের নিত্যতা ও অনিত্যতা লইয়া উভয়-পক্ষের বহু বিবাদ ও তর্ক আছে। মীমাংসাদর্শনে বর্ণাত্মক শব্দের নিত্যতা প্রতিপাদনের জন্য শ্রীকুমারিল ভট্ট অনেক যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। আচার্য্য শ্রীশঙ্করও মীমাংসকের এই শব্দনিত্যতাবাদের সমর্থন করিয়াছেন এবং স্ফোটবাদ-স্বীকারে কল্পনা-গৌরব দোষ হয় বলিয়াছেন। বেদের অপৌরুষেয়ত্ব প্রমাণ করিবার জন্যই কুমারিল ও আচার্য্যের ঐ প্রয়াস। ন্যায়মতেও শব্দকে অনিত্য বলা হয়, কিন্তু স্ফোটবাদ স্বীকৃত নয়।

সবিতর্কা সমাপত্তিতে আমাদের মনে এইপ্রকার শব্দময় চিন্তা বা তর্ক উপস্থিত হয়—'ইহা শৃঙ্গ, লাঙ্গুলাদি-বিশিষ্ট গো প্রাণী, ইহার দুগ্ধ খাইয়া আমরা জীবিত থাকি, ইহা আমাদের অত্যন্ত উপকারী' ইত্যাদি। এই সমাধিতে কেবল গো-বিষয়ক চিন্তারই প্রবাহ চলে, অন্য কোন বিষয়ের চিন্তার উদয় হয় না। শব্দময় চিন্তা বা তর্কের দ্বারা অনুবিদ্ধ হওয়ায় ইহার নাম সবিতর্কা সমাপত্তি। কোন দেবতার মূর্তি চিন্তায়ও উক্ত প্রকার সবিতর্কা সমাপত্তি হইতে পারে।

স্মৃতিপরিশুদ্ধৌ স্বরূপশূন্যেবার্থমাত্র-নির্ভাসা নির্বিতর্কা ॥ ৪৩ ॥

[স্মৃতি-পরিশুদ্ধৌ (শব্দ, অর্থ ও জ্ঞান ইহাদের বৈচিত্র্য ত্যাগপূর্বক স্মৃতির পরিশুদ্ধি হইলে) অর্থমাত্রনির্ভাসা (অবিকল্পিত অর্থমাত্র ভাব্যমানা) স্বরূপশূন্যা ইব (স্বরূপশূন্যের ন্যায়) সমাপত্তিঃ (সমাপত্তি) নির্বিতর্কা (নির্বিতর্কা) ইতি উচ্যতে (বলিয়া কথিত হয়)]

সূত্রার্থ—যে সমাপত্তিতে শব্দ-সঙ্কেত এবং শ্রুতানুমানজনিত বিকল্পজ্ঞান অপনীত হইয়া স্মৃতির পরিশুদ্ধি হয়, যাহাতে কেবল গ্রাহ্যবস্তুর স্বরূপ ভাসমান থাকে, গ্রহীতা এবং গ্রহণ গ্রাহ্যবস্তুতে লীন হইয়া স্বরূপশূন্যের ন্যায় হয়, উহাকে নির্বিতর্কা সমাপত্তি বলে।

ব্যাখ্যা—পূর্বোক্ত গো-প্রাণীর চিন্তায় যখন শব্দজনিত বা শ্রুতানুমানজনিত বিকল্প থাকে না, তখন স্মৃতির সম্যক্ শুদ্ধি হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। তখন—'আমি গো-ধ্যান করিতেছি, ইহা গো-প্রাণীর ধ্যান' ইত্যাদি ভাব যেন ধ্যেয় বস্তুর মধ্যে ডুবিয়া গিয়া স্বরূপশূন্যের ন্যায় হয়। এতদবস্থায় চিত্তে কেবল পঞ্চভূতাত্মক

গো-পিণ্ড মাত্র ভাসমান থাকে, তৎসংক্রান্ত অন্য চিন্তা থাকে না। কোন প্রকার শব্দ বা তর্ক না থাকায় ইহার নাম নির্বিতর্কা সমাপত্তি। ইহাতে গ্রাহ্য বস্তুরই প্রাধান্য থাকে—গ্রহীতা ও গ্রহণ থাকিলেও উহা লক্ষ্যের মধ্যে আসে না। এই নির্বিতর্ক সমাধি-প্রজ্ঞা লাভ করিলে স্থূল পঞ্চভূতের স্বরূপ সাক্ষাৎকার হয়। তখন স্থূল পঞ্চভূত দ্বারা গঠিত মূর্ত্তিসকল যোগীকে আকৃষ্ট করিতে পারে না। সমাধিদ্বারা স্থূল, সূক্ষ্মাদি তত্ত্বের স্বরূপ-সাক্ষাৎকার না হইলে ঐ সকল তত্ত্বের জয় হয় না বা উহাদের প্রভাবও এড়ান যায় না।

সত্য, মিথ্যা, সগুণ, নির্গুণ, দ্বৈত, অদ্বৈত সকল শব্দই বিকল্প (বিরুদ্ধ কল্পনা) দ্বারা অনুবিদ্ধ। যেমন 'অদ্বৈত' শব্দে আমরা দ্বৈতের অভাব বুঝি। অভাব কোন বস্তু নয়, উহা দ্বারা কোন ভাববস্তুর সিদ্ধি হয় না—তথাপি দ্বৈতের নিষেধের জন্য ব্যবহারে ঐ প্রকার শব্দসকলের প্রয়োগ করা হয়। কোন শব্দই সাক্ষাৎসম্বন্ধে চৈতন্য-স্বরূপ সদ্‌বস্তুকে স্পর্শ করে না। সুতরাং শ্রুতি ও শ্রুতি-অনুকূল শাস্ত্রসকলে যে সকল শব্দ দ্বারা আত্ম-স্বরূপের নির্দেশ করা হইয়াছে, উহাদের বৈকল্পিক অর্থ ত্যাগ করিয়া লক্ষ্যার্থে সমাহিত হইতে না পারিলে প্রকৃত সত্য বস্তুর দর্শন হয় না। অনুমান-প্রমাণ-জনিত জ্ঞানও যাবৎ প্রত্যক্ষের বিষয় না হয়, তাবৎ উহাতে সন্দেহ থাকে।

এতয়ৈব সবিচারা নির্বিচারা চ সূক্ষ্মবিষয়া ব্যাখ্যাতা ॥ ৪৪ ॥

[এতয়া এব (এই স্থূলবস্তুবিষয়ক সবিতর্ক ও নির্বিতর্ক সমাধি দ্বারাই) সূক্ষ্মবিষয়া (সূক্ষ্ম-বিষয়ক) সবিচারা নির্বিচারা চ (সবিচারা

ও নির্বিচারা) সমাপত্তিঃ (সমাপত্তি) ব্যাখ্যাতা (ব্যাখ্যাত হইল)]

সূত্রার্থ—এইপ্রকারে যে স্থূল সবিতর্ক ও নির্বিতর্ক সমাপত্তির কথা বলা হইল, উহা দ্বারাই পূর্বোক্ত রীতি-অনুসারেই সূক্ষ্ম সবিচার ও নির্বিচার সমাপত্তির ব্যাখ্যা করিতে হইবে।

ব্যাখ্যা—সবিতর্ক ও নির্বিতর্ক সমাপত্তির বিষয় স্থূল ; কিন্তু সবিচার ও নির্বিচার সমাপত্তির বিষয় সূক্ষ্ম—সূক্ষ্মভূত বা তন্মাত্রসকল, ইন্দ্রিয়সকল, অহংকার ও অস্মিতা প্রভৃতি ইহার বিষয়। সূক্ষ্মবিষয়ক এই সমাপত্তি গ্রাহ্যনিষ্ঠ, গ্রহণনিষ্ঠ ও গ্রহীতৃনিষ্ঠ এই ত্রিবিধ। উহার মধ্যে সূক্ষ্ম ভূতসকল বিষয় হইলে উহা গ্রাহ্যনিষ্ঠ ; ইন্দ্রিয়, অহংকারাদি বিষয় হইলে উহা গ্রহণনিষ্ঠ, অস্মিতা বিষয় হইলে উহা গ্রহীতৃনিষ্ঠ। স্থূল ভূতসকলের কারণ পঞ্চ তন্মাত্র বা সূক্ষ্মভূত-সকল। প্রথমে স্থূলে সমাধি অভ্যাস করিয়া পরে সূক্ষ্মে পৌছিতে হয়। সুতরাং সবিতর্ক ও নির্বিতর্ক সমাপত্তির পর সবিচার ও নির্বিচার সমাপত্তি হইয়া থাকে। যখন আমরা পূর্বোক্ত ইন্দ্রিয়, অহংকার প্রভৃতি কোন সূক্ষ্মতত্ত্বে সমাহিত হইতে যাই, তখনও আমাদের চিত্তে সবিতর্ক সমাধির ন্যায় সূক্ষ্মভাবে শব্দময় চিন্তা বা বিচার থাকে। সুতরাং স্মৃতির পরিশুদ্ধি হয় না। বিচার থাকে বলিয়াই এইপ্রকার সমাপত্তির নাম 'সবিচার'। যদিও এই সমাপত্তি একবস্তুবিষয়ক বলিয়া এক-বুদ্ধিগ্রাহ্য, তথাপি উহা দেশ, কাল ও কার্য্যকারণ ভাব দ্বারা অবচ্ছিন্ন এবং শব্দ, অর্থ ও জ্ঞান দ্বারা সংকীর্ণ।

কিন্তু নির্বিচারা সমাপত্তি দেশ, কাল ও কার্য্যকারণ দ্বারা অবচ্ছিন্ন নয় এবং উহা শব্দ, অর্থ ও জ্ঞানদ্বারাও সংকীর্ণ নয়। ইহা সর্বানুপাতী ও সর্বাত্মক। অভ্যাসের পটুতায় স্মৃতির পরিশুদ্ধি-

বশতঃ যখন পূর্বোক্ত সূক্ষ্ম তত্ত্বসকল শব্দাদি বিকল্পশূন্য এবং দেশাদি পরিচ্ছেদশূন্য হইয়া সমাধি-প্রজ্ঞাকে উপরঞ্জিত করে এবং যখন সেই প্রজ্ঞা স্বরূপশূন্যের ন্যায় অর্থমাত্রনির্ভাসা হয় (অর্থাৎ যখন প্রজ্ঞাতে কেবল ধ্যেয় সূক্ষ্ম তত্ত্বটি মাত্র ভাসমান থাকে) তখন সেই সমাপত্তির নাম 'নির্বিচারা'। নির্বিচারা সমাপত্তিতে যোগী তন্মাত্র ইন্দ্রিয়, অহংকার, অস্মিতা প্রভৃতির প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া উহাদিগকে জয় করিতে পারেন। কোন তত্ত্বের প্রকৃত স্বরূপের সাক্ষাৎকার না হইলে উহাকে ত্যাগ করা যায় না।

সূক্ষ্মবিষয়ত্বং চালিঙ্গপর্য্যবসানম্ ॥৪৫॥

[সবিচার-নির্বিচারয়োঃ (সবিচার ও নির্বিচার সমাপত্তির মধ্যে) যৎ সূক্ষ্মবিষয়ত্বং উক্তং (যে সূক্ষ্মবিষয়ত্বের কথা বলা হইয়াছে) তৎ অলিঙ্গ-পর্য্যবসানম্ (অব্যক্ত প্রকৃতিতে উহার পর্য্যবসান)]

সূত্রার্থ—পূর্ব সূত্রে যে সূক্ষ্ম তত্ত্বসকলের কথা বলা হইল, অব্যক্ত প্রকৃতিতেই সেই সূক্ষ্মতার পর্য্যবসান অর্থাৎ তদপেক্ষা সূক্ষ্ম তত্ত্ব আর নাই।

ব্যাখ্যা—যাহা কোন কারণে লয় হয়, উহা লিঙ্গ—যাহার লয় নাই, উহা অলিঙ্গ। অথবা 'লিঙ্গ' শব্দের অর্থ হেতু বা কারণ—যাহার কোন হেতু বা কারণ নাই, উহাই অলিঙ্গ। প্রকৃতির লয় নাই এবং উহার কোন কারণও নাই বলিয়া মূলা অব্যক্ত প্রকৃতি অলিঙ্গ। গুণসকলের চারিটি পর্ব আছে—(১) বিশিষ্টলিঙ্গ (২) অবিশিষ্ট লিঙ্গ (৩) লিঙ্গমাত্র এবং (৪) অলিঙ্গ।

(১) বিশিষ্টলিঙ্গ=ভূত ও ইন্দ্রিয়সকল (২) অবিশিষ্টলিঙ্গ=তন্মাত্র-

সকল ও অন্তঃকরণ (৩) লিঙ্গমাত্র=বুদ্ধি এবং (৪) অলিঙ্গ—প্রাধানা প্রকৃতি।

কার্য্য দেখিয়া কারণের অনুমান হয়। স্থূল পঞ্চভূত দেখিয়া সূক্ষ্ম-পঞ্চভূতের অনুমান করা যায় এবং দর্শনাদি ক্রিয়া দেখিয়া চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সকলের অনুমান করা যায়। আবার মন বুদ্ধির বৃত্তিসকল দ্বারা অহংকারের, অহংকার দ্বারা মহত্তত্ত্বের এবং মহত্তত্ত্ব দ্বারা অব্যক্ত প্রকৃতির অনুমান করা যায়। প্রকৃতির আর কারণ নাই, উহা অনাদি। বস্তুতঃ এই কার্য্যকারণ শৃঙ্খলার ও স্থূলসূক্ষ্ম-ভাবের আদি জননী হইতেছেন এই প্রকৃতি—সুতরাং কার্য্যকারণ শৃঙ্খলার অনুসরণ করিয়া প্রকৃতিকে মাপা যায় না। পুরুষও অলিঙ্গ ও অনাদি—যেহেতু পুরুষেরও লয় নাই এবং উহার আদিও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সেইজন্য গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন—"প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি" (১৩।২০) অর্থাৎ 'প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়কে অনাদি বলিয়া জানিবে'। কিন্তু কারণকার্য্যভাব ত্রিগুণময়ী প্রকৃতিরই বিস্তার—পুরুষে উহা নাই। যদি শঙ্কা কর—'পুরুষ তো প্রকৃতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, অতএব প্রকৃতি অপেক্ষা সূক্ষ্ম, তবে প্রকৃতিকে সর্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম বলা যায় কি প্রকারে? কারণ কঠোপ-নিষদে বলা হইয়াছে—"অব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ" (১।৩।১১) অর্থাৎ 'অব্যক্ত হইতে পুরুষ শ্রেষ্ঠ'। এতদুত্তরে বলা যায়—দেশ ও কালের সাক্ষী পুরুষে দেশ ও কাল না থাকায় উহাতে স্থূল, সূক্ষ্ম, কার্য্য, কারণ কল্পনার অবসর নাই। পুরুষ সৃষ্টির উপাদান কারণ নহেন, কিন্তু নিমিত্ত-কারণ। প্রকৃতির পরিণামেই সৃষ্টি—পুরুষের পরিণাম হয় না। পুরুষদ্বারা উপদৃষ্ট প্রকৃতিরই মহদাদিরূপ ব্যক্ত পরিণাম হইয়া থাকে—উহাই সৃষ্টি।

যদিও অব্যক্ত প্রকৃতিতে সূক্ষ্ম কল্পনার অবসান, তথাপি সেই অব্যক্ত প্রকৃতিকে আলম্বনপূর্বক সম্প্রজ্ঞাত যোগ সিদ্ধ হয় না। কারণ সম্প্রজ্ঞাত যোগে শুদ্ধ সাত্ত্বিক বুদ্ধি থাকে, উহা দ্বারা তত্ত্ব সকলের সাক্ষাৎকার হয়। কিন্তু বুদ্ধি প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন; সুতরাং প্রকৃতিতে সমাহিত হইতে গেলে বুদ্ধি উহার কারণ ত্রিগুণের সাম্যাবস্থারূপা অব্যক্ত প্রকৃতিতে লীন হয়, সুতরাং তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার হয় না। আমরা কেবল অনুমান প্রমাণদ্বারা ও শাস্ত্র প্রমাণদ্বারা সেই অব্যক্ত প্রকৃতির পরম সূক্ষ্মতার বিষয় জানিতে পারি।

তা এব সবীজঃ সমাধিঃ ॥ ৪৬ ॥

[তা এব (পূর্বোক্ত চারিপ্রকার সমাধি) সবীজঃ (সবীজ) সমাধিঃ (সমাধি)]

সূত্রার্থ—সবিতর্কাদি পূর্বোক্ত চারিটি সমাধিই সবীজ সমাধি।

ব্যাখ্যা—পূর্বোক্ত সবিতর্ক, নির্বিতর্ক, সবিচার ও নির্বিচার সমাধিকে সম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলা হয়। উহাদের আলম্বন প্রকৃতিজাত স্থূল সূক্ষ্মাদি পদার্থ হওয়ায় ঐ সকলে দোষবীজ থাকিয়া যায়, সুতরাং উহারা সবীজ—সুতরাং ঐ সকল সমাধি হইতে পুনরায় ব্যুত্থান হয়। পুরুষতত্ত্বের সাক্ষাৎকার-ব্যতীত দোষবীজের ক্ষয় হয় না এবং নির্বীজ অসংপ্রজ্ঞাত সমাধি লাভ হয় না।

নির্বিচার বৈশারদ্যেঽধ্যাত্মপ্রসাদঃ ॥ ৪৭ ॥

[নিবিচারস্য (নির্বিচার সমাপত্তির) বৈশারদ্যে (নিপুণতা লাভ করিলে) অধ্যাত্মপ্রসাদঃ (জ্ঞানশক্তির চরম উৎকর্ষ) ভবতি (হয়)]

সূত্রার্থ—নির্বিচার সমাপত্তির নিপুণতা লাভ করিলে যথার্থ-বস্তু-বিষয়িণী নির্মল প্রজ্ঞা জন্মে।

ব্যাখ্যা—চিত্ত হইতে অশুদ্ধিরূপ আবরণমল দূর হইলে প্রকাশ-স্বরূপ বুদ্ধিসত্ত্বের যে রজঃ ও তমোগুণ দ্বারা অনভিভূত চিত্তের স্বচ্ছ স্থিতি-প্রবাহ—উহাই বৈশারদ্য। নির্বিচার সমাধির ঐ প্রকার বৈশারদ্য হইলে যোগীর অধ্যাত্ম-প্রসাদ বা জ্ঞানশক্তির চরম উৎকর্ষ হয়। তখন যোগী সেই প্রজ্ঞা দ্বারা যুগপৎ সর্ববস্তুর জ্ঞান লাভ করিতে পারেন। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—'যেমন পর্বতে আরূঢ় ব্যক্তি ভূমিস্থ জনগণকে দর্শন করে, এইরূপ প্রজ্ঞা-প্রসাদে আরূঢ় যোগী স্বয়ং অশোচ্য থাকিয়া শোকাকুল জনগণকে দর্শন করেন।'

ঋতম্ভরা তত্র প্রজ্ঞা ॥ ৪৮ ॥

[অধ্যাত্মপ্রসাদে সতি (অধ্যাত্মপ্রসাদ হইলে) ঋতম্ভরা (সত্যকে ধারণ করে, এমন) প্রজ্ঞা উৎপদ্যতে (প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়)]

সূত্রার্থ—অধ্যাত্মপ্রসাদ হইলে সত্যকে ধারণ করিতে পারে, এমন প্রজ্ঞার উদয় হয়।

ব্যাখ্যা—ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা সত্যকে ধারণ করে। উহা কদাচিৎ বিপর্যয় দ্বারা (মিথ্যাজ্ঞান দ্বারা) আচ্ছাদিত হয় না। সেই প্রজ্ঞালোকদ্বারা যোগী সর্ববস্তুকে যথাবৎ দর্শন করিয়া প্রকৃষ্ট যোগকে প্রাপ্ত হন।

শ্রুতানুমান-প্রজ্ঞাভ্যামন্যবিষয়া বিশেষার্থত্বাৎ ॥ ৪৯ ॥

[সা প্রজ্ঞা (সেই প্রজ্ঞা) শ্রুতানুমানপ্রজ্ঞাভ্যাম্ (আগম ও

অনুমানজনিত প্রজ্ঞা হইতে) অন্তবিষয়া (ভিন্নবিষয়ক) বিশেষার্থত্বাৎ (যেহেতু ইহাতে বস্তুবিষয়ক বিশেষ জ্ঞান হয়)]

সূত্রার্থ—সেই ঋতম্ভরা প্রজ্ঞাদ্বারা বস্তুবিষয়ক বিশেষ জ্ঞান জন্মে, সেই জন্য আগম ও অনুমানজনিত প্রজ্ঞা হইতে ইহা ভিন্ন-বিষয়িনী।

ব্যাখ্যা—আগমপ্রমাণ (শব্দপ্রমাণ) ও অনুমানপ্রমাণ হইতে বস্তু সকলের সামান্য জ্ঞান হয়, বিশেষ জ্ঞান হয় না। যেমন 'স্বর্গ আছে' শাস্ত্র হইতে ইহা শুনিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তির স্বর্গসম্বন্ধে একটা সামান্য জ্ঞান হয়, কিন্তু কিরূপ স্বর্গ এই প্রকার বিশেষ জ্ঞান হয় না। শব্দ সকল জাতি-বাচক, ব্যক্তি-বাচক নহে। 'গো' এই শব্দ শ্রবণ করিয়া গোজাতির জ্ঞান হয়, গো ব্যক্তির (কোন নির্দিষ্ট গরুর) জ্ঞান হয় না। আবার অনুমান-প্রমাণে ধূমরূপ হেতুদ্বারা যে বহ্নির জ্ঞান জন্মে, উহাতেও বহ্নির সামান্য জ্ঞানই হইয়া থাকে। বহ্নির বিশেষ জ্ঞান হয় না, অর্থাৎ উহা কিরূপ অগ্নি এইরূপ অগ্নি-বিষয়ক ব্যক্তি জ্ঞান (বিশেষজ্ঞান) হয় না। কোন বস্তুর প্রত্যক্ষ বা অপরোক্ষ ব্যতীত উহার বিশেষ জ্ঞানলাভ হয় না। কিন্তু আগম ও অনুমান হইতে উহা সম্ভব নয়, ইহা উপরে দেখান হইয়াছে। আবার প্রত্যক্ষযোগ্য বস্তুটি যদি অতি সূক্ষ্ম, ব্যবহিত বা অতি দূরবর্ত্তী হয়, তাহা হইলেও উহা আমাদের প্রত্যক্ষ হয় না। যদিও আমাদের বুদ্ধির সর্ববস্তুর জানিবার সামর্থ্য আছে, তথাপি উহাতে রজস্তমোগুণের আধিক্যবশতঃ উহার প্রকাশ সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ে। সাধনা দ্বারা বুদ্ধিসত্ত্ব হইতে রজস্তমোমল যতই অপনীত হয়, ততই বুদ্ধির প্রকাশশক্তি বাড়িয়া উঠে এবং উহা সাধারণ প্রত্যক্ষসীমা অতিক্রম করিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। তখন যোগী অতি সূক্ষ্ম, ব্যবহিত এবং দূরবর্ত্তী বস্তুরও প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। যে যোগীর

ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা লাভ হইয়াছে, কোন বস্তুই তাঁহার প্রত্যক্ষের অবিষয় হয় না। এইরূপ বৈরাগ্যদ্বারা বিষয়বিরত এবং সমাধিদ্বারা পূতচিত্ত যোগীর প্রকৃত তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার হয়। বৈরাগ্য-বিহীন ও অসমাহিত কোন পুরুষ কেবল শাস্ত্রোক্ত বাণীসকল মুখে উচ্চারণ করিয়াই স্বরূপস্থিতি লাভ করিতে পারে না।

তজ্জঃ সংস্কারোঽন্যসংস্কার-প্রতিবন্ধী ॥ ৫০ ॥

[তজ্জঃ (সেই নির্বিচার সমাধির বৈশারদ্য হইতে জাত) সংস্কারঃ (সংস্কার) অন্যসংস্কারাণাং (অন্য সংস্কার সকলের) প্রতিবন্ধী (বাধাকারী)]

সূত্রার্থ—সেই নির্বিচার সমাধির বৈশারদ্য হইতে জাত যে সংস্কার, উহা ব্যুত্থান-সংস্কারের ক্ষয়কারী।

ব্যাখ্যা—৪৯ সূত্রে উক্ত সমাধি হইতে জাত যে সংস্কার, উহা ব্যুত্থান-সংস্কারকে (যে সংস্কারজন্য চিত্ত বহির্মুখে বিষয়ের দিকে ধাবিত হয়) বাধা দেয়। ব্যুত্থান-সংস্কার-সকল অভিভূত হইলে ব্যুত্থান-সংস্কার হইতে জাত প্রত্যয়সকলও হইতে পারে না—উহাদের নিরোধে চিত্তে সমাধির আবির্ভাব হয়। উহা হইতে সমাধিজ প্রজ্ঞা জন্মে এবং সেই প্রজ্ঞা হইতে আবার প্রজ্ঞাজনিত সংস্কার উৎপন্ন হয়। এইরূপে নূতন নূতন সংস্কারাশয় জন্মিয়া থাকে—সমাধি হইতে প্রজ্ঞা, আবার প্রজ্ঞা হইতে সংস্কার। সমাধির সেই প্রজ্ঞাজনিত সংস্কার ক্লেশসমূহের ক্ষয়কারী। উহারা চিত্তকে উহার স্বকার্য্য (বহির্বিষয়ের চিন্তন) হইতে নিবৃত্ত করে। যাবৎ বিবেকখ্যাতির উদয় না হয়, তাবৎ চিত্তের চেষ্টা থাকে। বিবেকখ্যাতির উদয়ে

চিত্তচেষ্টা সমাপ্ত হয় এবং ক্রমশঃ স্বভাবতঃই উহা স্বকারণ প্রকৃতিতে লীন হইয়া যায়। তখন পুরুষের কৈবল্য সিদ্ধ হয়।

তস্যাপি নিরোধে সর্বনিরোধাৎ নির্বীজঃ সমাধিঃ ॥ ৫১ ॥

[তস্যাপি (সেই সম্প্রজ্ঞাত সমাধিজাত সংস্কারেরও) নিরোধে (নিরোধ হইলে) সর্বনিরোধাৎ (সকল চিত্তবৃত্তির নিরোধবশতঃ) নির্বীজঃ (ব্যুত্থানবীজরহিত) সমাধিঃ (অসংপ্রজ্ঞাত সমাধি) ভবতি (হয়)]

সূত্রার্থ—সেই সম্প্রজ্ঞাত সমাধিজাত সংস্কারেরও নিরোধ হইলে সকল চিত্ত-বৃত্তির নিরোধ হওয়ায় ব্যুত্থানবীজরহিত অসম্প্রজ্ঞাত-সমাধি লাভ হয়।

ব্যাখ্যা—সম্প্রজ্ঞাত সমাধির অভ্যাসের পটুতায় চিত্তের সত্ত্বগুণ অতিশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং রজস্তমোগুণ অতিশয় অভিভূত হইয়া পড়ে। তখন সেই নির্মলচিত্তে বিবেকখ্যাতির উদয় হয় এবং চেতন পুরুষ হইতে জড়া বুদ্ধির ভেদ স্পষ্টই উপলব্ধ হয়। তখন তিনগুণের উপর স্বতঃই বৈরাগ্য আসে—উহাই পরবৈরাগ্য। পরবৈরাগ্যের উদয় হইলে বিবেকখ্যাতি, সম্প্রজ্ঞাত-সমাধিজ প্রজ্ঞা এবং সেই প্রজ্ঞাজনিত সংস্কার, ঐ সকলের উপরেও আসক্তি ত্যাগ করিয়া চিত্ত কৈবল্যাভিমুখ হয়। তখন অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির আবির্ভাব হয়—উহাতে দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শন, এই ত্রিপুটির জ্ঞান থাকে না। সেই অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির পরিপাকে চিত্ত ব্যুত্থানবীজ রহিত হইয়া স্বকারণ প্রকৃতিতে চির-কালের জন্য লীন হয়, উহার আর ব্যুত্থান হয় না—উহাই নির্বীজ

অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি। তখন চিত্তের কার্য্য সমাপ্ত হয় এবং পুরুষও স্বীয় নিত্য, শুদ্ধ ও মুক্তস্বরূপে স্থিত হন। পুরুষ সর্বদা নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, অসঙ্গ, শুদ্ধ, বুদ্ধ ও মুক্তস্বরূপ। তথাপি জবাপুষ্পের সম্পর্কে আসিয়া যেমন নির্মল স্ফটিক স্বরূপতঃ লাল না হইয়াও লালরূপে প্রতীত হয়, এইরূপ পুরুষ স্বরূপতঃ বদ্ধ না হইয়াও চিত্তের ব্যুত্থান-দশায় চিত্তবৃত্তির সম্পর্কে আসিয়া বদ্ধবৎ প্রতিভাত হন। আবার স্ফটিকের সম্মুখ হইতে জবাকে সরাইয়া লইলে যেমন স্ফটিককে লাল রং হইতে মুক্ত মনে হয়, এইরূপ চিত্তের বৃত্তিরাহিত্য হইয়া চিত্ত প্রকৃতিতে লীন হইলে পুরুষকে মুক্ত বলা হয়। পুরুষে এই বন্ধন ও মুক্তি আরোপিত হয় মাত্র—বস্তুতঃ পুরুষ সর্বদাই বন্ধমুক্তি-রহিত স্ব-স্বরূপে বিদ্যমান থাকেন।

সাধনপাদঃ

[সাধনপাদে বর্ণিত প্রধান বিষয়সমূহ—তপঃ, স্বাধ্যায় প্রভৃতি ক্রিয়াযোগ সমাধির ও অবিদ্যাদি পঞ্চ ক্লেশক্ষয়ের কারণ, ইহা প্রদর্শন —অবিদ্যাদি ক্লেশ সকলের বর্ণনা—সূক্ষ্ম ও স্থূল ক্লেশ সকলকে জয়ের উপায়—ক্লেশমূল কর্মাশয় দৃষ্ট ও অদৃষ্ট জন্মে জাতি, আয়ুঃ ও ভোগের কারণ হয়, ইহা প্রতিপাদন—সেই জাতি, আয়ুঃ ও ভোগ আবার পুণ্যাপুণ্যহেতু সুখদুঃখ প্রদান করে—সত্ত্বাদি তিনগুণ পরস্পর বিরোধী বলিয়া সেই ত্রিগুণের বিকার, পরিণাম-দুঃখ, তাপ-দুঃখ এবং সংস্কার-দুঃখের কারণ—সত্ত্বগুণের বিকার যাহা অজ্ঞানীর নিকট সুখ বলিয়া প্রতীত হয়, সূক্ষ্মবুদ্ধি বিবেকীর নিকট উহা দুঃখই। দুঃখের হেতু দ্রষ্টা ও দৃশ্যের অবিবেকজনিত সংযোগ—প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি-শীল ত্রিগুণাত্মক ভূত ও ইন্দ্রিয়ভাবে অবস্থিত দৃশ্যবর্গ পুরুষের ভোগ ও অপবর্গের জন্যই প্রবৃত্ত—সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের বিশেষ, অবি-শেষ প্রভৃতি গুণ-পর্ব বিভাগ—দ্রষ্টৃপুরুষ স্বভাবতঃ শুদ্ধ হইলেও দৃশ্য সকলদ্বারা যেন অনুরঞ্জিত হইয়া পড়েন। মুক্ত পুরুষের নিকট দৃশ্যের নাশ হইলেও অন্য অজ্ঞানী পুরুষসকলের নিকট উহা থাকে —দ্রষ্টা ও দৃশ্যের সংযোগের হেতু হইতেছে অবিদ্যা—অবিদ্যার অভাব হইলেই সেই সংযোগেরও অভাব হয়, উহাই পুরুষের কৈবল্য—পূর্ণ বিবেক-খ্যাতিই সেই দ্রষ্টা ও দৃশ্যের সংযোগাভাবের হেতু—সেই বিবেকজ্ঞানের সাত প্রকার চরম অবস্থার বর্ণনা—যোগাঙ্গ সকলের অনুষ্ঠানে ক্রমশঃ চিত্তের অশুদ্ধি ক্ষয় হইলে তবেই বিবেকখ্যাতির

উদয় হয় ইহা প্রদর্শন—যম, নিয়মাদি অষ্টাঙ্গযোগের বর্ণনা—উহাদের বাধাসকলকে প্রতিপক্ষ-ভাবনাদ্বারা ত্যাগ করিবার উপদেশ—যম, নিয়মাদির সম্যক্ অনুষ্ঠানে যে সকল সিদ্ধির আবির্ভাব হয়, উহাদের বর্ণনা।]

প্রথমপাদে সমাহিতচিত্ত পুরুষের জন্য উপায়সহিত যোগ বর্ণনা করিয়া এই পাদে ব্যুত্থিতচিত্ত পুরুষেরও কি প্রকার উপায় অভ্যাস-পূর্ব্বক যোগ স্বাস্থ্য লাভ করে, উহার সাধনানুষ্ঠানের প্রতিপাদন জন্য মহর্ষি ক্রিয়াযোগ বলিতেছেন।

তপঃ-স্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ॥ ১॥

তপঃ (চান্দ্রায়ণাদি ব্রতপালন) স্বাধ্যায়ঃ (প্রণবাদি মন্ত্রজপ বা মোক্ষশাস্ত্র পাঠ) ঈশ্বর প্রণিধানম্ (ঈশ্বরে সর্বকর্ম্মের অর্পণ) এতানি ত্রীনি (এই তিনটি) ক্রিয়াযোগঃ (ক্রিয়াযোগ)]

সূত্রার্থ—তপঃ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর-প্রণিধান এই তিনটি ক্রিয়াযোগ।

ব্যাখ্যা—(১) তপঃ—তপস্যাব্যতীত অনাদি-সঞ্চিত চিত্তের পাপ ক্ষয় হয় না। ছান্দোগ্য উপনিষদে ইন্দ্র-বিরোচন-সংবাদে দেখা যায় যে,—ব্রহ্মা ইন্দ্রকে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য চিত্তের পাপক্ষয়োদ্দেশে পুনঃ পুনঃ তপস্যা করিতে বলিয়াছিলেন এবং তৈত্তিরীয় উপনিষদেও দেখা যায়, ভৃগুর পিতা বরুণও ভৃগুকে পুনঃ পুনঃ ঐ প্রকার উপদেশই করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ তপস্যা দ্বারা পাপক্ষয় না হইলে যোগসিদ্ধির আশা নাই। কিন্তু যে সকল ক্লেশকর তপস্যার অনুষ্ঠানে ধাতু-বৈষম্য আনয়ন করে, উহারা যোগের সহায়ক না হইয়া উহার বিঘ্নকারী হয়। অতএব চিত্ত-প্রসাদকর নির্বিঘ্ন তপস্যাই যোগিগণের সেব্য। ব্রহ্মচর্য্য, গুরুসেবা, সত্যবচন, বাক্-সংযম,

আশ্রম-ধর্মের পালন, শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বসহন প্রভৃতি তপস্যা। (২) স্বাধ্যায়—প্রণবাদি মন্ত্রজপ অথবা মোক্ষশাস্ত্রের অধ্যয়ন। (৩) ঈশ্বর-প্রণিধান—পরমগুরু পরমেশ্বরে সর্বকর্মের ফলার্পণ।

সমাধি-ভাবনার্থঃ ক্লেশতনুকরণার্থশ্চ ॥ ২ ॥

[স হি ক্রিয়াযোগঃ (সেই ক্রিয়াযোগ) সমাধি-ভাবনার্থঃ (সমাধি উৎপাদনের জন্য) ক্লেশতনূকরণার্থঃ চ (এবং ক্লেশসকলকে ক্ষীণ করিবার জন্য) অনুষ্ঠাতব্যঃ (অনুষ্ঠেয়)]

সূত্রার্থ—সমাধি-উৎপাদনের জন্য এবং ক্লেশসমূহকে ক্ষীণ করিবার জন্য সেই ক্রিয়াযোগ অনুষ্ঠেয়।

ব্যাখ্যা—অবিদ্যা সমস্ত ক্লেশের বা বন্ধনের মূল। উহা হইতে অস্মিতাদি ক্লেশের উৎপত্তি হয়। ক্লেশসকল এই পাদে ৩–৯ সূত্রে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। অবিদ্যার নাশে সমস্ত ক্লেশের নিবৃত্তি হয়। আবার বিবেকখ্যাতির উদয় না হইলে অবিদ্যার নাশ হয় না। কিন্তু বিবেকখ্যাতি-লাভের যোগ্যতা লাভজন্য পূর্বে ক্রিয়াযোগের অভ্যাস দ্বারা ক্লেশসমূহকে ক্ষীণ করিতে হয়। চিত্তস্থ তমোগুণ পুরুষের স্বরূপকে আবরণ করে এবং রজোগুণ বিক্ষেপ আনিয়া চিত্তকে চঞ্চল করে। যাবৎ চিত্তের ঐ দোষ দুইটি ক্ষীণ হইয়া চিত্তে সত্ত্বগুণের প্রাধান্য না হয়, তাবৎ বিবেকখ্যাতি-লাভের সম্ভাবনা নাই। শাস্ত্রোক্ত তপঃ, স্বাধ্যায়, ঈশ্বর-প্রণিধান প্রভৃতির অভ্যাস চিত্তের মালিন্য দূর করিয়া উহাকে ঈশ্বরাভিমুখ করে এবং অহংকারকে ক্ষীণ করে। ঈশ্বরে কখনও কোন ক্লেশ নাই, ইহা ২৫ সূত্রে দেখান হইয়াছে। সুতরাং পূর্বোক্ত ক্রিয়াযোগের অভ্যাস সাধকের

চিত্তকে ঈশ্বরাভিমুখ করিয়া চিত্তস্থ ক্লেশের ক্ষয়করতঃ ক্রমশঃ সমাধি আনিয়া দেয়।

অবিদ্যাস্মিতারাগদ্বেষাভিনিবেশাঃ পঞ্চ ক্লেশাঃ ॥ ৩ ॥

[অবিদ্যা + অস্মিতা-রাগ-দ্বেষ + অভিনিবেশাঃ পঞ্চ-ক্লেশাঃ (ভবন্তি)]

সূত্রার্থ—অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ এই পাঁচটিকে ক্লেশ বলে।

ব্যাখ্যা—ইহারা চিত্তকে দুঃখ প্রদান করে, সেইজন্য ইহাদের নাম ক্লেশ। পরবর্ত্তী সূত্রসমূহে ইহাদের স্বরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে।

অবিদ্যা ক্ষেত্রমুত্তরেষাং প্রসুপ্ততনু-বিচ্ছিন্নোদারাণাম্ ॥ ৪ ॥

[অবিদ্যা এব (অবিদ্যাই) উত্তরেষাং (পূর্বোক্ত অস্মিতাদির) প্রসুপ্ত-তনু-বিচ্ছিন্নোদারাণাম্ (প্রসুপ্ত, তনু, বিচ্ছিন্ন ও উদার ভাবের) ক্ষেত্রং (মূল) ভবতি (হয়)]

সূত্রার্থ—পূর্বোক্ত অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ এই চারিটি ক্লেশের প্রত্যেকেরই প্রসুপ্ত, তনু, বিচ্ছিন্ন ও উদার এই চারিটি অবস্থা আছে, অবিদ্যাই উহাদের ক্ষেত্র বা উৎপত্তি-স্থল।

ব্যাখ্যা—অবিদ্যাই সমস্ত ক্লেশের মূল। যেমন কোন বাঁশের মূল পর্ব হইতে অন্য পর্বসকলের উৎপত্তি হয়, এইরূপ অবিদ্যা হইতেই অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ এই চারিটি ক্লেশের উৎপত্তি হয়। ঐ চারিটি ক্লেশের প্রত্যেকেরই প্রসুপ্ত, তনু, বিচ্ছিন্ন ও উদার এই চারিটি অবস্থা আছে। যে ক্লেশ বীজাকারে লুকাইয়া

থাকে এবং পরে ফুটিয়া উঠে—উহা 'প্রসুপ্ত'। যেমন বালকের শৈশবাবস্থায় যে সকল ক্লেশ লুকাইয়া থাকে, উহারা বড় হইলে উদ্বোধক কারণের সাহায্যে ফুটিয়া উঠে। আবার প্রকৃতিলীন যোগিগণের ক্লেশসকল তৎকালে প্রসুপ্ত থাকিলেও পরে ব্যুত্থানকালে উহারা ফুটিয়া উঠে। কিন্তু বিবেকখ্যাতির উদয়ে ক্লেশসকল জ্ঞানাগ্নির দ্বারা দগ্ধ হইয়া সংস্কারমাত্রে পর্য্যবসিত হয়। সেইজন্ম জীবন্মুক্ত পুরুষের ক্লেশসকল দগ্ধবীজবৎ অবস্থান করে, উহাদিকেও প্রসুপ্ত বলা যায়। দগ্ধ বীজ হইতে যেমন অঙ্কুরোৎপত্তি হয় না, সেইরূপ দগ্ধবীজ ঐ ক্লেশসকল যোগীর পুনরায় সংসার-বন্ধনের কারণ হয় না। কৈবল্যাবস্থায় উহারা নিঃশেষে নাশ প্রাপ্ত হয়। সেইজন্ম জীবন্মুক্ত পুরুষের অবিদ্যালেশ থাকা স্বীকার করা হয়।

ক্রিয়াযোগ ও সমাধির অভ্যাস দ্বারা যে সকল ক্লেশ শিথিলীকৃত হয়, সেই দুর্বল ক্লেশসকল 'তনু'—অভ্যাসশীল যোগিগণের প্রতিপক্ষ ভাবনা দ্বারা ক্লেশসকল তনুতা বা ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয়। সাধারণ লোকের ক্লেশসকল বিচ্ছিন্ন ও উদার। যে সকল ক্লেশ সময়ে সময়ে বিচ্ছিন্ন হইয়া পুনরুদিত হয়—উহারা 'বিচ্ছিন্ন'। যেমন কোন বিষয়ে রাগ (আসক্তি) কালে, উহাতে ক্রোধের উদয় হয় না—আসক্তিকালে ক্রোধ বিচ্ছেদপ্রাপ্ত। একটি বিষয়ে কোন সময়ে রাগ দেখা গেলেও সেই রাগ যে বিষয়ান্তরে নাই, এরূপ নহে। যেমন চৈত্র নামক ব্যক্তির একটি স্ত্রীতে আসক্তি দেখা গেলেও উহা যে অন্ত স্ত্রীতে নাই, এরূপ নহে। কিন্তু ঐ স্থলে ঐ একটি স্ত্রীতে রাগ লব্ধবৃত্তি বা উদার, অন্ত স্ত্রীতে উহা ভবিষ্যদ্বৃত্তি। ঐ সময় অন্ত স্ত্রীতে রাগ প্রসুপ্ত, তনু বা বিচ্ছিন্ন-ভাবাপন্ন। যে ক্লেশ বিষয়ে লব্ধবৃত্তি, উহাই 'উদার'। ক্লেশসকল প্রতিপক্ষ ভাবনাদ্বারা

যেমন নিবৃত্ত হয়, তেমনই উদ্বোধক কারণের সাহায্যে অভিব্যক্ত হয়—ইহারা সকলেই অবিদ্যার ভেদ। বিপর্য্যয়-জ্ঞানকালে (মিথ্যা-জ্ঞানকালে) যে সকল ক্লেশের উৎপত্তি হয়, অবিদ্যার ক্ষয় হইলে উহাদের সকলেরই ক্ষয় হয়।

অনিত্যাশুচিদুঃখানাত্মসু নিত্যশুচি-সুখাত্মখ্যাতিরবিদ্যা ॥ ৫ ॥

[অনিত্যেষু ঘটাদিষু (অনিত্য ঘটাদি বস্তুতে) নিত্য-বোধঃ (নিত্য-বোধ) অশুচিষু কায়াদিষু (অশুচি শরীরাদিতে) শুচিবোধঃ (শুচিবোধ) দুঃখেষু বিষয়েষু (দুঃখকর বিষয়সকলে) সুখচিন্তনং (সুখচিন্তা) অনাত্মসু দেহেষু (অনাত্ম দেহাদি বিষয়ে) আত্মখ্যাতিঃ (আত্মবুদ্ধি) অবিদ্যা (অবিদ্যা) ভবতি]

সূত্রার্থ—অনাত্ম ঘটাদি বস্তুতে নিত্য বোধ, অশুচি শরীরাদিতে শুচিবোধ, দুঃখকর বিষয়ে সুখচিন্তা, অনাত্ম দেহাদি বিষয়ে আত্মবুদ্ধি—ইহারাই অবিদ্যা। (১) অবিদ্যা—বিপর্য্যয় বা মিথ্যাজ্ঞানের অনাদি সংস্কার। যে বস্তু যাহা নয়, উহার সেইরূপে যে প্রতিভাস, ইহাই অবিদ্যার সামান্য লক্ষণ। অবিদ্যা প্রমাণরূপা বা প্রমাণাভাবরূপাও নহে—ইহা বিদ্যা-বিপরীত অন্য প্রকারের জ্ঞান—ইহা অনাদি। অবিদ্যার প্রভাবে পড়িয়াই লোকে অনিত্য বস্তুতে সত্যবুদ্ধি করে। স্ত্রী, পুত্র, ধনাদি, ঘটপটাদি ইহলোকের বস্তুসকল বা পুণ্যফলে স্বর্গে গমন করিয়া যে সকল দিব্য বস্তুর ভোগ হয়, উহারা কেহই নিত্য নয়। তথাপি লোকে ঐ সকলে নিত্যত্ববুদ্ধি স্থাপন করিয়া উহাদের প্রাপ্তির জন্য নানা কর্ম করে, এবং উহার ফলে নানা দুঃখ ও বন্ধনদশা প্রাপ্ত হয়। (২) আবার শরীর নানা মলপূর্ণ, মলের ভাণ্ডস্বরূপ হইলেও লোকে অবিদ্যাবশতঃ উহাকে শুচি মনে করে

এবং উহার শুচিতা-সম্পাদনে বিশেষ যত্ন করে। স্বভাবতঃ যাহা অশুচি, তাহাকে কখনও শুচি করা যায় না। শ্রীরামচন্দ্র যোগবাশিষ্ঠে বলিয়াছেন—'এই শরীরের যতই যত্ন করা যাউক্ না কেন, কৃতঘ্ন ব্যক্তি যেমন উপকার স্মরণ করে না, এইরূপ এই শরীর একদিন অবশ্য আমাকে ত্যাগ করিবে। অতএব এ আমাকে ত্যাগ করিবার পূর্বে আমি উহাকে ত্যাগ করি'—অর্থাৎ শরীরে আত্মবুদ্ধি ছাড়িয়া দিই। আচার্য্য শঙ্কর বিবেকচূড়ামণিতে বলিয়াছেন—'শরীর-পোষণার্থী হইয়া যে আত্মাকে দেখিতে ইচ্ছা করে, সে নদী উত্তীর্ণ হইবার জন্য কুম্ভীরকে কাষ্ঠভ্রমে ধরিয়াছে।' স্ত্রীদেহ নানা মলপূর্ণ ও অশুচি হইলেও নরগণ অবিদ্যার বশে পড়িয়া উহাতে রম্যতাবুদ্ধি স্থাপনপূর্বক উহার ভোগে প্রবৃত্ত হয় এবং পরিণামে তজ্জন্য নানা দুঃখও প্রাপ্ত হয়। (৩) পুনরায় অবিদ্যার প্রভাবে পড়িয়াই আমরা দুঃখকর বিষয়সকলকে সুখকর ভাবি এবং পরিণামে তজ্জন্য দুঃখ পাই। বিষ্ণুপুরাণ বলেন—'মানুষ যতগুলি বৈষয়িক সুখের কামনা করে, ততগুলি দুঃখশলাকা হৃদয়ে বিদ্ধ করিয়া রাখে।' ছান্দোগ্যে বলা হইয়াছে—"নাল্পে সুখমস্তি, যো বৈ ভূমা তৎ সুখম্ (৭।২৩।১) অর্থাৎ 'খণ্ড খণ্ড বিষয়বস্তুতে সুখ নাই, যাহা ভূমা বা বৃহৎ, উহাই সুখ।' (৪) অবিদ্যার জন্যই আমাদের অনাত্ম দেহে আত্মবুদ্ধি হইয়া থাকে। দেহে আত্মবুদ্ধির জন্য আমাদিগকে নানা ক্লেশ ও দুঃখ ভোগ করিতে হয়। আত্মা ও অনাত্মার বিবেকদ্বারা দেহে আত্মবুদ্ধি ত্যাগ করা কর্তব্য। অবিদ্যা সকল বন্ধনের মূল বলিয়া অবিদ্যার নাশে সকল প্রকার বন্ধনেরও উচ্ছেদ হয়।

দৃগ্‌দর্শনশক্ত্যোরেকাত্মতেবাস্মিতা ॥ ৬ ॥

[দৃক্ শক্তিঃ (চৈতন্য-স্বরূপ দ্রষ্টৃ-পুরুষ) দর্শনশক্তিঃ (বুদ্ধি) তয়োঃ (উহাদের) একাত্মতা ইব (একাত্মতার ন্যায় ভাবপ্রাপ্তিই) অস্মিতা (অস্মিতা)]

সূত্রার্থ– চৈতন্য-স্বরূপ দ্রষ্টৃ-পুরুষ এবং দর্শনশক্তি বুদ্ধির অবিদ্যা-বশতঃ একাকারভাবে যে প্রতীতি, উহাই 'অস্মিতা'।

ব্যাখ্যা—চৈতন্যস্বরূপ পুরুষ জড়া বুদ্ধি হইতে অত্যন্ত বিলক্ষণ। আলোক ও অন্ধকারের যেমন একাত্মতা হয় না, এইরূপ চৈতন্য ও জড়ের একাত্মতা হয় না। তথাপি অনাদি অবিবেকবশতঃ চেতন দ্রষ্টৃ-পুরুষ ও জড়া বুদ্ধি মিলিত হইয়া যেন একাকারভাব প্রাপ্ত হয়, উহাই 'অস্মিতা'। যদিও স্বরূপতঃ আত্মার কোন কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব নাই, তথাপি বুদ্ধিতে অভিমানবশতঃ তিনি যেন কর্ত্তা, ভোক্তা হইয়া পড়েন। এই অস্মিতা-অভিমান বিপর্য্যয়স্বরূপ ক্লেশ।

সুখানুশয়ী রাগঃ ॥ ৭ ॥

[সুখে (সুখ-বিষয়ে) যঃ অনুশয়ঃ (অনুস্মৃতি) সঃ (উহা) রাগঃ (রাগ)]

সূত্রার্থ—পূর্বে যে সুখের অনুভব হইয়াছে, পশ্চাৎ উহার স্মরণ-পূর্বক সুখসাধন বস্তুতে যে তৃষ্ণা, লোভ বা স্পৃহা, উহাই 'রাগ' নামক ক্লেশ।

দুঃখানুশয়ী দ্বেষঃ ॥ ৮ ॥

[দুঃখে (দুঃখ ও তৎসাধনে) যঃ অনুশয়ঃ (অনুস্মৃতি-পূর্বক যে প্রতিকূলভাব) সঃ ক্লেশঃ (সেই ক্লেশ) দ্বেষঃ (দ্বেষ নামে অভিহিত)]

সূত্রার্থ—পূর্ব দুঃখ স্মরণ করিয়া দুঃখজনক বস্তুর প্রতি বুদ্ধির যে প্রতিকূলভাব উহাই 'দ্বেষ' নামক ক্লেশ।

স্বরসবাহী বিদুষোঽপি তথারূঢ়োঽভিনিবেশঃ ॥ ৯ ॥

[বিদুষঃ অপি (পরোক্ষ জ্ঞানিগণেরও) স্বরসবাহী (স্বভাবতঃ বাসনারূপে বহনশীল) তথারূঢ়ঃ (পূর্বপূর্ব জন্মানুভূত মরণভয়ের যে রূঢ় সংস্কার) এব অভিনিবেশঃ (উহাই অভিনিবেশ)]

সূত্রার্থ—সকল প্রাণীর এমন কি পরোক্ষ জ্ঞানিগণেরও পূর্ব পূর্ব জন্মানুভূত মরণভয়ের যে সংস্কার স্বভাবতঃ বাসনারূপে বহনশীল, উহাই 'অভিনিবেশ' নামক ক্লেশ।

ব্যাখ্যা—সকল প্রাণীরই স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুভয় দেখা যায়, এমন কি বিচারশীল শাস্ত্রজ্ঞানীর ও সদ্যোজাত শিশুরও ঐ প্রকার মৃত্যুভয় দৃষ্ট হয়। এই মৃত্যুভয়ই সকল প্রকার ভয়ের মধ্যে বড়, অন্য ভয় উহার অংশ মাত্র। যাহা কিছু আমাদের চিত্তকে ক্লেশ বা দুঃখ প্রদান করে, উহাই ক্লেশ। সেই হিসাবে দেহে অভিনিবেশবশতঃ মৃত্যুভয় একটি বড় ক্লেশ।

প্রশ্ন হইতে পারে—সদ্যোজাত শিশুর মৃত্যুভয় কি প্রকারে আসে? ইহার উত্তর—সে পূর্ব পূর্ব জন্মে মনুষ্যরূপেই হউক বা অন্য জীবরূপেই হউক, পুনঃ পুনঃ মৃত্যু-যন্ত্রণা অনুভব করিয়াছে। সেই সেই মরণদুঃখের সংস্কার তাহার চিত্তে বাসনারূপে আহিত আছে। উহারাই স্মৃতিরূপে পুনরুদিত হইয়া সদ্যোজাত শিশুরও মৃত্যুভয় উৎপাদন করে। পূর্বানুভূতি ব্যতীত স্মৃতি হয় না। ইহা হইতে পুনর্জন্মবাদের প্রমাণ হয়। পুনর্জন্মবাদের আরও প্রমাণ এই যে—স্থূলদেহের নাশে শক্তি-সমষ্টিরূপ সূক্ষ্মদেহের নাশ হয় না। কারণ

শক্তির সৃষ্টি বা ধ্বংস কিছুই করা যায় না। মানুষ কেবল শক্তিকে এক আকার হইতে অন্যাকারে পরিবর্তন মাত্র করিতে পারে। সূক্ষ্মদেহরূপ শক্তিবিশেষ ঈশ্বরনিয়মে অন্যাকারে পরিণত হইয়া নূতন স্থূলদেহের সৃষ্টি করে, উহাই পুনর্জন্ম। যদি প্রশ্ন কর—'এই জন্ম কাহার হয়'? তদুত্তরে বলি—আত্মার জন্ম, মৃত্যু নাই। দেহের উৎপত্তিতে বা নাশে দেহাভিমানী আত্মা অবিবেকবশতঃ 'আমি জন্মিয়াছি, আমি মরিব' ইত্যাদি মনে করেন।

তে প্রতিপ্রসবহেয়াঃ সূক্ষ্মাঃ ॥ ১০ ॥

[তে সূক্ষ্মাঃ ক্লেশাঃ (সেই অবিদ্যাদি সূক্ষ্ম ক্লেশসকল) প্রতি-প্রসবেন (প্রতিলোম পরিণাম দ্বারা) হেয়াঃ (ত্যক্তব্য)]

সূত্রার্থ—চিত্তস্থ অবিদ্যাদি সূক্ষ্ম ক্লেশ সকলকে উহারা যে ধারায় উৎপন্ন হইয়াছিল, উহার বিপরীত ধারায় চিন্তা করিয়া উহাদের লয় করিয়া ত্যাগ করিতে হইবে।

ব্যাখ্যা—অবিদ্যাই মূল ক্লেশ, উহার নাশে সকল ক্লেশেরই নাশ হয়। যে সমস্ত ক্লেশ চিত্তে সংস্কাররূপে অবস্থিত, উহারাই সূক্ষ্ম ক্লেশ। উহারা যে ভাবে উৎপন্ন হইয়াছিল উহার বিপরীত ধারায় চিন্তা করিয়া উহাদিগকে ত্যাগ করিতে হইবে। প্রত্যক্ চৈতন্য আত্মা সকল বহির্বিষয়ের বিপরীত দিকে অবস্থিত। সুতরাং সেই আত্মচিন্তার দ্বারা সকল ক্লেশেরই উচ্ছেদ হয়। দেহে আত্ম-বুদ্ধিবশতঃ জীবের মৃত্যুভয় হয়। আত্মা কিন্তু নিত্য, অচ্ছেদ্য, অদাহ্য এবং জন্মমৃত্যুরহিত। সুতরাং আত্মচিন্তা (আমি স্থূল দেহ বা উহার ধর্ম সকলের প্রকাশক আত্মা এবং প্রকাশ্য দেহ বা উহার ধর্মসকল হইতে ভিন্ন। প্রকাশ্য বস্তুর দোষগুণ, প্রকাশক আমাকে

স্পর্শ করে না—এই প্রকার চিন্তা) অভিনিবেশরূপ ক্লেশের বা মৃত্যুভয়ের নিবারক। আবার রাগদ্বেষাদি মনোধর্মও আত্মার নয়। উহারা আগমাপায়ী, এই আছে, এই নাই। আত্মা উহাদের উদয়াস্ত সবই জানিতে পারেন। সুতরাং দ্রষ্টা আত্মা দৃশ্য রাগদ্বেষাদি হইতে পৃথক্। দৃশ্য রাগদ্বেষাদির সহিত দ্রষ্টা আত্মার কোন সম্পর্ক নাই। আত্মা অসঙ্গ—"অসঙ্গোহয়ং পুরুষঃ" (বৃহদারণ্যক ৪।৩।১৬) অর্থাৎ 'এই পুরুষ অসঙ্গ'। এইরূপ বিপরীত চিন্তাদ্বারা রাগ, দ্বেষ দিন দিন শিথিলভাব প্রাপ্ত হয়। আবার রাগের বিপরীত হইতেছে বিরাগ এবং দ্বেষের বিপরীত অদ্বেষ। সুতরাং বৈরাগ্য ও অদ্বেষ ভাবনা দ্বারাও রাগদ্বেষের সংস্কারসকল দুর্বল হয়। অস্মিতা হইতেছে সূক্ষ্ম অহংকার। সুষুপ্তিকালে ঐ অস্মিতা অজ্ঞানে লীন হয় এবং জাগ্রৎকালে উহার পুনরুদয় হয়—ইহা আমরা প্রত্যক্ষ অনুভব করি। যে চৈতন্যদ্বারা ঐ অস্মি বা আমি ভাবের উদয়াস্ত জানিতে পারি, উহা অস্মিতা হইতে পৃথক্—কারণ জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বস্তু এক হয় না। ঐ চৈতন্যই আমার স্বরূপ। এইরূপ চিন্তাদ্বারা অস্মিতারূপ ক্লেশের ক্ষয় হয়।

চারিপ্রকার সম্প্রজ্ঞাত সমাধির মধ্যে অস্মিতা-সমাধিই সর্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম। এই সমাধির অভ্যাসের পটুতায় চিত্তের রজস্তমোমল অপনীত হইয়া যখন চিত্তের সত্ত্বগুণ অতিশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তখন সেই শুদ্ধ-চিত্তে বিবেকখ্যাতির উদয় হয় এবং দৃশ্যা ও জড়া প্রকৃতি কিংবা প্রকৃতিজাত মন, বুদ্ধি প্রভৃতি হইতে পুরুষ যে অত্যন্ত ভিন্ন ও স্বতন্ত্র ইহার স্পষ্ট অনুভূতি হয়। আমি দ্রষ্ট-পুরুষমাত্র এই প্রকার প্রজ্ঞাই বিদ্যা। এই বিদ্যা অবিদ্যার বিরোধী বলিয়া উহার নাশক—অবিদ্যাই মূল ক্লেশ।

ধ্যানহেয়াস্তদ্‌বৃত্তয়ঃ ॥ ১১ ॥

[তদ্‌বৃত্তয়ঃ (ক্লেশ সকলের যে সকল বৃত্তি স্থূল) তাঃ (ঐ বৃত্তিসকল) ধ্যানহেয়াঃ (ধ্যানদ্বারা ত্যক্তব্যা)]

সূত্রার্থ—ঐ পাঁচটি ক্লেশের সুখ, দুঃখ ও মোহাত্মিকা যে স্থূল বৃত্তিসকল উহাদিগকে ধ্যান দ্বারা ত্যাগ করিতে হইবে।

ব্যাখ্যা—চিত্তে সংস্কাররূপে যে সকল ক্লেশ অবস্থান করে, উহারা সূক্ষ্ম। সংস্কার-উদ্বোধক কারণের সাহায্যে যখন বৃত্তিরূপে ফুটিয়া উঠে, তখন ঐ ক্লেশসকল কিছুটা স্থূলতা প্রাপ্ত হয়। ঐ ক্লেশ আরও স্থূলতা প্রাপ্ত হইয়া মানুষকে রাগদ্বেষের কর্মে প্রবৃত্ত করে। সর্বাপেক্ষা স্থূল ক্লেশসকলকে ক্রিয়াযোগদ্বারা ক্ষীণ করিয়া, পরে বৃত্তিরূপা সুখ, দুঃখ ও মোহাত্মক অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম ক্লেশ সকলকে ধ্যান দ্বারা ক্ষীণ করিতে হইবে। কোন বস্তুর ধ্যানে নিরত থাকিলে ক্লিষ্ট বৃত্তিসকল লব্ধ-প্রসার হইতে না পারিয়া ক্লেশ দুর্বল হইয়া পড়ে। আত্মধ্যান ক্লেশনাশের মুখ্য উপায় ইহা পূর্বে দেখান হইয়াছে।

ক্লেশমূলঃ কর্মাশয়ো দৃষ্টাদৃষ্টজন্ম-বেদনীয়ঃ ॥ ১২ ॥

[কর্মাশয়ঃ (কর্মসংস্কার সকল) ক্লেশমূলঃ (ক্লেশরূপ মূল হইতে জাত) দৃষ্টাদৃষ্ট-জন্ম-বেদনীয়ঃ (উহাদের ফল ইহজন্মে বা পরজন্মে বেদনীয়)]

সূত্রার্থ—কর্মসংস্কারসকল ক্লেশরূপ মূল হইতে জাত; উহাদের ফল ইহ জন্মে বা পরজন্মে ভুক্ত হইয়া থাকে।

ব্যাখ্যা—চিত্তস্থ ধর্মাধর্মরূপ সংস্কারসকল যাহাতে পুরুষ অনায়ত্ত-ভাবে আশয়ন করে, উহাই কর্মাশয়। কর্মসকল বাসনামূর্তি এবং ক্লেশই উহাদের কারণ—ইহা দ্বারা কর্মসকলের কারণ প্রদর্শিত

হইল। কর্মসকলের যে ফল উহাদের ভোগ ইহ জন্মে বা পরজন্মে হইয়া থাকে। কোন দেবতা-আরাধনাদি পুণ্যকর্ম তীব্র সংবেগের সহিত অনুষ্ঠিত হইলে উহার ফল ইহ জন্মেই হইতে পারে। যেমন নন্দীশ্বর তীব্র সংবেগের সহিত মহাদেবের আরাধনা করায় একজন্মেই তাঁহার বিশিষ্ট দেবত্বজাতি প্রাপ্তি হইয়াছিল। বিশ্বামিত্রও কঠোর তপস্তাবলে এক জন্মে ক্ষত্রিয় হইতে ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। তীব্র-সংবেগে পাপকর্ম করায় কাহারও কাহারও একই জন্মে হীন জাত্যন্তর প্রাপ্তির কথা শাস্ত্রে শুনা যায়। যেমন রাজা নহুষ মহর্ষির প্রতি অপরাধ করিয়া একই জন্মে সদ্যঃ সদ্যঃই সর্পত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ভীত, প্রপন্ন, ব্যাধিগ্রস্ত, বিশ্বস্ত ও মহান্ ব্যক্তিগণের প্রতি অপরাধ করিলে সত্বরই উহার ফল (দুঃখ) পাইতে হয়। অপর যে অদৃষ্ট-জন্ম-বেদনীয় কর্মাশয়, উহার যে সুখদুঃখাদি ফল উহা স্বর্গ, নরকা-দিতে বা জন্মান্তরে অন্য দেহ ধারণ করিয়া ভোগ করিতে হয়। ক্লেশসকলের ক্ষয় না হইলে কি দোষ হয়, তাহা পরবর্তী দুইটি সূত্রে দেখান হইতেছে।

সতি মূলে তদ্বিপাকো জাত্যায়ুর্ভোগাঃ ॥ ১৩ ॥

মূলে ক্লেশে বিদ্যমানে সতি (মূলে ক্লেশ বিদ্যমান থাকিলে) তেষাং কর্মণাম্ (সেই কর্মসকলের) বিপাকঃ (ফল) জাতিঃ আয়ুঃ ভোগাশ্চ (জাতি, আয়ুঃ ও ভোগসকল) ভবন্তি (হয়)]

ব্যাখ্যা—যেমন তুষযুক্ত ধান্য হইতে অঙ্কুরের উৎপত্তি হয়, এইরূপ ক্লেশযুক্ত কর্ম পুনর্জন্মের কারণ হয়। কিন্তু বিবেকখ্যাতিরূপ জ্ঞানাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইলে কর্ম সকল আর পুনর্জন্মের হেতু হয় না।

জীবের অনাদি ও অসংখ্য কর্মসংস্কারের মধ্যে ভাবী জন্মের উপযোগী কতকগুলি সংস্কার মৃত্যুকালে একসঙ্গে প্রকটিত হইয়া পরজন্মের একটি দেহের কারণ হয়। কর্মের বিপাক (কর্ম পরিপক্ক হইয়া যে ফল প্রদান করে) তিন প্রকার—জাতি, আয়ুঃ ও ভোগ। উহাদের মধ্যে ভোগের প্রাধান্য—কারণ, কর্মফল ভোগের জন্যই জাতি ও আয়ুঃ হইয়া থাকে। এই সূত্রটি হিন্দুর পুনর্জন্মবাদের সমর্থক।

শাস্ত্রমতে পুণ্যাপুণ্যের সমতায় পুনরায় মনুষ্য জন্ম লাভ হয়। পুণ্যের আধিক্য থাকিলে মনুষ্য হইতে ঊর্দ্ধলোকে এবং পাপের আধিক্যে মনুষ্য হইতে অধোলোকে গতি হয়। মনুষ্যদেহে মনুষ্য-দেহোপযোগী কর্মসংস্কারের প্রাধান্য থাকে। কিন্তু দেবতা, পশ্বাদি অন্য জন্মের সংস্কারও অভিভূত অবস্থায় থাকে, উহারা একবারে চলিয়া যায় না। সেইজন্য কখন কখন উদ্বোধক কারণের সাহায্য পাইয়া মানুষের মধ্যে দেবভাব বা পশুভাব ফুটিয়া উঠে। মানুষ যদি মৃত্যুর পর পশুযোনি প্রাপ্ত হয়, তবে ঐ পশুজন্মে মনুষ্যজন্মের সংস্কার অভিভূত থাকে। পরে অনেক জন্মের পরও পুনরায় মনুষ্যদেহ প্রাপ্ত হইলে পুনরায় ঐ মনুষ্যদেহের সংস্কারসকল কার্য্যকর হইবে। অন্যান্য জীবের বেলায়ও এরূপ বুঝিতে হইবে। মনুষ্যলোকেই কর্মাধিকার আছে, সেইজন্য এই লোকেই কর্মজনিত সিদ্ধিলাভ করা যায় এবং মানুষ মুক্তি লাভ করিতে পারে। অন্যলোকেও ফলসিদ্ধি আছে, কিন্তু শাস্ত্রে অধিকার না থাকায় এই প্রকার শীঘ্র ফলসিদ্ধি হয় না। (গীতা ৪।১২ শ্লোঃ দ্রষ্টব্য)। পশ্বাদি জন্ম ভোগ জন্ম; এমন কি সকাম কর্মদ্বারা দেবলোকে গতি হইলেও—"ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি" (গীতা ৯।২১) অর্থাৎ 'পুণ্যফল ভোগ করিয়া পুণ্যক্ষয়ে পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে আসিতে হয়।

তে হ্লাদপরিতাপফলাঃ পুণ্যাপুণ্যহেতুত্বাৎ ॥ ১৪ ॥

[তে (ঐ সকল জাতি, আয়ুঃ ও ভোগ) পুণ্যহেতুত্বাৎ (পুণ্যরূপ হেতুজনিত হইলে) হ্লাদফলাঃ (সুখদায়ক) অপুণ্যহেতুত্বাৎ (অপুণ্যরূপ হেতুজনিত হইলে) পরিতাপফলাঃ (দুঃখদায়ক) ভবন্তি (হয়)]।

সূত্রার্থ—পূর্বোক্ত জাতি, আয়ুঃ ও ভোগ পুণ্যাপুণ্যহেতু যথাক্রমে সুখ ও দুঃখদায়ক হইয়া থাকে।

পরিণামতাপসংস্কারদুঃখৈর্গুণবৃত্তিবিরোধাচ্চ দুঃখমেব সর্ব্বং বিবেকিনঃ ॥ ১৫ ॥

বিবেকিনঃ (জ্ঞাততত্ত্ব বিবেকীর নিকট) তু সর্বং (সুখ দুঃখ যাহা কিছু, উহারা) পরিণাম-তাপ-সংস্কার-দুঃখৈঃ মিলিতত্বাৎ (পরিণাম-দুঃখ, তাপ-দুঃখ এবং সংস্কার-দুঃখসকলের সহিত মিলিত বলিয়া) গুণবৃত্তিবিরোধাৎ চ (এবং সত্ত্বাদি গুণসকলের সুখ, দুঃখ, মোহরূপা যে বৃত্তিসকল উহাদের পরস্পরের বিরুদ্ধধর্মতা হেতু) দুঃখমেব (দুঃখরূপেই প্রতীত হয়)]।

সূত্রার্থ—সুখ, দুঃখাদি যাহা কিছু উহারা পরিণাম-দুঃখ, তাপ-দুঃখ এবং সংস্কার-দুঃখের সহিত মিলিত বলিয়া এবং সত্ত্বাদি গুণসকলের সুখ, দুঃখ ও মোহরূপা বৃত্তিসকলের বিরুদ্ধ ধর্মতাহেতু, সবই জ্ঞাততত্ত্ব বিবেকীর নিকট দুঃখরূপেই প্রতীত হয়।

ব্যাখ্যা—বিষয়-ভোগ-জনিত যে সুখ দুঃখ উহারা সবই জ্ঞাততত্ত্ব বিবেকীর নিকট দুঃখ বলিয়া পরিগণিত। কারণ, তিনি জানেন,

ঐ সকল সুখদুঃখের মূল অবিদ্যাদি পঞ্চ ক্লেশ। উহারা (১) পরিণাম-দুঃখ (২) তাপ-দুঃখ এবং (৩) সংস্কার-দুঃখের সহিত মিলিত। (১) পরিণাম-দুঃখ—রাগ বা আসক্তি হইতে বিষয়ভোগে স্পৃহা জন্মে এবং বিষয়ভোগে একটা সুখও পাওয়া যায়; কিন্তু পরিণামে উহা দুঃখদায়ক হয়—উহাই পরিণামদুঃখ। আচার্য্য শ্রীশঙ্কর বলিয়াছেন—"সুখতঃ ক্রিয়তে রামাভোগঃ, পশ্চাদ্ধন্ত শরীরে রোগঃ" অর্থাৎ 'মানুষ সুখে স্ত্রী সম্ভোগ করে, কিন্তু হায়! পশ্চাৎ শরীরে রোগ হয়।' এইরূপ লোভবশতঃ অধিক খাইলে পরিণামে শরীরের পীড়া হয়—এই সকল পরিণাম-দুঃখের দৃষ্টান্ত। এই পরিণাম-দুঃখের ভোগ ভবিষ্যৎকালে হয়। (২) তাপ-দুঃখ—ইচ্ছা বাধাপ্রাপ্ত হইলে বাধাকারীর উপর চিত্তে দ্বেষ বা ক্রোধ উৎপন্ন হয়। উহার প্রতিকারে অসমর্থ হইলে চিত্তে মনস্তাপ উৎপন্ন হয়। ঐ দ্বেষ বা ক্রোধ বা তজ্জনিত মনস্তাপ চিত্তকে তপ্ত করে এবং পীড়াদায়ক হয় বলিয়া উহারা তাপ-দুঃখ। ইহার ভোগ বর্ত্তমানকালে বা ভবিষ্যতে হয়। বর্ত্তমানকালে কোন অন্যায় করিয়া তৎকালে উহার জন্য তাপ না হইলেও পশ্চাৎ উহার জন্য অনুতপ্ত হইতে হইতে হয়—ইহা ভবিষ্যৎ তাপদুঃখের দৃষ্টান্ত। (৩) সংস্কার-দুঃখ—অনুকূল বিষয়ের প্রাপ্তিতে ও ভোগে চিত্তে সুখানুভূতি এবং প্রতিকূল বস্তুর প্রাপ্তিতে ও ভোগে চিত্তে দুঃখানুভূতি হয়। বিষয়ভোগের পর চিত্তে ঐ সুখ দুঃখের সংস্কার থাকিয়া যায়। পরে ঐ সংস্কার হইতে যখন পূর্বানুভূত অতীত সুখদুঃখের স্মৃতির উদয় হয়, তখন আমরা পুনরায় ঐ প্রকার অতীত সুখপ্রাপ্তির জন্য অথবা দুঃখনিবৃত্তির জন্য কর্ম করি এবং ক্লেশের সহিত কর্ম করায় পুনরায় কর্ম-সংস্কার উৎপন্ন হয়। এইরূপে কর্ম-সংস্কারধারা অবিরত চলিতে থাকে—কর্ম-প্রবাহের নিবৃত্তি ঘটে না। কেবল বিবেকখ্যাতি-জনিত তত্ত্বজ্ঞানই এই কর্ম-

ধারার নিবৃত্তি করিতে পারে।

আমাদের চিত্ত সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণাত্মক। ঐ তিন গুণের বৃত্তি যথাক্রমে সুখ, দুঃখ ও মোহ। তিন গুণের কোনটিকে একবারে বাদ দিয়া চিত্ত থাকিতে পারে না। কেবল চিত্ত কেন, জাগতিক সকল বস্তুই ত্রিগুণাত্মক। ঐ তিনগুণের একটিকে বাদ দিয়া জাগতিক কোন বস্তু থাকিতে পারে না। চিত্তে সত্ত্বগুণের প্রাধান্যে চিত্তে সুখ আসে, তত্ত্বকথা বুঝিতে পারা যায়, ঈশ্বরে, শাস্ত্রে, গুরু, দেবতা প্রভৃতিতে বিশ্বাস ও ভক্তি আসে, শরীর ও মন হাল্কা বোধ হয়। রজোগুণের প্রাবল্যে চিত্তে চাঞ্চল্য, বিষয়ভোগ-স্পৃহা, দুঃখ, কাম, ক্রোধাদি দেখা দেয় এবং তমোগুণের প্রাবল্যে নিদ্রা, আলস্য প্রমাদ, জড়তা প্রভৃতি আসে। ঐ গুণগুলি সততই পরিবর্ত্তনশীল এবং উহারা পরস্পর পরস্পরকে অভিভূত করিবার চেষ্টা করে—ইহাই উহাদের স্বভাব। যখন সত্ত্বগুণের প্রাধান্য হয়, তখন রজস্তমোগুণ অভিভূত থাকে। রজোগুণের প্রাধান্যে সত্ত্ব ও তমঃ অভিভূত হয় এবং তমোগুণের প্রাধান্যে সত্ত্ব ও রজঃ অভিভূত হয়। যখন আমরা কোন বিষয়ভাগে সুখ পাই, তখন চিত্তে সত্ত্ব-গুণের উদ্রেক হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। কিন্তু তখনও রজস্তমোগুণ পরাভূত অবস্থায় থাকিয়া উহাদের কার্য করিয়া চলিয়াছে। ঐ গুণ দুইটি বিষয়ভোগসুখকে নিরঙ্কুশ হইতে দিতেছে না। কারণ, ঐ ভোগের মধ্যে চঞ্চলতা আছে—ভোগ ফুরাইয়া যাইবে, ভোগে কেহ বাধা উৎপন্ন করিবে, ইত্যাদি ভয়ও উহাতে আছে। আবার তমোগুণজনিত মোহ ঐ ভোগে আমাদিগকে নিমজ্জিত রাখে। যখন সত্ত্বগুণ দুর্বল হইয়া রজোগুণের প্রাবল্য হয়, তখন ঐ ভোগ আমাদের নিকট সুখদায়করূপে প্রতীত না হইয়া দুঃখদায়করূপে প্রতীত হয়। একই বস্তু হইতে কখন সুখাকারা কখনও দুঃখাকারা বৃত্তির উদয়

হয়, আবার কখনও উহা মোহও উৎপাদন করে। যেমন একই স্ত্রী কোন সময় সুখের, কোন সময় দুঃখের এবং কোন সময় মোহের কারণ হয়। গুণ সকল যেমন সর্বদা পরিবর্তনশীল, উহাদের সুখ দুঃখাদি বৃত্তিসকলও সর্বদা পরিবর্তনশীল। বিবেকী ব্যক্তি বুঝিতে পারেন যে, বিষয়ে সুখ দুঃখাদি নাই। বিষয়কে উপলক্ষ্য করিয়া চিত্তেরই সুখাকারা, দুঃখাকারা ও মোহাত্মিকা বৃত্তি সকল হয়। চিত্তের ঐ বৃত্তিসকল চেতন আত্মার দৃশ্য এবং উহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। এই প্রকার জ্ঞান থাকায় তিনি গুণসকলের দ্বারা বিচলিত হন না এবং বিষয়ভোগ দুঃখকর জানিয়া বিষয়ভোগস্পৃহায় বীততৃষ্ণ হন।

স্বাদু অন্নের সহিত বিষমিশ্রিত আছে, ইহা জানিলে, যেমন কাহারও ঐ অন্নভক্ষণে প্রবৃত্তি হয় না, এইরূপ যোগী বিষয়ভোগের দোষদর্শনপূর্ব্বক বুঝিতে পারেন যে,—এই ভোগ ক্ষণস্থায়ী, পরিণাম-বিরস ও দুঃখদায়ক। সেইজন্য অজ্ঞব্যক্তির ন্যায় তাঁহার বিষয়ভোগে স্পৃহা হয় না। মানুষের চক্ষে মাকড়সার জালের একটি সূক্ষ্ম তন্তু পড়িলেও উহা মহৎ পীড়াদায়ক হয়, এইরূপ অতিশয় নির্মলচিত্ত সূক্ষ্মবুদ্ধি যোগীর নিকট বিষয়ভোগকালীন অতি সামান্য দুঃখও মহৎ পীড়াদায়ক হয়। কিন্তু শরীরের অন্য অংশে ঊর্ণনাভ তন্তু পড়িলে উহা যেমন জানাই যায় না, এইরূপ বিষয়াসক্ত ব্যক্তিগণ বিষয়-ভোগের সুখকে দুঃখ বলিয়া জানিতেই পারে না—সুতরাং উহাকে ত্যাগও করিতে চায় না। ভোগকালে চিত্তের চঞ্চলতাবশতঃ উহাতেও দুঃখ মিশ্রিত থাকে।

হেয়ং দুঃখমনাগতম্ ॥ ১৬ ॥

[অনাগতং যৎ দুঃখম্ (যে দুঃখ অনাগত) তদেব (উহাই) হেয়ম্ (ত্যক্তব্য)]

সূত্রার্থ—যে দুঃখ অনাগত উহারই ত্যাগ করিতে হইবে।

ব্যাখ্যা—যেমন চিকিৎসা-শাস্ত্রে (১) রোগ (২) রোগনিদান (৩) আরোগ্য এবং (৪) আরোগ্যের উপায় এই চারিটি বিষয় দেখান হয়, এইরূপ যোগশাস্ত্রেও (১) হেয় বস্তু কি (২) উহার হেতু কি, (৩) মোক্ষ কি এবং (৪) মোক্ষের উপায় কি—এই চারিটি বিষয় দেখান হইয়াছে। যে দুঃখ অতীত, উহা চলিয়া গিয়াছে, উহার জন্য করিবার কিছুই নাই। যে দুঃখ এখন ভোগারূঢ়, অর্থাৎ যে দুঃখের ভোগ এখন চলিতেছে, উহার ত্যাগও সম্ভব নয়। যে দুঃখ এখনও আসে নাই, উহারই ত্যাগ করিতে হইবে। এই সূত্রে হেয় বা ত্যাজ্য কি উহা দেখান হইল। পরবর্ত্তী সূত্রে হেয় দুঃখের হেতু কি তাহা দেখান হইতেছে।

দ্রষ্টৃদৃশ্যয়োঃ সংযোগো হেয়হেতুঃ ॥ ১৭ ॥

[দ্রষ্টৃ-দৃশ্যয়োঃ (দ্রষ্টাপুরুষ এবং দৃশ্য বুদ্ধির) সংযোগঃ (অবিবেক-পূর্বক যে সংযোগ) হেয়হেতুঃ (উহাই সংসার কারণ হেয় দুঃখের হেতু)]

সূত্রার্থ—দ্রষ্টৃ-পুরুষ এবং দৃশ্যা বুদ্ধির যে অবিবেকপূর্ব্বক সংযোগ, উহাই সংসার-কারণ হেয় দুঃখের হেতু।

ব্যাখ্যা—চেতন পুরুষ সর্বদাই পরিণাম-বিহীন ও নির্বিকার এবং প্রকৃতি বা প্রকৃতিজাত বুদ্ধির স্বভাব উহার বিপরীত। অনাদি অবিদ্যা-প্রভাবে চিন্মাত্র দ্রষ্টা পুরুষ অবিবেকবশতঃ দৃশ্যা ও জড়া বুদ্ধির সহিত যেন একাত্মতা প্রাপ্ত হন—ইহাই পুরুষের বন্ধন ও দুঃখের হেতু। পূর্বে এই পাদে ছয় সূত্রে এই প্রকার মিলনকে

অস্মিতা বলা হইয়াছে। বিবেকজ্ঞান দ্বারা এই অস্মিতার ত্যাগেই পুরুষের মুক্তি। বস্তুতঃ পুরুষ নিত্যমুক্ত। বন্ধন ও মুক্তি প্রকৃতি-রাজ্যে স্থিত—অবিবেকবশতঃ উহা পুরুষে আরোপিত হয় মাত্র।

প্রকাশক্রিয়াস্থিতিশীলং ভূতেন্দ্রিয়াত্মকং ভোগাপবর্গার্থং দৃশ্যম্ ॥ ১৮ ॥

[দৃশ্যম্ (দৃশ্যবস্তু) প্রকাশক্রিয়াস্থিতিশীলং (প্রকাশ, ক্রিয়া এবং স্থিতি স্বভাববিশিষ্ট) ভূতেন্দ্রিয়াত্মকং চ (এবং স্থূল-সূক্ষ্মভূত ও ইন্দ্রিয়রূপে অবস্থিত) ভোগাপবর্গার্থম্ (উহা পুরুষের ভোগ ও মোক্ষের জন্য)]

সূত্রার্থ—দৃশ্য বস্তুসকল প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি-স্বভাববিশিষ্ট এবং স্থূল-সূক্ষ্ম ভূত ও ইন্দ্রিয়রূপে অবস্থিত—উহারা পুরুষের ভোগ ও মোক্ষের উদ্দেশ্যে প্রবৃত্ত।

ব্যাখ্যা—সত্ত্বগুণ প্রকাশশীল—রজোগুণ ক্রিয়াশীল এবং তমোগুণ স্থিতিশীল। স্থূলভূত—পৃথিবী, জল প্রভৃতি। সূক্ষ্মভূত—শব্দ, স্পর্শাদি তন্মাত্রসকল। ইন্দ্রিয়—বুদ্ধীন্দ্রিয় কর্মেন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণভেদে ত্রিবিধ। ইহারা গ্রাহ্য ও গ্রহণরূপ—ভূতসকল গ্রাহ্যরূপ এবং ইন্দ্রিয়গণ ও অন্তঃকরণ গ্রহণরূপ। ভোগ—দৃশ্যবস্তুতে ইষ্টানিষ্টবুদ্ধি পুরুষের ভোগ। অপবর্গ—বিবেকখ্যাতিপূর্বক সংসার-নিবৃত্তি। পুরুষকে ভোগ ও অপবর্গ প্রদানের জন্য প্রকৃতির (দৃশ্যের) প্রবৃত্তি।

চেতন পুরুষ দ্রষ্টা এবং জড়া ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি বা উহার বিকার সকল দৃশ্য। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটি গুণ। গুণ বা রজ্জু যেমন পশুকে বদ্ধ করে, সেইরূপ এই তিন গুণ পুরুষকে

বদ্ধ করে। ইহাদের মধ্যে সত্ত্বগুণ প্রকাশশীল, রজোগুণ ক্রিয়াশীল এবং তমোগুণ স্থিতিশীল। সত্ত্ব ও তমোগুণে ক্রিয়া নাই. রজোগুণ মধ্যে থাকিয়া উহাদিগকে পরিচালিত করে। এই তিনগুণ হইতেই সূক্ষ্ম ও স্থূল ভূত সকলের এবং ইন্দ্রিয়গণের উৎপত্তি হয়। সেইজন্য উহারা ভূত ও ইন্দ্রিয়গণের আত্ম-স্বরূপ। এই তিন গুণ সর্বদা অঙ্গাঙ্গিভাবে থাকিয়া পরস্পর পরস্পরের সহায়ক হয় এবং পরস্পর পরস্পরকে অভিভূত করিবার চেষ্টা করে, কিন্তু কেহই অপরের সহিত মিশিয়া গিয়া আপনার স্বাতন্ত্র্য হারায় না। তিন গুণের বৈষম্যে সৃষ্টি, সাম্যে প্রলয়। যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে এই তিন গুণ থাকিবেই, তবে বস্তুহিসাবে ইহাদের মাত্রার তারতম্য হয়। যেমন হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা শুদ্ধসত্ত্বপ্রধান, দেবতাগণ মিশ্রসত্ত্বপ্রধান মনুষ্যগণ মলিনসত্ত্বপ্রধান, পশু প্রভৃতি রজস্তমঃপ্রধান এবং নিম্ন-শ্রেণীর জীব ও প্রস্তরাদি তমঃপ্রধান। প্রথমে সত্ত্বগুণ কোন বস্তুকে প্রকাশ করিলে এবং উহা অনুকূল হইলে আমাদের উহা লাভের ইচ্ছা এবং তজ্জন্য কর্ম হয়—ইহা রজোগুণের প্রভাব। তমোগুণ কোন বস্তুর জড়ত্ব ও গুরুত্ব প্রদান করিয়া ঐ বস্তুকে স্থিত রাখে—ইহা সত্ত্ব ও রজোগুণকে বাধা দেয়। আমাদের শরীর তমঃপ্রধান। কোন বস্তুর প্রাপ্তির ইচ্ছা হইলে শরীরের ঐ জড়ত্বকে অতিক্রম করিয়া কর্ম হয়। জড়ত্ব বা গুরুত্বরূপ বাধা অতিক্রম করাই কর্ম। মনে রাখিতে হইবে যে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃশক্তি এক মূলা আদ্যাশক্তি বা অব্যক্ত প্রকৃতিরই বিকাশ। আমরা আমাদের চিত্তে সর্বদাই এই তিন গুণের খেলা দেখিতে পাই। আমাদের মন, বুদ্ধি প্রভৃতিতে এবং জ্ঞানেন্দ্রিয়সকলে মলিনসত্ত্বের প্রাধান্য থাকে, কর্মেন্দ্রিয় সকলে রজোগুণের এবং দেহে তমোগুণের প্রাধান্য থাকে। জড় প্রস্তরাদি বস্তুতে সত্ত্ব ও রজোগুণ সম্মূর্চ্ছিত থাকে,

রজোগুণের প্রভাবেই ঐ প্রস্তরাদি বস্তুর পরমাণু সকলের মধ্যে গতিবেগ উৎপন্ন হয় এবং কালে উহা বিশীর্ণ হয় এবং সত্ত্বগুণের প্রভাবেই উহাদের প্রকাশ হয়।

দৃগ্‌দৃশ্যের অবিবেকবশতঃ একতাজ্ঞান হইতে যে অস্মিতা বা অহংভাবের উৎপত্তি হয়, সেই অহং-অভিমানী চৈতন্যই জীব—ইনিই ভোক্তা এবং বন্ধনও ইঁহারই। দ্রষ্টা পুরুষে স্বরূপতঃ ভোক্তৃভাব নাই—অবিবেকবশতঃ উহা পুরুষে আরোপিত হয় মাত্র। এই ভোগ শুদ্ধচৈতন্যে বা জড়া বুদ্ধিতে নাই। চিজ্জড়ের মিশ্রণে উৎপন্ন যে জীবভাব, উহারই ভোক্তৃত্ব। বিবেকখ্যাতির উদয়ে স্বীয় নির্বিকার স্বরূপের অবধারণে পুরুষের মুক্তি। এই ভোগ ও অপবর্গ, বন্ধন ও মুক্তি বুদ্ধিতে স্থিত হইলেও উহা অবিবেকবশতঃ পুরুষে দৃষ্ট হয়। দ্রষ্টা পুরুষ নির্বিকার সাক্ষিস্বরূপ এবং অব্যক্তা প্রকৃতি দৃশ্যা এবং উহা তিনগুণের সাম্যাবস্থারূপা। এই অবস্থায়ও সত্ত্বগুণ সত্ত্বরূপে, রজোগুণ রজোরূপে এবং তমোগুণ তমোরূপে পরিণাম প্রাপ্ত হয়। কিন্তু কোন গুণ কাহাকেও অভিভূত করে না। প্রকৃতির এই সাম্যাবস্থায় মহাপ্রলয় এবং সৃষ্টি বীজমধ্যে বৃক্ষবৎ লুক্কায়িত থাকে। তিনগুণের বৈষম্যে অর্থাৎ যখন একটি গুণ অন্য গুণ দুইটিকে অভিভূত করিবার চেষ্টা করে, তখন সৃষ্টি। এখন প্রশ্ন উঠে—'জড়া প্রকৃতির এই সাম্যাবস্থা কিরূপে ভঙ্গ হয়'? ইহার উত্তরে সাংখ্যশাস্ত্র বলেন—যেমন চুম্বকের সান্নিধ্যবশতঃ লৌহের স্বতঃই বিচলন হয়, অথবা যেমন • অন্ধ-পঙ্গুন্যায়ে অন্ধ ও পঙ্গু উভয়ের গমন কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে, এইরূপ পুরুষের সান্নিধ্যে

• পঙ্গুর চক্ষু আছে, কিন্তু গমনশক্তি নাই; আবার অন্ধের গমন শক্তি আছে, কিন্তু দৃষ্টিশক্তি নাই। কিন্তু যদি পঙ্গু অন্ধের

প্রকৃতির স্বতঃই বিচলন ঘটে এবং প্রকৃতি সৃষ্টি কার্য্যে প্রবৃত্তা হন। প্রকৃতিই নানা প্রকার বিকারভাব প্রাপ্ত হইয়া নানা মূর্ত্তি ধারণ করেন, পুরুষ ঐ সকল বিকারের নির্বিকার সাক্ষিমাত্র। দৃশ্যা জড়া প্রকৃতির দোষগুণ চেতন দ্রষ্টা পুরুষকে স্পর্শ করে না। গুণসকল পুরুষে অনুপ্রবিষ্ট না হইয়া কেবল সন্নিধিমাত্র দ্বারা পুরুষের উপকরণ স্বরূপ হয় বা উপকার করে।

প্রকৃতি আপনার সৌন্দর্য্য ও নানাপ্রকার হাব ভাব দেখাইয়া পুরুষকে বদ্ধ করেন। আবার যখন সৎসঙ্গ ও শাস্ত্রোক্তবিধানে সাধনাদ্বারা জীবের বুদ্ধির নৈর্ম্মল্যবশতঃ জীবের মুক্তির ইচ্ছা হয়, তখন প্রকৃতি জীবের চিত্তে বিবেকখ্যাতিরূপে উদিত হইয়া পুরুষের মুক্তির কারণ হয়। পূর্বেই বলা হইয়াছে—বন্ধমুক্তি প্রকৃতির মধ্যেই স্থিত, পুরুষে উহা নাই। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে বলা হইয়াছে—"অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং, বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ। অজোহ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে, জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ" ॥৪।৫॥ অর্থাৎ 'সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণাত্মিকা এবং স্ব-সমানরূপ অনেক জীবের সৃষ্টিকারিণী এক অজা প্রকৃতিকে একটি অজ অর্থাৎ বদ্ধ পুরুষ প্রকৃতি-পরবশ হইয়া সেবা করে। অজ

ঘাড়ে চড়িয়া উহাকে রাস্তা দেখাইয়া লইয়া যায়, তবে উভয়েরই কোন স্থানে গমনকার্য্য সিদ্ধ হয়—ইহাই অন্ধপঙ্গুন্যায়। এখানে জড়া প্রকৃতি অন্ধ নির্বিকার পুরুষ পঙ্গু। উভয়ের মিলনে সৃষ্টিকার্য্য সম্পাদিত হয়। পঙ্গু যেমন নিজে গমন না করিলেও উহাতে গমনক্রিয়া আরোপিত হয়, এইরূপ প্রকৃতির জগৎস্রষ্টৃত্ব পুরুষে আরোপিত হয় মাত্র। ব্যাসদেব বেদান্তসূত্রে এই মতের খণ্ডন করিয়া ঈশ্বরের জগৎস্রষ্টৃত্বের স্থাপন করিয়াছেন।

অজ (বিবেকী পুরুষ) প্রকৃতির ভোগে বিরক্ত হইয়া উহাকে ত্যাগ করেন'।

বিশেষাবিশেষলিঙ্গমাত্রালিঙ্গানি গুণপর্বাণি ॥ ১৯॥

[গুণপর্বাণি (সত্বাদি গুণের অবস্থাবিশেষ) বিশেষ + অবিশেষ-লিঙ্গমাত্র + অলিঙ্গানি (বিশেষ, অবিশেষ, লিঙ্গমাত্র ও অলিঙ্গ)]

সূত্রার্থ—বিশেষ, অবিশেষ, লিঙ্গমাত্র ও অলিঙ্গ ইহারা সত্বাদি-গুণের অবস্থা বিশেষ।

ব্যাখ্যা—বিশেষ = পঞ্চ মহাভূত (ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম) পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় (চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্) পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় (বাক্, পাণি, পাদ, উপস্থ ও পায়ু) এবং মন—এই ষোলটি বিকার।

অবিশেষ = পঞ্চ তন্মাত্র (সূক্ষ্ম ভূত) ও অহংকার।

লিঙ্গ = বুদ্ধি বা মহত্তত্ত্ব। অলিঙ্গ = মূলা প্রকৃতি। *

এইরূপে যাহা ত্যাগ করিতে হইবে, সেই গুণত্রয় বা তজ্জন্য সৃষ্টির বিষয় প্রদর্শন করিয়া যাহা উপাদেয় অর্থাৎ যাহা গ্রহণ করিতে হইবে সেই দ্রষ্টা পুরুষের বিষয় পরসূত্রে বলা হইতেছে।

দ্রষ্টা দৃশিমাত্রঃ শুদ্ধোঽপি প্রত্যয়ানুপশ্যঃ ॥ ২০॥

[দ্রষ্টা (পুরুষ) দৃশিমাত্রঃ (চিৎস্বরূপ সাক্ষিমাত্র) শুদ্ধোঽপি

* মৎপ্রণীত 'অদ্বৈতামৃতবর্ষিণী' গ্রন্থে সৃষ্টিতত্ত্ব প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

(ধর্মরহিত ও অপরিণামী হইয়াও) প্রত্যয়ানুপশ্যঃ (বুদ্ধির অনুসরণ করিয়া শব্দাদি বিষয়সকল জ্ঞাত হন)]

সূত্রার্থ—দ্রষ্টৃ পুরুষ (চিৎস্বরূপ) সাক্ষিমাত্র ও শুদ্ধ হইলেও বুদ্ধিবৃত্তির অনুসরণ করিয়া শব্দাদি বিষয়সকল জ্ঞাত হন।

ব্যাখ্যা—দৃশিমাত্র বলায় উহা কেবল দৃক্‌শক্তি মাত্রকেই বুঝাইতেছে। অর্থাৎ দ্রষ্টা সেই পুরুষের সহিত কোন ধর্ম বা বিশেষণের সম্পর্ক নাই। জ্ঞানস্বরূপ পুরুষের কোন আকার নাই, উহা নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয়। আবার জড়া বুদ্ধির প্রকাশধর্ম বা জ্ঞান নাই; কিন্তু উহা নানা আকারভাগের জননী। উহা পুরুষকে নানাকার প্রদর্শন করে। জ্ঞান-স্বরূপ পুরুষের কোন আকার না থাকিলেও অবিবেক-বশতঃ তিনি যেন বুদ্ধি-প্রদর্শিত ঐ সকল আকারে আকারবান্ হইয়া বিষয়সকল দর্শন করেন বা জ্ঞাত হন।

পুরুষ বুদ্ধির সরূপ (সমান জাতীয়) নহেন, অত্যন্ত বিরূপও (বিজাতীয়ও) নহেন। সরূপ নহেন কেন? তদুত্তরে বলা যাইতেছে—জ্ঞাতাজ্ঞাতবিষয়হেতু (অর্থাৎ বুদ্ধির বিষয় জ্ঞাত বা অজ্ঞাত হইতে পারে বলিয়া) বুদ্ধি পরিণামিনী। বুদ্ধির বিষয় গবাদি বা ঘটাদি বস্তু জ্ঞাত বা অজ্ঞাত উভয়ই হইতে পারে, ইহা বুদ্ধির পরিণামিত্ব প্রদর্শন করিতেছে। কিন্তু বুদ্ধির ঐ জ্ঞাততা বা অজ্ঞাততা দ্রষ্টৃ-পুরুষ দ্বারা প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ জাগ্রৎকালে বুদ্ধি যে সব বস্তু জানে, অথবা সুষুপ্তিকালে যে বুদ্ধি কিছুই জানিতে পারে না, এই উভয় অবস্থাই যাঁহা দ্বারা প্রকাশিত হয়, তিনিই দ্রষ্টা পুরুষ। বুদ্ধির মধ্যে 'জানা' 'না জানা' উভয়ই আছে। কিন্তু দ্রষ্টৃ-পুরুষে 'না জানা' নাই—তিনি সর্বদা একরূপ ও সকল বিষয়ের নির্লিপ্ত জ্ঞাতা এবং ইহাই তাঁহার অপরিণামিত্বের লক্ষণ। সংহত্যকারিত্ব-

হেতু বুদ্ধি পরার্থ অর্থাৎ সংহত (পরস্পর মিলিত) বস্তুসকল অপরের প্রয়োজন সিদ্ধি করে—বস্তুসকল নিজ প্রয়োজনে সংহত হয় না। যেমন ইষ্টক, চুণ, বালি, কাষ্ঠ প্রভৃতির মিলনে যে গৃহ প্রস্তুত হয়, উহা গৃহ হইতে পৃথক্ অপর পুরুষের প্রয়োজন সিদ্ধি করে। এইরূপ জড় দেহ, মন, বুদ্ধি প্রভৃতির যে মিলন উহা চেতন পুরুষের প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য। কিন্তু পুরুষ স্বার্থ—কারণ পুরুষ সংহত বস্তু নয়। সর্ববিষয়ে অধ্যবসায় করে বলিয়া বুদ্ধি ত্রিগুণা এবং ত্রিগুণত্বহেতু অচেতন। পুরুষ গুণসকলের উপদ্রষ্টা সেইজন্য বুদ্ধির সরূপ (সমান জাতীয়) নহেন। তবে তিনি কি বিরূপ? তাহাও নহেন—তিনি বুদ্ধির অত্যন্ত বিরূপও নহেন। কারণ যদিও পুরুষ শুদ্ধ, তথাপি তিনি বুদ্ধির প্রত্যয়সকলকে অনুদর্শন করেন এবং তদাত্মক না হইয়াও তদাত্মকরূপে প্রতিভাত হন। এ বিষয়ে পূর্বে সমাধিপাদে ১।৪ সূত্রে বলা হইয়াছে যে, চিত্তের বৃত্তিসকল হইতে থাকিলে পুরুষ উহাদের সহিত যেন তদ্রূপতা প্রাপ্ত হন।

তদর্থ এব দৃশ্যস্যাত্মা ॥ ২১ ॥

[দৃশ্যস্য (দৃশ্যের) আত্মা (স্বরূপ) তদর্থ এব (পুরুষের ভোগ ও অপবর্গ সিদ্ধির জন্যই)]

সূত্রার্থ—দৃশ্য ভোগ্য বস্তুর স্বরূপ দ্রষ্টা পুরুষের ভোগ ও অপবর্গ সিদ্ধির জন্যই।

ব্যাখ্যা—যদি পুরুষের ভোগাপবর্গ জন্যই প্রকৃতির প্রবৃত্তি হয়, তাহা হইলে কোন পুরুষের ভোগাপবর্গ সিদ্ধ হইবার পর প্রকৃতির আর প্রয়োজন না থাকায় উহা বিরত-ব্যাপার হইবে। তাহা হইলে সকল পুরুষই স্বরূপতঃ পরিণামশূন্য ও শুদ্ধ বলিয়া বন্ধরহিত

হইবে। উহাতে সংসারোচ্ছেদ হইবে। এই আশঙ্কার উত্তরে পর সূত্রে বলিতেছেন—

কৃতার্থং প্রতি নষ্টমপ্যনষ্টং তদন্য-সাধারণত্বাৎ ॥ ২২ ॥

[তৎ (সেই প্রকৃতি বা দৃশ্য) কৃতার্থং প্রতি (মুক্ত পুরুষের প্রতি) নষ্টম্ অপি (বিরত-ব্যাপার হইলেও) অন্যসাধারণত্বাৎ (অন্য সাধারণ অজ্ঞ পুরুষের ভোগ-দাত্রীরূপে প্রবৃত্ত থাকায়, উহাদের নিকট) অনষ্টমেব (অনষ্টই)।]

সূত্রার্থ—সেই প্রকৃতি বা দৃশ্য মুক্ত পুরুষের প্রতি বিরত-ব্যাপার হইলেও অপর সাধারণ অজ্ঞ পুরুষের প্রতি বিরত-ব্যাপার হয় না।

ব্যাখ্যা—সাংখ্য ও পাতঞ্জল মতে প্রকৃতি এক, পুরুষ বহু। এক প্রকৃতিই বহু পুরুষের ভোগ্যা। যদি কোন এক পুরুষ বিবেকখ্যাতি লাভ করিয়া কৃতার্থ হন, তবে ঐ পুরুষের নিকটই প্রকৃতি বিরতব্যাপারা হন। কিন্তু অন্য অজ্ঞ পুরুষগণের নিকট প্রকৃতি বিরত-ব্যাপারা না হইয়া প্রবৃত্তই থাকেন। প্রকৃতি ভোক্তৃ-সাধারণ বলিয়া উহার কদাচ বিনাশ নাই। এই সূত্রে ইহাও দেখান হইল যে, একের মুক্তিতে সকলের মুক্তি হয় না।

স্ব-স্বামিশক্ত্যোঃ স্বরূপোপলব্ধিহেতুঃ সংযোগঃ ॥ ২৩ ॥

[স্ব-স্বামিশক্ত্যোঃ (স্ব=দৃশ্য; উহার শক্তি=দৃশ্যত্বযোগ্যতা) স্বামিশক্তিঃ (দ্রষ্টৃত্বযোগ্যতা) তয়োঃ স্বরূপয়োঃ (উভয়ের স্বরূপের)

উপলব্ধিঃ (ভোগ্যত্ব এবং ভোক্তৃস্বরূপে প্রতীতি) তস্য হেতুঃ এব (উহার জন্যই) সংযোগঃ (ভোগ্য-ভোক্তৃভাব সম্বন্ধ)]

সূত্রার্থ—দৃশ্যশক্তি এবং দ্রষ্টৃশক্তি এতদুভয়ের স্বরূপোপলব্ধিজন্যই উহাদের সংযোগ হইয়া থাকে।

ব্যাখ্যা—দৃশ্যবস্তুর স্বরূপ উপলব্ধি করার নাম ভোগ এবং দ্রষ্টার স্বরূপ উপলব্ধি করার নাম মোক্ষ বা অপবর্গ। দ্রষ্টৃ-দৃশ্য সংযোগই ভোক্তৃ-ভোগ্য ভাব। এই সংযোগ অনাদি। এই সংযোগ না থাকিলে দ্রষ্টা ও দৃশ্যের কাহারও স্বরূপ উপলব্ধি করা যাইত না। পরের সূত্রে এই সংযোগের কারণ দেখান হইয়াছে।

তস্য হেতুরবিদ্যা ॥ ২৪ ॥

[তস্য (সেই সংযোগের) হেতুঃ (কারণ) অবিদ্যা (অবিদ্যা)]

সূত্রার্থ—দ্রষ্টা পুরুষের এবং দৃশ্য বুদ্ধির সংযোগের কারণ হইতেছে, অবিদ্যা।

ব্যাখ্যা—বিপর্য্যয়-জ্ঞানের বা মিথ্যা-জ্ঞানের অনাদি সংস্কারই অবিদ্যা। ইহা দ্বারা দ্রষ্টা ও দৃশ্যের বিবেকজ্ঞান আবৃত হয় এবং তজ্জন্য অস্মিতা প্রভৃতি অন্য ক্লেশের উদ্ভব হয়। সুতরাং ইহা পুরুষের বন্ধনের হেতু। বিদ্যা বা বিবেকখ্যাতি অবিদ্যার নাশক। এই পাদের ৪।৫ সূত্রের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। অবিদ্যা-নাশের ফল কি, তাহা পর সূত্রে দেখাইতেছেন।

তদভাবাৎ সংযোগাভাবো হানং তদ্দৃশেঃ কৈবল্যম্ ॥ ২৫ ॥

[তদভাবাৎ (সেই অবিদ্যার অভাব হইলে) সংযোগাভাবঃ

(দ্রষ্টৃ-দৃশ্য সংযোগভাবের অভাব হয়) তৎ এব হানম্ (উহাই সর্বদুঃখনিবৃত্তি) অতঃ (অতএব) দৃশেঃ (আত্মার) কৈবল্যং (স্বরূপাবস্থানরূপ মুক্তি) ভবতি (হয়)]

সূত্রার্থ—বিবেকখ্যাতিদ্বারা সেই অবিদ্যার অভাব হইলে দ্রষ্টা ও দৃশ্যের বা ভোক্তা ও ভোগের যে একতাভাব উহার অভাব হয়। উহাই সর্বদুঃখনিবৃত্তি, অতএব উহাই পুরুষের স্বরূপাবস্থানরূপ কৈবল্যপ্রাপ্তি।

ব্যাখ্যা—অবিদ্যার বিরুদ্ধ-স্বভাব বিদ্যা বা সম্যক্ জ্ঞানদ্বারা অবিদ্যার নাশ হইলে অবিদ্যার কার্য্য দ্রষ্টৃ-দৃশ্যের সংযোগেরও অভাব হয়। উহাকে সর্বদুঃখের হান বা নিবৃত্তি বলে। ইহার অর্থ—অমূর্ত্তবস্তু এই অবিদ্যার বিভাগ সঙ্গত নয়। কিন্তু বিবেকখ্যাতির উদয় হইলে অবিবেকজনিত সংযোগ স্বয়ংই নিবৃত্ত হয়। সেই সংযোগের যে হান বা নিবৃত্তি, উহাই নিত্য, কেবল পুরুষের কৈবল্য বলিয়া কথিত হয়। এই প্রকারে ২৩, ২৪ ও ২৫ সূত্রে দ্রষ্টৃদৃশ্য সংযোগের স্বরূপ, হেতু এবং ঐ সংযোগ-নাশের ফল দেখাইয়া পরসূত্রে সেই সংযোগের হানের উপায় দেখাইতেছেন।

বিবেকখ্যাতিরবিপ্লবা হানোপায়ঃ ॥ ২৬ ॥

[অবিপ্লবা (মিথ্যাজ্ঞানরহিত ও বিচ্ছেদশূন্য) বিবেকখ্যাতিঃ (গুণসকল অন্য এবং পুরুষ অন্য এই প্রকার সাক্ষাৎকার) এব হানোপায়ঃ (ইহাই আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তির উপায়)]

সূত্রার্থ—মিথ্যাজ্ঞানরহিত ও বিচ্ছেদশূন্য বিবেকখ্যাতিই (দ্রষ্টা ও দৃশ্যের পার্থক্য জ্ঞান) আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তির উপায়।

ব্যাখ্যা—আমরা সাধারণতঃ অশুদ্ধচিত্তে যে দৃগ্‌দৃশ্যের বিবেক করি, উহা কল্যাণপ্রদ হইলেও উহা এই শাস্ত্রোক্ত বিবেকখ্যাতি নয়। বিচারদ্বারা আমরা মোটামুটি বুঝিতে পারি যে—আমি দেহ, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি নহি। কিন্তু পূর্বে যদি বৈরাগ্যভাবনা ও সাধনা দ্বারা চিত্তের রজস্তমোমল দূর না হইয়া থাকে, তবে ঐ প্রকার বিবেকাভাস সর্বদুঃখনিবৃত্তি করিতে পারিবে না। কারণ রোগ-ভোগের সময় বা আপৎকালে ঐ বিবেকজ্ঞান স্থির থাকিবে না এবং দেহাদিতে অধ্যাস (আমি, আমার বোধ) আসিয়াই পড়িবে। সেইজন্য ঐ প্রকার বিবেকজ্ঞান একটা জ্ঞানাভাসমাত্র। সর্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে যে প্রকৃত জ্ঞানীর নিজ দৃষ্টিতে কোন প্রকার দুঃখ বা প্রারব্ধাদি বুদ্ধি থাকে না।

কিন্তু বৈরাগ্য ও যোগের অভ্যাসদ্বারা চিত্ত অতিশয় শুদ্ধ হইলে চিত্তে যে ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা জন্মে, উহা হইতেই প্রকৃত বিবেকখ্যাতির উদয় হয়। তখন পুরুষ বুঝিতে পারেন যে, চেতন পুরুষ ও জড়া বুদ্ধি সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং জড় দৃশ্যে অভিনিবেশই সর্ব দুঃখের মূল। এই বিবেকখ্যাতির উদয়ে অবিদ্যা, অস্মিতাদি ক্লেশসকল দগ্ধবীজ হইয়া যায় এবং উহারা সংস্কারমাত্রাবশিষ্টরূপে অবস্থান করে। বিবেকখ্যাতির উদয়ে পুরুষ আরও বুঝিতে পারেন যে, এই বিবেক-খ্যাতিও বুদ্ধিতে অবস্থিত; পুরুষে (আত্মস্বরূপে) উহা নাই। পুরুষ অসঙ্গ, বিকাররহিত ও সর্বদা একরূপ—কেবল-পুরুষে বিবেক বা অবিবেকের অবসর নাই। তখন স্বতঃই বিবেকের উপর এবং তিনগুণের উপর বৈরাগ্য আসে—ইহাই পরবৈরাগ্য। সর্বপ্রকার ভোগবিরক্ত এই প্রকার পুরুষের নিকট প্রকৃতি আর স্বীয় প্রভাব-বিস্তারের চেষ্টা না করিয়া নিবৃত্তা হন। তখন পুরুষের কৈবল্য

হয়। তখন তাঁহার নিকট দগ্ধবীজভাবাপন্ন সংস্কারসকলও থাকে না।

তস্য সপ্তধা প্রান্তভূমিঃ প্রজ্ঞা ॥২৭॥

[তস্য (উৎপন্ন-বিবেকখ্যাতি যোগীর) প্রান্তভূমিঃ প্রজ্ঞা (চরম অবস্থার প্রজ্ঞা) সপ্তধা (সাত প্রকারের) ভবতি (হয়)]

সূত্রার্থ—যে যোগীর বিবেকখ্যাতি উৎপন্ন হইয়াছে, তাঁহার চরম-অবস্থার প্রজ্ঞা সাত প্রকার হইয়া থাকে।

ব্যাখ্যা—বিবেকখ্যাতি ও কৈবল্যমুক্তির মধ্যে যোগীর সাত প্রকার চরম অবস্থা দৃষ্ট হয়। ইহাই যোগীর জীবন্মুক্তি অবস্থা। ঐ সাত প্রকার অবস্থার মধ্যে প্রথম চারিটি কার্য্য-বিমুক্তি এবং শেষের তিনটি চিত্ত-বিমুক্তি।

চারিটি কার্য্য-বিমুক্তির স্বরূপ—(১) 'আমি সকল জ্ঞেয়বস্তু জানিয়াছি, আর জ্ঞাতব্য কিছুই নাই (২) আমার ক্লেশসকল ক্ষয়-প্রাপ্ত হইয়াছে, আর ক্ষয় করিবার কিছু বাকী নাই (৩) আমার যাহা লাভ করিবার ছিল, সবই লাভ হইয়াছে, আর লাভ করিবার কিছু বাকী নাই (৪) বিবেকখ্যাতি লাভ করিয়া আমার সমস্ত কর্ত্তব্যই শেষ হইয়াছে, আর করিবার কিছুই নাই'।

তিনটি চিত্ত-বিমুক্তির স্বরূপ—(১) 'আমার বুদ্ধি চরিতার্থ হইয়াছে (২) গুণসকল প্রতিষ্ঠাশূন্য হইয়া পর্বতশৃঙ্গচ্যুত প্রস্তর-খণ্ডের ন্যায় নিপতিত হইয়াছে, আর উহারা প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে না (৩) মোহরূপ কারণের অভাববশতঃ এবং প্রয়োজন না থাকায় স্বকারণে প্রবিলয়ামুখ গুণসকলের আর কিরূপে পুনরুৎপত্তি হইবে?

আদি স্বচ্ছ, সমাহিত ও স্বরূপ-প্রতিষ্ঠ'। কিরূপে বিবেকখ্যাতি লাভ করা যায় পরবর্তী সূত্রে উহাই দেখাইতেছেন।

যোগাঙ্গানুষ্ঠানাদশুদ্ধিক্ষয়ে জ্ঞান-দীপ্তিরাবিবেকখ্যাতেঃ ॥ ২৮॥

[যোগাঙ্গানুষ্ঠানাৎ (যম, নিয়মাদি যোগাঙ্গের অনুষ্ঠানে) অশুদ্ধিক্ষয়ে (চিত্তের প্রকাশাবরণের ক্ষয় হইলে) আবিবেকখ্যাতেঃ (বিবেকখ্যাতি পর্য্যন্ত) জ্ঞানদীপ্তিঃ (জ্ঞানের প্রকাশ) ভবতি (হয়)]।

সূত্রার্থ—যম, নিয়মাদি যোগাঙ্গের অনুষ্ঠানে ক্রমশঃ চিত্তের অশুদ্ধিক্ষয় হইতে থাকিলে বিবেকখ্যাতি পর্য্যন্ত জ্ঞানের দীপ্তি বাড়িতে থাকে। যোগাঙ্গসকল কি, তাহা পরবর্তী সূত্রসকলে বলা হইতেছে।

যম-নিয়মাসন-প্রাণায়াম-প্রত্যাহার-ধারণাধ্যান-সমাধয়োঽষ্টাবঙ্গানি ॥ ২৯॥

[যম-নিয়ম-আসন-প্রাণায়াম-প্রত্যাহার-ধারণা-ধ্যান-সমাধয়ঃ (যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি) এতানি অষ্টৌ (আটটি) যোগস্য অঙ্গানি (যোগের অঙ্গ)]।

সূত্রার্থ—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি—এই আটটি যোগের অঙ্গ।

ব্যাখ্যা—যোগের এই অঙ্গগুলির মধ্যে কতকগুলি সমাধির সাক্ষাৎ উপকারক যেমন ধারণা, ধ্যান প্রভৃতি। কতকগুলি সমাধির

প্রতিপক্ষ হিংসাদি বিতর্কের সম্যক্ উন্মূলন করিয়া উহার উপকার করে,—যেমন যম, নিয়মাদি। যমাদি উত্তরোত্তর উপকারক। যম, নিয়ম অভ্যস্ত হইলে আসন স্থির হয়, আসন স্থির হইলে তবেই প্রাণায়াম স্থৈর্য্য লাভ করে—এই প্রকার পূর্ব যোগাঙ্গগুলি পরবর্ত্তী যোগাঙ্গের সহায়ক হয়।

অহিংসা-সত্যাস্তেয়-ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহা যমাঃ ॥ ৩০ ॥

[অহিংসা (অহিংসা) সত্যং (সত্য) অস্তেয়ম্ (অচৌর্য্য) ব্রহ্মচর্য্যং (ব্রহ্মচর্য্য) অপরিগ্রহশ্চ (দেহযাত্রামাত্র-নির্বাহোপযোগী ভোগের অতিরিক্ত গ্রহণ না করা) এতে পঞ্চ যমাঃ (এই পাঁচটি যম)]

সূত্রার্থ- অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ এই পাঁচটী যম।

ব্যাখ্যা—(১) অহিংসা—কায়, মন ও বাক্যদ্বারা পরপীড়া-বর্জনই অহিংসা। কোন প্রাণীর প্রাণবধ হিংসা, উহা সর্ব অনর্থের হেতু। হিংসার অভাব অহিংসা; হিংসাকে সর্বপ্রকারে ত্যাগ করা উচিত। সেইজন্যই হিংসার অভাবস্বরূপ অহিংসার প্রথমে উল্লেখ করা হইয়াছে।

(২) সত্য—যেমনটী দৃষ্ট, শ্রুত বা অনুমোদিত হইয়াছে, ঠিক্ তাহাই না বাড়াইয়া বা না কমাইয়া যথার্থ-ভাষণের নাম সত্য। কিন্তু যথার্থভাষণ হইলেও যে বাক্য অপরের প্রাণনাশক অথবা বহু লোকের ক্ষতিকারক, উহার ফল মিথ্যা-ভাষণের তুল্য।

(৩) অস্তেয়—বলপূর্বক বা গোপনে অপরের ধন অপহরণ না করাকে অস্তেয় বা অচৌর্য্য বলে।

(৪) উপস্থসংযমের নাম ব্রহ্মচর্য্য। শুধু উপস্থ-সংযম নয়, ব্রহ্মচর্য্য-সাধনে অষ্টাঙ্গ মৈথুনও পরিত্যাজ্য। অষ্টাঙ্গ মৈথুন—"স্মরণং কীর্ত্তনং কেলিঃ প্রেক্ষণং গুহ্যভাষণম্। সঙ্কল্পোঽধ্যবসায়শ্চ ক্রিয়া-নিষ্পত্তিরেব চ"॥ অর্থাৎ 'স্ত্রীলোকদিগের স্মরণ, গুণকীর্ত্তন, উহাদের সহিত বিহার, লোভপূর্ব্বক উহাদিগকে দেখা, উহাদের সহিত গুহ্য-ভাষণ, উহাদের বিষয় সঙ্কল্প, অধ্যবসায় ও ক্রিয়া-নিষ্পত্তি'—মৈথুন এই আট প্রকার। মিতাহার, সৎসঙ্গ, স্ত্রীলোকদিগকে জগদম্বার মূর্ত্তি জানিয়া উহাদিগকে মাতৃভাবে দর্শন, আপনার মৃত্যুচিন্তা, আসনে বসিয়া জপ প্রভৃতি ব্রহ্মচর্য্য-সাধনের সহায়ক। ভ্রূমধ্যস্থিত আজ্ঞা-চক্রে বিন্দুর (মনের উৎপত্তিস্থান বিন্দু) ধারণ এবং উহাকে সহস্রারস্থিত শিবের দিকে লইয়া যাওয়া উচ্চস্তরের ব্রহ্মচর্য্য।

(৫) অপরিগ্রহ—দেহযাত্রা-নির্বাহের অতিরিক্ত ভোগ্যবস্তুর অগ্রহণ।

তে তু জাতিদেশকালসময়ানবচ্ছিন্নাঃ সার্বভৌমা মহাব্রতম্ ॥ ৩১ ॥

[তে তু (ঐ সকল অহিংসাদি) জাতি-দেশ-কাল-সময়+অনব-চ্ছিন্নাঃ (জাতি, দেশ, কাল, সময় দ্বারা অবচ্ছিন্ন না হইলে) সার্বভৌমাঃ (সার্বভৌম) মহাব্রতম্ (মহাব্রত) ইতি উচ্যতে (বলিয়া কথিত হয়)]

সূত্রার্থ—ঐ সকল অহিংসাদি জাতি, দেশ, কাল, সময়, প্রভৃতি দ্বারা অবচ্ছিন্ন না হইলে উহাদিগকে সার্বভৌম মহাব্রত বলা হয়।

ব্যাখ্যা—অহিংসা যদি কোন জাতি, দেশ, কাল, সময় প্রভৃতি দ্বারা অবচ্ছিন্ন না হয়, তবে ঐ অহিংসা সার্বভৌম মহাব্রত। 'ব্রাহ্মণ জাতিকে হিংসা করিব না, অন্য জাতিকে করিব'—এই প্রকার অহিংসা

জাতিতে নিবদ্ধ। 'বারাণসী আদি পুণ্য দেশে হিংসা করিব না, অন্যত্র করিব'—এই প্রকার অহিংসা দেশে নিবদ্ধ। 'পুণ্যকালে হিংসা করিব না, অন্যকালে করিব'—এই প্রকার অহিংসা কালে নিবদ্ধ। 'দেবতা ও ব্রাহ্মণের প্রয়োজন-ব্যতীত অন্য সময় হিংসা করিব না'—এই প্রকার অহিংসা সময়ে নিবদ্ধ। 'কোনও স্থানে বা কালে কাহারও জন্য কোন প্রয়োজনে কোন প্রাণীকে হত্যা করিব না'—এইরূপ অহিংসাই জাতি, দেশ, কাল ও সময় দ্বারা অবচ্ছিন্ন নয়—সুতরাং উহাই মহাব্রত। যেমন অহিংসার বিষয় বলা হইল, সত্যাদি অন্যসকল যমের বেলায়ও এইরূপ বুঝিতে হইবে অর্থাৎ উহারাও জাতি, দেশ, কালাদি দ্বারা অবচ্ছিন্ন না হইলে মহাব্রত হইবে।

শৌচসন্তোষতপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি নিয়মাঃ ॥ ৩২ ॥

সূত্রার্থ—শৌচ, সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর-প্রণিধান—ইহারা নিয়ম।

ব্যাখ্যা—(১) শৌচ—মৃত্তিকা, জল প্রভৃতি দ্বারা এবং পবিত্র আহার দ্বারা শরীরের শুচিতা রক্ষা করিতে হয়—ইহা বাহ্য শৌচ। মৈত্রী, করুণা, মুদিতা প্রভৃতি দ্বারা চিত্তের মলক্ষালন—আভ্যন্তর-শৌচ। (১৷৩৩ সূত্রের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)।

(২) সন্তোষ—সর্বাবস্থায় মনের তুষ্টিই সন্তোষ।

(৩) তপঃ—চান্দ্রায়ণাদি ব্রতের পালন এবং ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শীত, উষ্ণ প্রভৃতি দ্বন্দ্বের সহন।

(৪) স্বাধ্যায়—বেদ পাঠ; প্রণবাদি মন্ত্রজপ।

(৫) ঈশ্বর-প্রণিধান—পরমগুরু পরমেশ্বরে সর্বকর্মের অর্পণ।

এই অহিংসা, শৌচ, সন্তোষ প্রভৃতি যমনিয়ম শব্দবাচ্য, তবে ইহাদের যোগাঙ্গত্ব কিরূপে সিদ্ধ হয়? তদুত্তরে পরের সূত্রে বলা হইতেছে।

বিতর্কবাধনে প্রতিপক্ষভাবনম্ ॥ ৩৩ ॥

[বিতর্কাণাং বাধনে (হিংসাদি বিতর্কের নির্মূলনে) প্রতিপক্ষ-ভাবনম্ এব (প্রতিকূল চিন্তাই) উপায়ঃ (উপায়)]

সূত্রার্থ—প্রতিকূল চিন্তা দ্বারাই হিংসাদি বিতর্ককে নির্মূল করা যায়।

ব্যাখ্যা—হিংসাদি বিতর্ক (যাহার জন্য মনে পাপচিন্তা উঠে) যোগের পরিপন্থী। যম, নিয়মাদির অনুষ্ঠান করিতে গেলে, চিত্তে পূর্বোক্ত হিংসাদির বিপরীত ভাবনার উদয় হয় এবং হিংসাদি বিতর্ক বাধা প্রাপ্ত হয় এবং উহার ফলে যোগ সুখসাধ্য হয়। এইজন্যই যমনিয়মের যোগাঙ্গত্ব সিদ্ধ হয়।

বিতর্কা হিংসাদয়ঃ কৃতকারিতানুমোদিতা লোভক্রোধমোহপূর্ব্বকা মৃদুমধ্যাধিমাত্রা দুঃখাজ্ঞানানন্তফলা ইতি প্রতিপক্ষভাবনম্ ॥ ৩৪ ॥

[বিতর্কাঃ হিংসাদয়ঃ (হিংসাদি বিতর্ক) কৃতকারিতানুমোদিতাঃ (কৃত, কারিত ও অনুমোদিত) লোভক্রোধমোহপূর্ব্বকাঃ (লোভ,

ক্রোধ ও মোহপূর্বক অনুষ্ঠিত) মৃদুমধ্যাধিমাত্রাঃ (মৃদু, মধ্য ও তীব্র প্রকারের) দুঃখাজ্ঞানানন্তফলাঃ (অনন্ত দুঃখ ও অনন্ত অজ্ঞানই উহাদের ফল) ইতি চিন্তনম্ (এই প্রকার চিন্তা) প্রতিপক্ষভাবনম্ (প্রতিপক্ষভাবনা)]

সূত্রার্থ—হিংসাদি বিতর্ক কৃত, কারিত ও অনুমোদিত এবং লোভ, ক্রোধ ও মোহপূর্বক হইতে পারে। উহারা আবার মৃদু, মধ্য ও তীব্র প্রকারের হয়। ইহারা অনন্ত দুঃখ ও অজ্ঞানের কারণ। এই প্রকার চিন্তাই প্রতিপক্ষভাবনা।

ব্যাখ্যা—পূর্বোক্ত হিংসা প্রভৃতির ত্রিবিধ ভেদ আছে—কৃত, কারিত ও অনুমোদিত। যে হিংসা নিজে করা হয়, উহা কৃত হিংসা। যে হিংসা নিজে না করিয়া অপরের দ্বারা করান হয়, উহা কারিত হিংসা। যে হিংসা নিজে করা হয় না বা অপরের দ্বারাও করান হয় না, কিন্তু অপরে উহা করিলে উহার অনুমোদন করা হয়—উহা অনুমোদিত হিংসা। এই ত্রিবিধ হিংসাই পাপজনক। সাধারণের হিংসাবিষয়ে মোহের নিরাকরণজন্য হিংসার এই ত্রিবিধ ভেদ দেখান হইল। অন্যথা মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিগণ মনে করিতে পারে—'আমি তো নিজে হিংসা করি নাই, অতএব ইহাতে আমার দোষ নাই'। এই সকল হিংসার কারণ প্রতিপাদন জন্য বলা হইয়াছে—"লোভক্রোধমোহপূর্বকাঃ"। যদিও এখানে প্রথমে লোভের উল্লেখ আছে, তথাপি সকল ক্লেশের মূল হইতেছে, আনাত্মাতে আত্মবুদ্ধিরূপ মোহ। মোহ হইতেই লোভ ও ক্রোধের উৎপত্তি। লোভ = তৃষ্ণা। ক্রোধ = কার্য্যাকার্য্য-বিবেকের উচ্ছেদকারী জ্বলনাত্মিকা চিত্তধর্ম। হিংসা প্রভৃতি প্রত্যেকটি কৃত, কারিতাদিভেদে তিন প্রকার হইয়াও মোহাদি কারণ-বশতঃ উহারা আবার ত্রিধা ভেদ প্রাপ্ত হয়। এইরূপে উহাদের

নয়প্রকার বিভাগ হইয়া থাকে। পুনরায় অবস্থাভেদে উহারা মৃদু, মধ্য ও অধিমাত্র এইরূপ ত্রিধা বিভক্ত হয়—এইরূপে পূর্বোক্ত হিংসাদি বিতর্ক সপ্ত-বিংশতি প্রকার ভেদ প্রাপ্ত হয়। মৃদু আদিরও প্রত্যেকের মৃদুমৃদু, মৃদুমধ্য মৃদুতীব্র এই প্রকার ভেদ হইতে পারে। এইরূপে হিংসাদির ৮১ প্রকার ভেদ সম্ভব। চৌর্য্য, অসত্য, প্রভৃতিরও ঐ প্রকার বিভাগ হইতে পারে। হিংসাদি বিতর্কের অনন্ত বিভাগ এবং উহাদের ফলও অনন্ত দুঃখ ও অনন্ত অজ্ঞান। দুঃখ—প্রতিকূলভাবে অবভাসমান রাজস চিত্তধর্ম। অজ্ঞান—সংশয়-বিপর্য্যয়রূপ মিথ্যাজ্ঞান। এই প্রকার কারণাদিভেদে হিংসা, চৌর্য্য প্রভৃতি দোষের স্বরূপ অবগত হইয়া যোগী প্রতিপক্ষ ভাবনাদ্বারা (যেমন অহিংসা দ্বারা হিংসাকে, অচৌর্য্য দ্বারা চৌর্য্যকে ইত্যাদি) উহাদিগকে ত্যাগ করিবেন। যম-নিয়মাদির অভ্যাসের পরিপাকে যোগীর যে সকল সিদ্ধি লাভ হয়, উহা পরবর্ত্তী সূত্রসকলে দেখান হইতেছে।

অহিংসা-প্রতিষ্ঠায়াং তৎসন্নিধৌ বৈরত্যাগঃ ॥ ৩৫ ॥

[অহিংসা-প্রতিষ্ঠায়াম্ (অহিংসা প্রতিষ্ঠিত হইলে) তৎসন্নিধৌ (অহিংসক যোগীর সন্নিধানে) বৈরত্যাগঃ (প্রাণিগণ উহাদের স্বাভাবিক বৈরভাব ত্যাগ করে)]।

সূত্রার্থ—যে যোগীর অহিংসা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাঁহার নিকট স্বভাবতঃ পরস্পর বৈরী-ভাবাপন্ন প্রাণিগণ উহাদের বৈরীভাব ত্যাগ করে।

ব্যাখ্যা—অহিংসক যোগী কায়মনোবাক্যে পরপীড়া বর্জ্জন করেন

বলিয়া সকল প্রাণীই তাঁহার নিকট নির্ভয়ে ও স্বচ্ছন্দে বিচরণ করে এবং যোগীর অহিংসার প্রভাব উহাদের উপর পড়িতে থাকে। যে যোগীর অহিংসা সম্যক্ প্রতিষ্ঠিত হয়, তাঁহার নিকট অহি-নকুলাদি যে সব প্রাণীর স্বাভাবিক বৈরভাব আছে, উহারা সেই বৈরভাব ত্যাগ করে। সর্বত্র আত্মদর্শন না হইলে অহিংসা সম্যক্ প্রতিষ্ঠিত হয় না।

সত্য-প্রতিষ্ঠায়াং ক্রিয়াফলাশ্রয়ত্বম্ ॥৩৬॥

[সত্য-প্রতিষ্ঠায়াং (সত্য প্রতিষ্ঠিত হইলে) ক্রিয়াফলাশ্রয়ত্বম্ (যোগী ধর্মাধর্মরূপ ক্রিয়ার ও স্বর্গাদিরূপ ফলের আশ্রয়স্বরূপ) ভবতি (হন)]

সূত্রার্থ—সত্য প্রতিষ্ঠিত হইলে যোগী যাগাদি ক্রিয়া না করিয়াও উহার ফল প্রাপ্ত হন। এই প্রকার যোগীর বাক্‌সিদ্ধি হয়; অর্থাৎ তিনি যাহাকে যাহা বলেন, উহা ফলিয়া যায়। পূর্বে ব্রাহ্মণগণ কায়মনোবাক্যে এই সত্যের পালন করিতেন বলিয়া উঁহারা যাহাকে যাহা বলিতেন, উহা ফলিয়া যাইত। ছান্দোগ্য উপনিষদে দেখা যায়, মহর্ষি গৌতম একমাত্র সত্যবচন দ্বারাই সত্যকামকে ব্রাহ্মণ বলিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, তখন সত্যভাষণ ব্রাহ্মণগণের স্বভাব ছিল। মিথ্যাভাষণ চিত্তকে দুর্বল করে এবং পরস্পরের মধ্যে বিশ্বাস নষ্ট করিয়া সামাজিক বিশৃঙ্খলা আনে। নানা শাস্ত্রে সত্যের মহিমা বর্ণিত আছে। মুণ্ডকোপনিষদে বলা হইয়াছে—"সত্যমেব জয়তে নানৃতম্" অর্থাৎ 'সত্যেরই জয় হয়, মিথ্যার জয় হয় না।' বৃহদারণ্যকে বলা হইয়াছে—"যো বৈ ধর্মঃ সত্যং বৈ তৎ" অর্থাৎ 'যাহা ধর্ম, উহা সত্যই।

অস্তেয়-প্রতিষ্ঠায়াং সর্বরত্নোপস্থানম্ ॥ ৩৭ ॥

[অস্তেয়-প্রতিষ্ঠায়াম্ (অস্তেয় বা অচৌর্য্য প্রতিষ্ঠিত হইলে) যোগিনঃ (যোগীর) সর্বরত্নোপস্থানং (সর্বরত্নের প্রাপ্তি) ভবতি (হয়)]

সূত্রার্থ—অস্তেয় প্রতিষ্ঠিত হইলে যোগীর নিকট সকল প্রকার রত্ন উপস্থিত হয়।

ব্যাখ্যা—অস্তেয় প্রতিষ্ঠিত হইলে যোগী সকলের বিশ্বাসের পাত্র হন। লোকে দেখে, ইঁহার নিকট ধনরত্নের অপব্যবহার হইবে না। সেইজন্য সকলে তাঁহাকে উহা দান করিয়া কৃতার্থ হয়। কোন জাতির মধ্যে যাহা উৎকৃষ্ট, উহাই রত্ন। চেতন রত্ন স্বয়ংই যোগীর নিকট উপস্থিত হয় এবং অচেতন রত্ন অন্যের সাহায্যে উপস্থিত হয়।

ব্রহ্মচর্য্য-প্রতিষ্ঠায়াং বীর্য্যলাভঃ ॥ ৩৮ ॥

[ব্রহ্মচর্য্য-প্রতিষ্ঠায়াং (ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠিত হইলে) বীর্য্যলাভঃ (বীর্য্যলাভ) ভবতি (হয়)]

সূত্রার্থ—ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠিত হইলে বীর্য্য লাভ হয়।

ব্যাখ্যা—বীর্য্যধারণ সিদ্ধ হইলে যোগীর দৈহিক ও মানসিক বীর্য্য লাভ হয়।

অপরিগ্রহস্থৈর্য্যে জন্মকথন্তাসম্বোধঃ ॥ ৩৯ ॥

[অপরিগ্রহস্থৈর্য্যে সতি (অপরিগ্রহ স্থিরতা লাভ করিলে) জন্মনঃ কথন্তা (জন্মের কিম্প্রকারতা) তস্যাঃ (উহার) সম্বোধঃ (সম্যক্ জ্ঞান) ভবতি (হয়)]

সূত্রার্থ—অপরিগ্রহ স্থৈর্য্য লাভ করিলে যোগী অতীত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান জীবনের সমস্ত বৃত্তান্ত জানিতে পারেন।

ব্যাখ্যা—পরিগ্রহ বলিতে কেবল বাহ্য ভোগসাধন বস্তুরই গ্রহণ বুঝায় না। শরীরেরও ভোগ-সাধনত্বহেতু শরীরে 'আমি' 'আমার' বোধ এবং শরীর-সংক্রান্ত চিন্তাও পরিগ্রহ। ঐ প্রকার বুদ্ধি ত্যাগের নাম অপরিগ্রহ। যে যোগীর ঐ প্রকার অপরিগ্রহ স্থৈর্য্য লাভ করে, তিনি পূর্বজন্মে তাঁহার কিরূপ শরীর ছিল, পরজন্মে কিরূপ শরীর হইবে, তাহা জানিতে পারেন। কারণ, মানুষ ইহজন্মের শরীর ও শরীর-সংক্রান্ত ব্যাপারে এত ব্যস্ত ও নিমগ্ন থাকে যে, অন্য জন্মের সংস্কার সকল ফুটিবার অবকাশ পায় না।

শৌচাৎ স্বাঙ্গজুগুপ্সা পরৈরসংসর্গঃ ॥ ৪০ ॥

[শৌচাৎ (শৌচ হইতে) স্বাঙ্গজুগুপ্সা (নিজের শরীরে ঘৃণা) পরৈঃ (পরকীয় শরীরের সহিত) অসংসর্গঃ (সঙ্গ-বর্জনেচ্ছা) ভবতি (হয়)]

সূত্রার্থ—শৌচ হইতে নিজের শরীরে ঘৃণা উৎপন্ন হয় এবং অপর শরীরের সহিত সংসর্গ-ইচ্ছা নিবারিত হয়।

ব্যাখ্যা—ইহা বাহ্য-শৌচের কথা। বাহ্যশৌচ পালন করিতে করিতে দেখা যায় যে, শরীরের যতই শুচিতা সম্পাদন করা যাউক না কেন, মলপূর্ণ শরীর পুনরায় অশুচি হইয়া পড়ে। শরীর স্বভাবতঃই অশুচি, উহার শুচিতা অসম্ভব। এই প্রকার চিন্তা হইতে শরীরের উপর ঘৃণা জন্মে এবং অপরের শরীরও মলাদির ভাণ্ডস্বরূপ জানিয়া উহাদের সহিত সংসর্গের ইচ্ছা থাকে না।

সত্ত্বশুদ্ধিসৌমনস্যৈকাগ্র্যেন্দ্রিয়জয়াত্ম-দর্শনযোগ্যত্বানি ॥ ৪১ ॥

[শৌচাৎ (আভ্যন্তর শৌচ হইতে) সত্ত্বশুদ্ধিঃ (চিত্তশুদ্ধি) সৌমনস্যং (মনের প্রসন্নতা) ঐকাগ্র্যং (একাগ্রতা) ইন্দ্রিয়জয়ঃ (ইন্দ্রিয়জয়) আত্মদর্শনযোগ্যত্বম্ (আত্ম-সাক্ষাৎকার সামর্থ্য) জায়তে (জন্মিয়া থাকে)]

সূত্রার্থ—আভ্যন্তর শৌচ পালনে চিত্তশুদ্ধি, মনের প্রসন্নতা, চিত্তের একাগ্রতা, ইন্দ্রিয়জয় এবং আত্ম-সাক্ষাৎকারের যোগ্যতা হয়।

ব্যাখ্যা—সত্ত্বশুদ্ধিঃ = চিত্তে সুখ ও প্রকাশ-স্বভাব সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি এবং রজস্তমোগুণ দ্বারা উহা অভিভূত না হওয়া। সৌমনস্যং = খেদ অনুভব না করিয়া মনের প্রসন্নতা। একাগ্রতা = নির্দিষ্ট বিষয়ে চিত্তের স্থৈর্য্য। ইন্দ্রিয়জয়ঃ = বিষয়-পরাঙ্মুখ ইন্দ্রিয়গণের আত্মাতে অবস্থান। যিনি আভ্যন্তর-শৌচের অভ্যাসে রত থাকেন, তাঁহারই বিবেকখ্যাতিরূপ আত্মদর্শনে সামর্থ্য জন্মে। এই সত্ত্বশুদ্ধি প্রভৃতি গুণসকল ক্রমশঃ প্রাদুর্ভূত হয়। অর্থাৎ সত্ত্বশুদ্ধি হইতে চিত্তের প্রসন্নতা, উহা হইতে চিত্তের একাগ্রতা, একাগ্রতা হইতে ইন্দ্রিয়জয়

এবং উহা হইতে আত্মদর্শনের যোগ্যতা লাভ হয়। সমাধিপাদের ৩৩ সূত্রে যে মৈত্রী, করুণা প্রভৃতির কথা বলা হইয়াছে, উহারা আভ্যন্তর শৌচ লাভের উপায়।

সন্তোষাদনুত্তমস্সুখলাভঃ ॥ ৪২ ॥

[সন্তোষাৎ (সন্তোষ হইতে) অনুত্তমঃ (নিরতিশয়) সুখলাভঃ (সুখলাভ) ভবতি (হয়)]

সূত্রার্থ —সন্তোষ হইতে নিরতিশয় সুখ লাভ হয়।

ব্যাখ্যা—শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—'ইহলোকের কাম্যবস্তুর ভোগে যে সুখ কিংবা স্বর্গীয় মহৎ সুখ, উহারা কেহই তৃষ্ণাক্ষয়জনিত সুখের ষোড়শাংশের একাংশও নয়

কায়েন্দ্রিয়সিদ্ধিরশুদ্ধিক্ষয়াৎ তপসঃ ॥ ৪৩ ॥

[তপসঃ (তপস্যা হইতে) অশুদ্ধিক্ষয়াৎ (ক্লেশাদিরূপ অশুদ্ধির ক্ষয় হইলে) যোগিনঃ (যোগীর) কায়েন্দ্রিয়সিদ্ধিঃ (কায়সিদ্ধি অণিমাদি এবং ইন্দ্রিয়সিদ্ধি দূরশ্রবণাদি) ভবতি (হয়)]

সূত্রার্থ—প্রাণায়াম, চান্দ্রায়ণাদি তপস্যা দ্বারা চিত্তের অশুদ্ধি ক্ষয় হইলে যোগীর অণিমাদি কায়সিদ্ধি এবং দূরশ্রবণাদি ইন্দ্রিয়সিদ্ধি হইয়া থাকে।

ব্যাখ্যা—সাধনাদ্বারা চিত্তের জড়তা ও চাঞ্চল্যের ক্ষয় হইলে চিত্তের ক্ষমতা অতিশয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং যোগীর সঙ্কল্প সিদ্ধ হইয়া থাকে। তখন তিনি ইচ্ছা করিলে সূক্ষ্ম দেহাদি ধারণ করিয়া

স্থূলবস্তু সকলের মধ্যে প্রবেশ করিতে সমর্থ হন এবং তাঁহার ইন্দ্রিয় সকলেরও দূরদর্শন, দূরশ্রবণ প্রভৃতি ক্ষমতা জন্মে।

স্বাধ্যায়াদিষ্টদেবতা-সংপ্রয়োগঃ ॥ ৪৪ ॥

[স্বাধ্যায়াৎ (প্রণবাদি মন্ত্র জপ দ্বারা) ইষ্ট-দেবতায়াঃ (ইষ্ট-দেবতার) সংপ্রয়োগঃ (সাক্ষাৎকার) ভবতি (হয়)]

সূত্রার্থ—স্বাধ্যায় হইতে ইষ্টদেবতার সাক্ষাৎকার হয়।

ব্যাখ্যা—শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা-সহকারে মন্ত্র জপ করিলে সেই মন্ত্রের দেবতা ঐ জপ দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া সাধকের প্রত্যক্ষগোচর হন।

সমাধিসিদ্ধিরীশ্বরপ্রণিধানাৎ ॥ ৪৫ ॥

[ঈশ্বর-প্রণিধানাৎ (ঈশ্বরে সর্বকর্মার্পণ হইতে) সমাধিসিদ্ধিঃ (সমাধিসিদ্ধি) ভবতি (হয়)]

সূত্রার্থ—ঈশ্বরে ভক্তিবিশেষ হইতে সমাধির আবির্ভাব হয়। (কারণ, উহা দ্বারা ঈশ্বর প্রসন্ন হইয়া যোগীর ক্লেশসকলের অপনয়ন করিয়া সমাধি আনিয়া দেন)]

স্থিরসুখমাসনম্ ॥ ৪৬ ॥

সূত্রার্থ—স্থির ও সুখাবহ অবস্থিতির নাম আসন।

ব্যাখ্যা—যাহার উপর উপবেশন করা যায়, উহা আসন—যেমন মৃগচর্ম, কম্বল প্রভৃতি। আবার সাধনের সুবিধার জন্য যাহাতে নিদ্রা, আলস্যাদি না আসে, শরীরের ঐ প্রকার অবস্থানও আসন।

আসন মৃদু, কোমল ও সুখাবহ হওয়া প্রয়োজন। উহা যেন অতি উচ্চ বা অতি নিম্ন না হয়। শেষোক্ত আসনের বহু প্রকার ভেদ যোগশাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে—তন্মধ্যে পদ্মাসন, বীরাসন, স্বস্তিকাসন, সিদ্ধাসন প্রভৃতি প্রধান। শবাসন, শ্রমনাশক—চিৎ হইয়া ভূমিতে শববৎ অবস্থানই শবাসন। পূর্বে যম, নিয়মের অভ্যাস করা থাকিলে তবেই আসন স্থির হয়। আসনের প্রকারভেদ গুরুর নিকট শিক্ষণীয়। শ্রীশঙ্করাচার্য্য অপরোক্ষানুভূতি গ্রন্থে বলিয়াছেন—'যে প্রকার অবস্থান করিয়া সুখে অজস্র ব্রহ্মচিন্তা করা যায়, উহাকে আসন বলিয়া জানিবে।

প্রযত্নশৈথিল্যানন্তসমাপত্তিভ্যাম্ ॥ ৪৭ ॥

[প্রযত্নস্য (স্বাভাবিক-কায়ব্যপারের চেষ্টার) শৈথিল্যাৎ (উপরম হইলে) তথা (এইরূপ) অনন্তে (আকাশাদি মহৎ বস্তুতে) সমাপত্তিভ্যাম্ (সমাধির অভ্যাস করিলে) আসনং স্থিরং সুখং চ ভবতি (আসন স্থির ও সুখকর হয়)]

সূত্রার্থ—শরীরের স্বাভাবিক চেষ্টাসকল হইতে উপরত হইলে এবং আকাশাদি মহৎ বস্তুতে সমাধির অভ্যাস করিলে আসন স্থির ও সুখকর হয়।

ব্যাখ্যা—বাহ্য ব্যাপার হইতে বিরত এবং নানা প্রকার চিন্তাবেগ রহিত হইয়া আসনস্থিরতার অভ্যাস করিতে হয়। প্রথম প্রথম আসনে বসিতে কষ্ট হইলেও অভ্যাসের পটুতায় সহজেই অনেকক্ষণ আসনে স্থিরভাবে উপবিষ্ট থাকা যায়। আসনে উপবিষ্ট হইয়া শরীরকে আল্গাভাবে ছাড়িয়া দিবে, শরীরের কোন অঙ্গ

কষ্টপূর্বক শক্তভাবে ধারণ করিবে না। কায়, শরীর ও গ্রীবা সরল থাকিবে, মুখ বন্ধ করিয়া ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস লইতে হইবে। 'আমি আকাশের ন্যায় ব্যাপক ও অসঙ্গ এবং দেহ, অহংকারাদির সহিত আমার সম্বন্ধ নাই'—এই প্রকার ভাবনা করিলে শরীর হাল্কা মনে হয়, আসনও দুঃখজনক হয় না। আসন জয় হইলে সমাধির অন্তরায়-স্বরূপ শরীরের কম্পনাদি উৎপন্ন হইতে পারে না। পরসূত্রে আসনজয়ের ফল বলিতেছেন।

ততো দ্বন্দ্বানভিঘাতঃ ॥ ৪৮ ॥

[ততঃ (আসন জয় হইলে) দ্বন্দ্বৈঃ (শীতোষ্ণাদি বা ক্ষুধা-পিপাসাদি দ্বন্দ্বদ্বারা) অনভিঘাতঃ ভবতি (অভিহত হইতে হয় না)]

সূত্রার্থ—আসন জয় হইলে শীতোষ্ণাদি বা ক্ষুধাপিপাসাদি দ্বন্দ্বসকল আর বাধা দিতে পারে না।

তস্মিন্ সতি শ্বাসপ্রশ্বাসয়োর্গতি-বিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ ॥ ৪৯ ॥

[তস্মিন্ সতি (আসনসিদ্ধি হইলে) শ্বাসপ্রশ্বাসয়োঃ (শ্বাস-প্রশ্বাসের) গতি-বিচ্ছেদঃ (গতির বিচ্ছেদ) প্রাণায়ামঃ (প্রাণয়াম)]

সূত্রার্থ—আসন জয় হইলে শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি-বিচ্ছেদকে প্রাণায়াম বলে।

ব্যাখ্যা—শ্বাস = বায়ুর আভ্যন্তর গতি। প্রশ্বাস = বায়ুর বহির্গতি। বাহ্য বায়ুকে ভিতরে টানিয়া উহাকে না ফেলা এবং ভিতরের বায়ুকে বাহির করিয়া দিয়া উহাকে না টানা, উভয় প্রকারেই প্রাণবায়ুর গতি বিচ্ছেদ হয়। সুতরাং ঐ দুইটি এক একটী

প্রাণায়াম। ইহারা পরম্পরাক্রমে অনুষ্ঠেয়। জোরপূর্বক কষ্ট করিয়া প্রাণবায়ুকে বেশীক্ষণ ভিতরে বা বাহিরে ধরিয়া রাখিতে গেলে শারীরিক ব্যাধি হইতে পারে। একাগ্রতার অভ্যাসের সহিত ধীরে ধীরে প্রাণায়ামের অভ্যাস কর্তব্য, চঞ্চল চিত্তে প্রাণায়াম সিদ্ধ হয় না। এই প্রাণায়ামের সুখাবগতির জন্য পরের সূত্র বলিতেছেন।

বাহ্যাভ্যন্তরস্তম্ভবৃত্তির্দেশকালসংখ্যাভিঃ পরিদৃষ্টো দীর্ঘসূক্ষ্মঃ ॥ ৫০ ॥

[স তু (সেই প্রাণায়াম) বাহ্যাভ্যন্তরস্তম্ভবৃত্তিঃ (বাহ্যবৃত্তি, আভ্যন্তরবৃত্তি ও স্তম্ভবৃত্তি এই ত্রিবিধ) দেশকালসংখ্যাভিঃ (দেশ, কাল ও সংখ্যা দ্বারা) পরিদৃষ্টঃ (পরিলক্ষিত হইলে) দীর্ঘসূক্ষ্মঃ ভবতি (দীর্ঘ ও সূক্ষ্ম হয়)]

সূত্রার্থ—সেই প্রাণায়াম বাহ্যবৃত্তি, আভ্যন্তরবৃত্তি ও স্তম্ভবৃত্তি ভেদে ত্রিবিধ। দেশ, কাল ও সংখ্যাদ্বারা পরিলক্ষিত হইলে উহারা দীর্ঘ ও সূক্ষ্ম হয়।

(১) শরীরস্থ বায়ুকে প্রশ্বাসের দ্বারা বাহির করিয়া দিয়া উহাকে বাহিরে[১] ধারণ করার নাম—বাহ্যবৃত্তি-প্রাণায়াম।

(২) বাহ্য বায়ুকে শ্বাসদ্বারা টানিয়া উহাকে ভিতরে ধারণ করার নাম—আভ্যন্তরবৃত্তি-প্রাণায়াম।

(৩) স্তম্ভবৃত্তি-প্রাণায়াম—যখন শ্বাস বা প্রশ্বাসের প্রযত্ন নাই, কেবল বিধারণ-প্রযত্নের সাহায্যে প্রাণের গতিবিচ্ছেদ হয়—উহা স্তম্ভবৃত্তি-প্রাণায়াম। তপ্ত প্রস্তরে জল নিক্ষিপ্ত হইলে তাহা যেমন সঙ্কোচ প্রাপ্ত হয়, এইরূপ স্তম্ভবৃত্তিতে অপর দুইটি বৃত্তির যুগপৎ

অভাব হয়। বাহ্যবৃত্তি-প্রাণায়াম ও আভ্যন্তরবৃত্তি প্রাণায়ামের অভ্যাস করিতে করিতে এই স্তম্ভবৃত্তি-প্রাণায়ামের আবির্ভাব হয়।

প্রাণ ও মনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। প্রাণ স্থির হইলে মন স্থির হয় এবং মন স্থির হইলেও প্রাণ স্থির হয়। প্রাণবায়ুকে স্থির করিয়া মন স্থির করিবার চেষ্টায় কিছুটা জোর প্রয়োগ করিতে হয় বলিয়া ইহা 'হঠযোগ'। আর মনকে স্থির করিয়া প্রাণ স্থির করা 'রাজযোগ'। এই রাজযোগে ক্লেশ কম এবং ইহাতে বিপদেরও আশঙ্কা নাই। কিন্তু চঞ্চলচিত্ত ব্যক্তিগণ মন স্থির করিতে পারে না, সুতরাং উহাদের পক্ষে কিছু 'হঠযোগের' প্রয়োজন হয়। সাধারণতঃ বাহ্যবৃত্তি-প্রাণায়ামকে রেচক, আভ্যন্তরবৃত্তি-প্রাণায়ামকে পূরক এবং স্তম্ভবৃত্তি-প্রাণায়ামকে কুম্ভক বলে। কুম্ভের মধ্যে জল যেমন স্থিরভাবে অবস্থান করে, এইরূপ কুম্ভক-প্রাণায়ামে প্রাণবায়ু দেহের মধ্যে স্থিরভাবে অবস্থান করে।

প্রাণায়ামের অভ্যাস ধীরে ধীরে বাড়াইতে হয়। অভ্যাসের পরিপাকে প্রাণায়াম দীর্ঘ ও সূক্ষ্ম হয়। অর্থাৎ অভ্যাস যতই পাকিবে, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসও তত দেরীতে দেরীতে হইতে থাকিবে এবং বায়ুরও বেগ কমিবে ; ইহাই প্রাণায়ামের সূক্ষ্মতা। সাধারণতঃ নাসিকা হইতে ১২ অঙ্গুলি দূর পর্য্যন্ত প্রাণবায়ুর গতি অনুভূত হয়। কিন্তু প্রাণায়ামের অভ্যাসে বায়ুগতির ঐ দূরত্ব কমিতে কমিতে শেষে উহা নাসাভ্যন্তরচারী হয়, অর্থাৎ উহা নাসিকার মধ্যেই অবস্থান করে। প্রাণায়াম-অভ্যাসী যোগিগণ নাসিকার সম্মুখে পেঁজা তুলা ধরিয়া প্রাণবায়ুর বহির্গতি লক্ষ্য করেন। সংখ্যা ও সময় দ্বারাও প্রাণায়ামের দীর্ঘতা ও সূক্ষ্মতা জানিতে পারা যায়। সাধারণ প্রাণায়াম এই নিম্নলিখিত উপায়ে করা যায়। বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা ডান নাক

টিপিয়া ধরিয়া ৪ বার প্রণবাদি মন্ত্র জপ করিতে করিতে বাম নাসাপুট দ্বারা বায়ুপূরণ কর (পূরক)। পরে কনিষ্ঠা ও অনামিকা দ্বারা বাম নাসাও টিপিয়া ধরিয়া ১৬বার জপ কর (কুম্ভক)। ইহার পর ডান নাসাপুট হইতে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ উঠাইয়া লইয়া ঐ নাসা দ্বারা ৮ বার মন্ত্র জপ করিতে করিতে ধীরে ধীরে বায়ু ত্যাগ কর (রেচক)। এইপ্রকার পূরক, কুম্ভক ও রেচকে একটি প্রাণায়াম হয়। পরে ৪ বার মন্ত্র জপ করিতে করিতে ডান নাসিকা দ্বারা বায়ু আকর্ষণ কর এবং বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা ডান নাক টিপিয়া ধরিয়া কুম্ভকে ১৬ বার জপ কর। পরে কনিষ্ঠা ও অনামিকাকে বাম নাসিকা হইতে উঠাইয়া ৮বার মন্ত্র জপ করিতে করিতে ধীরে ধীরে বায়ু ত্যাগ কর। ক্লেশ না করিয়া সহজে যতবার পার এই প্রাণায়াম কর। ৪।১৬।৮ লঘু-প্রাণায়াম। অভ্যাস পাকিলে ৮।৩২।১৬ কিংবা ১৬।৬৪।৩২ করিতে পার—কিন্তু কদাচ জোর প্রয়োগ করিবে না; কারণ উহাতে ক্ষতি হইতে পারে। চিত্তের জড়তা ও তমোগুণ নাশের পক্ষে প্রাণায়াম খুব কার্য্যকর। উপযুক্ত গুরুর অধীনে থাকিয়া, মিতাহারী হইয়া, ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া এবং উপযুক্ত পরিবেশে প্রাণায়াম অভ্যাস করা কর্ত্তব্য।

বাহ্যাভ্যন্তরবিষয়াক্ষেপী চতুর্থঃ ॥৫১॥

[বাহ্যাভ্যন্তর-বিষয়াক্ষেপী (বাহ্য ও আভ্যন্তর বিষয়ের আলোচনা-পূর্বক প্রাণায়াম অভ্যাস করতঃ উহাকে অতিক্রম করিয়া) প্রাণায়ামঃ চতুর্থঃ (প্রাণায়াম চতুর্থ)]

সূত্রার্থ—বাহ্য ও আভ্যন্তর বিষয়ের আলোচনা-পূর্বক প্রাণায়ামের

অভ্যাস করিয়া পরে তাহা অতিক্রমপূর্বক যে স্তম্ভবৃত্তি হয়, উহা চতুর্থ প্রকারের প্রাণায়াম।

ব্যাখ্যা—বাহ্য ও আভ্যন্তরবৃত্তি প্রাণায়াম দেশ, কাল ও সংখ্যা দ্বারা নিয়মিত হইয়া দীর্ঘ ও সূক্ষ্ম হয়, ইহা পূর্ব সূত্রে দেখান হইয়াছে। পরে উহাকে অতিক্রম করিয়া অন্য এক স্তম্ভবৃত্তির উদয় হয়—উহা চতুর্থ প্রকারের প্রাণায়াম। পূর্ব সূত্রে যে স্তম্ভ-বৃত্তির কথা বলা হইয়াছে, উহা হইতে এই স্তম্ভবৃত্তির ভেদ আছে। পূর্বোক্ত স্তম্ভবৃত্তিতে দেশ, কালাদির আলোচনা না করিয়াই সকৃৎ প্রযত্ন-নিবন্ধন প্রাণের গতির অভাব হয়। উহা দেশ, কাল ও সংখ্যা দ্বারা পরিদৃষ্ট হইলে দীর্ঘ ও সূক্ষ্ম হয়। শ্বাস-প্রশ্বাসের বিষয় দেশ, কালাদির অবধারণপূর্বক ক্রমশঃ ভূমি জয় হইলে বাহ্য ও আভ্যন্তর বৃত্তিকে অতিক্রমপূর্বক প্রাণের যে গতির অভাব হয়, উহাই চতুর্থ প্রাণায়াম। এই স্তম্ভবৃত্তি অতিশয় সূক্ষ্ম। পূর্ব-সূত্রোক্ত স্তম্ভবৃত্তি-প্রাণায়াম স্বল্প-প্রযত্নসাধ্য। এই সূত্রে যে স্তম্ভবৃত্তির কথা বলা হইল উহা বহু প্রযত্নসাধ্য—ইহাকে কেবল-কুম্ভক বলে। পূর্বোক্ত স্তম্ভবৃত্তি অল্পকালস্থায়ী, কিন্তু কেবল-কুম্ভকে যোগীর ইচ্ছামত স্তম্ভ-বৃত্তি দীর্ঘস্থায়ী হয়। পরের দুইটি সূত্রে প্রাণায়ামের ফল দেখান হইতেছে।

ততঃ ক্ষীয়তে-প্রকাশাবরণম্ ॥৫২॥

[ততঃ (প্রাণায়াম হইতে) প্রকাশস্য (বিবেকজ্ঞানের) আবরণম্ (আবরণ) ক্ষীয়তে (ক্ষয় হয়)]

সূত্রার্থ—প্রাণায়াম হইতে বিবেকজ্ঞানের আবরণের ক্ষয় হয়।

ধারণাসু চ যোগ্যতা মনসঃ ॥ ৫৩ ॥

[ধারণাসু (বিবিধ ধারণাবিষয়ে) মনসঃ (মনের) যোগ্যতা (যোগ্যতা) ভবতি (হয়)]

সূত্রার্থ—প্রাণায়াম দ্বারা আরও বিবিধ ধারণাবিষয়ে মনের যোগ্যতা হয়।

ব্যাখ্যা—প্রাণায়াম দ্বারা বিশুদ্ধ মন রজস্তমশূন্য হওয়ায় যে কোন বস্তুর ধারণা করিতে পারে; অর্থাৎ বাহ্য মূর্ত্ত্যাদি বিষয়ে অথবা অন্তরে হৃদয়াদি-প্রদেশে মনকে ধরিয়া রাখা যায়।

স্ববিষয়াসম্প্রয়োগে চিত্তস্য স্বরূপানুকার ইবেন্দ্রিয়াণাং প্রত্যাহারঃ ॥ ৫৪ ॥

[ইন্দ্রিয়াণাম্ (ইন্দ্রিয়সকলের) স্ববিষয়াসম্প্রযোগে (স্ব স্ব বিষয়ের সহিত সম্বন্ধাভাবে) চিত্তস্য (চিত্তের) স্বরূপানুকার ইব (স্বরূপ অনুকরণের ন্যায় ভাব) প্রত্যাহারঃ (প্রত্যাহার)]

সূত্রার্থ—ইন্দ্রিয়সকল স্ব স্ব বিষয় হইতে বিরত হইয়া উহারা চিত্ত-স্বরূপের অনুকরণের মত করিলে উহাকে প্রত্যাহার বলে।

ব্যাখ্যা—'প্রত্যাহার' -শব্দের অর্থ 'প্রতি' অর্থাৎ বিষয়ের বিপরীত দিকে 'আহরণ' বা ফিরাইয়া আনা অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সকলকে বিষয়-সকল হইতে আত্মার দিকে ফিরাইয়া আনাই প্রত্যাহার। ইন্দ্রিয়-সকল চিত্তের অধীন। সুতরাং চিত্তের নিরোধ হইলেই ইন্দ্রিয়গণের নিরোধ হয়—ইন্দ্রিয়জয়ের নিমিত্ত চিত্তজয় ব্যতীত উপায়ান্তরের অপেক্ষা নাই। যেমন কোন মধুচক্রে রাণী মৌমাছি উড়িলে সকল মৌমাছিই উড়ে এবং রাণী মৌমাছি বসিলে সকল মৌমাছিই বসে, এইরূপ চিত্তনিরোধেই ইন্দ্রিয়সকলও নিরুদ্ধ হয়—ইহাই প্রকৃত প্রত্যাহার। বিষয়সকল হইতে কেবল ইন্দ্রিয়গণকে ফিরাইয়া আনাই সম্যক্ প্রত্যাহার নয়। আত্ম-স্বরূপের সাক্ষাৎকারব্যতীত প্রত্যাহার স্থায়ী হয় না। বিবেকখ্যাতিপূর্বক চিত্তের যে নিরোধাভিমুখী গতি, উহাই প্রকৃত প্রত্যাহার। ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন—"বিষয়া

বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ। রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে" (২।৫৯) অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি প্রযত্ন দ্বারা বা রোগাদি-হেতু বিষয় আহরণ হইতে নিবৃত্ত থাকে, তাহার নিকট বিষয়সকল তাৎকালিক নিবৃত্ত হয়, কিন্তু বিষয়ে আসক্তি থাকিয়া যায়, কিন্তু স্থিতপ্রজ্ঞ যোগীর পরমাত্মার সাক্ষাৎকার হওয়ায় আসক্তির বীজও নিবৃত্ত হইয়া যায়। কিন্তু এখানে ঐরূপ প্রত্যাহারের কথা বলা হয় নাই। সূত্রে 'ইব' শব্দের প্রয়োগদ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, ইন্দ্রিয়-গণ চিত্তস্বরূপের সম্যক্ অনুকরণ করে না। উহারা প্রযত্নদ্বারা নিবৃত্তমত দেখাইলেও উহাদের বহির্মুখতা থাকে।

ততঃ পরমাবশ্যতেন্দ্রিয়াণাম্ ॥ ৫৫ ॥

[ততঃ (প্রত্যাহার হইতে) ইন্দ্রিয়াণাম্ (ইন্দ্রিয়সকলের) পরমা (সর্বোৎকৃষ্ট) বশ্যতা (বশ্যতা) ভবতি (হয়)]

সূত্রার্থ—প্রত্যাহার হইতে ইন্দ্রিয়সকলের সর্বোৎকৃষ্ট বশ্যতা হয়।

ব্যাখ্যা—কেহ কেহ শব্দাদি-বিষয়ে অব্যসন অর্থাৎ রাগত্যাগকেই ইন্দ্রিয়জয় বলেন। কেহ বলেন—'শাস্ত্রের অবিরুদ্ধ বিষয়সেবনই ইন্দ্রিয়জয়'। কেহ বলেন—'ভোগের বশ না হইয়া স্বাধীনভাবে ভোগই ইন্দ্রিয়জয়'। অপরে বলেন—'রাগদ্বেষ-শূন্যভাবে শব্দাদি বিষয়ের যে জ্ঞান, উহাই ইন্দ্রিয়জয়'। কিন্তু জৈগীষব্য বলেন—'চিত্তের একাগ্রতাবশতঃ ইন্দ্রিয়গণের বিষয়সকলে যে অপ্রবৃত্তি, উহাই ইন্দ্রিয়জয়'। সেইজন্য চিত্তনিরোধে যে সকল ইন্দ্রিয়ের নিরোধ হয়, সেই প্রকার ইন্দ্রিয়জয়ই সর্বোৎকৃষ্ট—ইহাতে ইন্দ্রিয়জয়ের জন্য উপায়ান্তরের অপেক্ষা নাই।

বিভূতিপাদঃ

বিভূতিপাদের প্রধান বিষয়সমূহ—এই পাদের প্রথম দিকে অষ্টাঙ্গ-যোগের শেষ তিনটি অঙ্গ ধারণা, ধ্যান ও সমাধির কথা বলা হইয়াছে—এই তিনটিকে একত্র 'সংযম' বলে—ইহারা অষ্টাঙ্গযোগের অন্তরঙ্গ-সাধন—কিন্তু নির্বীজ নিরোধ-সমাধির ইহারা বহিরঙ্গ-সাধন। চিত্তের নিরোধ-পরিণাম, সমাধি-পরিণাম ও একাগ্রতা-পরিণামের স্বরূপ প্রদর্শন—উক্ত পরিণামত্রয়ের বর্ণনা দ্বারা ভূত ও ইন্দ্রিয়সকলের ধর্ম, লক্ষণ ও অবস্থা-পরিণাম ব্যাখ্যাত হইয়াছে, ইহা প্রদর্শন—ধর্ম, লক্ষণ ও অবস্থা-পরিণামের স্বরূপ—ধর্মীর স্বরূপ প্রদর্শন—বস্তুসকলের পরিণামিত্বের হেতু, ক্রমের বিভিন্নতা। বিভিন্ন তত্ত্বে সংযম অভ্যাস করিলে বিভিন্ন-প্রকার সিদ্ধি লাভ হয়, ইহা প্রদর্শন। পুরুষ ও বুদ্ধির অবিবেকবশতঃ উভয়ের একতাজ্ঞানই ভোগ—কিরূপে বুদ্ধি হইতে পৃথক্ পুরুষের জ্ঞান হয়, ইহা প্রদর্শন। পুরুষজ্ঞানে প্রাতিভ (দিব্য) শব্দ, গন্ধাদির জ্ঞান হয় ইহার এবং আরও কতিপয় সিদ্ধির বর্ণন—সমাধিজ সিদ্ধিসকল কৈবল্যমুক্তির বাধা-স্বরূপ, ইহা প্রতিপাদন। ক্ষণ ও উহার ক্রমে সংযম অভ্যাস করিলে বিবেকজ জ্ঞান উৎপন্ন হয় ইহা প্রদর্শন—সেই বিবেকজ জ্ঞান মোক্ষপ্রদ—উহা সর্ববিষয়ক, সর্বথা-বিষয়ক ও অক্রম। বুদ্ধি ও পুরুষের শুদ্ধিসাম্যে কৈবল্যসিদ্ধি হয়, ইহা দেখাইয়া এই পাদের সমাপ্তি।

দেশবন্ধশ্চিত্তস্য ধারণা ॥ ১ ॥

[চিত্তস্য দেশবন্ধঃ (চিত্তকে কোন দেশে ধরিয়া রাখা) ধারণা (ধারণা)]

সূত্রার্থ—চিত্তকে কোন বাহ্য বা আভ্যন্তর প্রদেশে ধরিয়া রাখাই 'ধারণা'।

ব্যাখ্যা—পূর্বে অষ্টাঙ্গযোগের যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম ও প্রত্যাহার এই পাঁচটি বহিরঙ্গের বিষয় উক্ত হইয়াছে। এক্ষণে ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই তিনটি অন্তরঙ্গের বিষয় বলা হইতেছে। প্রাণায়াম দ্বারা বায়ুকে বশ করিয়া এবং প্রত্যাহার দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে নিয়মিত করিয়া অন্য চিন্তা ত্যাগপূর্বক, চিত্তকে কোন শুভ আলম্বনে ধরিয়া রাখিতে হইবে। নাভীচক্র, হৃদয়-পুণ্ডরীক, ভ্রূমধ্য প্রভৃতি আভ্যন্তর প্রদেশে কিংবা বাহ্যদেশে কোন মূর্ত্তি প্রভৃতিতে বা সূর্য্য চন্দ্রাদিতে চিত্তধারণ করিতে হয়। শাস্ত্রে বহুপ্রকার ধারণার উপদেশ আছে। তান্ত্রিকগণ শরীরের মধ্যে ষট্‌চক্রে চিত্তধারণের অভ্যাস করেন। লয়যোগিগণ নাদানুসন্ধানে রত থাকিয়া চিত্তকে বিন্দুতে লয় করেন। ইত্যাদি

তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানম্ ॥ ২ ॥

[তত্র (সেই অবলম্বিত বিষয়ে) প্রত্যয়স্য (তন্নিষ্ঠ জ্ঞানের) একতানতা (সদৃশ যে একতান প্রবাহ) এব ধ্যানম্ (উহাই ধ্যান)]

সূত্রার্থ—ধারণার অবলম্বন-স্বরূপ বস্তুতে তন্নিষ্ঠ জ্ঞানের যে সদৃশ তৈলধারাবৎ অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ, উহাই ধ্যান।

ব্যাখ্যা—ধারণা গভীর হইলে ধ্যান হয়। যখন চিত্তে বিনা প্রযত্নে ধ্যেয়-বস্তুবিষয়ক প্রত্যয়ধারা অবিচ্ছিন্নভাবে চলিতে থাকিবে, বিজাতীয় প্রত্যয় উহার বাধা উৎপন্ন করিবে না, তখন উহাকে ধ্যান বলে। প্রথমে স্থূল মূর্ত্তি প্রভৃতির ধ্যান অভ্যাস করিয়া পরে সূক্ষ্ম ধ্যানের অভ্যাস করিতে হয়। আত্মধ্যান বা সাক্ষি-পরায়ণতা সর্বোৎকৃষ্ট ধ্যান।

তদেবার্থমাত্রনির্ভাসং স্বরূপশূন্যমিব সমাধিঃ ॥ ৩ ॥

[তদেব (সেই ধ্যানের অবলম্বন-স্বরূপ) অর্থমাত্রনির্ভাসং (বিষয়ের প্রতীতিমাত্র) স্বরূপশূন্যম্ ইব (ও ধ্যাতা জীবের নিজের স্বরূপ শূন্যের ন্যায় ভাব) সমাধিঃ (সমাধি)]

সূত্রার্থ—যখন সেই ধ্যানের অবলম্বনস্বরূপ বিষয়টি মাত্র প্রতীত হয়, ধ্যাতা জীবের স্বরূপ ধ্যেয় বস্তুতে ডুবিয়া গিয়া যেন স্বরূপ-শূন্যের ন্যায় হয়, তখন উহাকে সমাধি বলে।

ব্যাখ্যা—ধ্যান গভীর হইলে সমাধি হয়। ধারণাকালে কোন বস্তুর চিন্তাপ্রবাহ মধ্যে মধ্যে বিজাতীয় চিন্তাধারা বিচ্ছিন্ন হয়। কিন্তু ধ্যানকালে ঐ চিন্তাধারা বিজাতীয় প্রত্যয় দ্বারা বিচ্ছিন্ন না হইয়া তৈলধারাবৎ অবিচ্ছিন্নভাবে চলিতে থাকে। ধ্যানের পরিপকাবস্থায় একাগ্র সমাধির আবির্ভাব হয়। তখন ধ্যাতা ও ধ্যান যেন ধ্যেয়বস্তুর মধ্যে ডুবিয়া গিয়া ধ্যেয়াকারে প্রতীত হয়। এই সমাধিতে ধ্যাতা ও ধ্যান সূক্ষ্মভাবে থাকিলেও ইহাতে ধ্যেয় বস্তুর প্রাধান্য থাকে—ধ্যাতা ও ধ্যানকে লক্ষ্য করা যায় না। সেই সমাধি দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে উহাকে 'সম্প্রজ্ঞাত' যোগ বলে। পরে বিবেকখ্যাতি-পূর্বক 'অসম্প্রজ্ঞাত যোগের আবির্ভাব হয়, উহাতে ধ্যাতা' ধ্যান বা ধ্যেয়বস্তু কোনটির প্রতীতি থাকে না।

ত্রয়মেকত্র সংযমঃ ॥ ৪ ॥

[ত্রয়ম্ (ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই তিনটি) একত্র (এক বিষয়ে উত্তরোত্তর প্রবৃত্ত হইলে) সংযমঃ (সংযম) উচ্যতে (বলিয়া কথিত হয়)]

সূত্রার্থ—ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এক বিষয়ে উত্তরোত্তর প্রবৃত্ত হইলে উহাকে 'সংযম' বলে।

তজ্জয়াৎ প্রজ্ঞালোকঃ ॥ ৫ ॥

[তজ্জয়াৎ (অভ্যাস দ্বারা সেই সংযম স্থির হইলে) প্রজ্ঞালোকঃ ভবতি (সমাধিপ্রজ্ঞা নির্ম্মল হয়)]

সূত্রার্থ—সংযমে সিদ্ধি লাভ করিলে সমাধিপ্রজ্ঞা নির্মল হয়। (যে বস্তুতে এই সংযমের প্রয়োগ করা হয়, উহার স্বরূপ যোগীর নিকট অজ্ঞাত থাকে না)।

তস্য ভূমিষু বিনিয়োগঃ ॥ ৬ ॥

[তস্য (সেই সংযমের) ভূমিষু (প্রথমে পূর্ব পূর্ব ভূমি জয় করিয়া উত্তরোত্তর ভূমিতে) বিনিয়োগঃ (প্রয়োগ করা) কর্ত্তব্যঃ (কর্ত্তব্য)]

সূত্রার্থ—পূর্ব পূর্ব ভূমি জয়পূর্বক পর পর ভূমিতে সেই সংযমের প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

ব্যাখ্যা—যোগভূমিসকল পর পর উচ্চ ও সূক্ষ্ম। পূর্ব ভূমিকে জয় না করিয়া পরবর্ত্তী ভূমি অতিক্রম করা যায় না। ঐ প্রকারে ক্রমশঃ যোগভূমিসকল অতিক্রম না করিলে কিরূপে প্রজ্ঞালোক লাভ হইবে? ঈশ্বর-প্রসাদে যিনি উচ্চ ভূমি জয় করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে পরচিত্তাদি-জ্ঞানরূপ নিম্নভূমিতে সংযম করা যুক্ত নয়। এক ভূমির জয় হইলে পরবর্ত্তী ভূমির জ্ঞান যোগদ্বারাই হয়। যোগে অপ্রমত্ত ব্যক্তিরই যোগ সিদ্ধ হয়।

ত্রয়মন্তরঙ্গং পূর্ব্বেভ্যঃ ॥ ৭ ॥

[ত্রয়ং (ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই তিনটি) পূর্বেভ্যঃ (যম,

নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, ও প্রত্যাহার এই পূর্ব পাঁচটি হইতে) অন্তরঙ্গম্ (যোগের অন্তরঙ্গ সাধন)]

সূত্রার্থ—ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই তিনটি পূর্বোক্ত যম, নিয়মাদি পাঁচটি হইতে সম্প্রজ্ঞাত যোগের অন্তরঙ্গ সাধন।

ব্যাখ্যা—যমাদি পাঁচটি সাধন দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ ও চিত্তের মল দূর করে—ইহারা বহির্বিষয়ক বলিয়া বহিরঙ্গ। কিন্তু ধারণা, ধ্যান ও সমাধি কোন বস্তুতে প্রযুক্ত হইলে সেই বস্তুর সম্প্রজ্ঞান হয় বলিয়া ইহারা সম্প্রজ্ঞাত সমাধির অন্তরঙ্গ সাধন।

তদপি বহিরঙ্গং নির্বীজস্য ॥ ৮ ॥

[তদপি (সেই ধারণা, ধ্যান, সমাধিও) নির্বীজস্য (নির্বীজ অসংপ্রজ্ঞাত সমাধির) বহিরঙ্গম্ (বহিরঙ্গ)]

সূত্রার্থ—সেই ধারণা, ধ্যান, সমাধিও নির্বীজ অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির বহিরঙ্গ।

ব্যাখ্যা—সম্প্রজ্ঞাত যোগ স্থূল বা সূক্ষ্মবিষয়কে অবলম্বন করিয়া হইয়া থাকে। সুতরাং উহার অন্তরঙ্গ সাধন ধারণা, ধ্যান ও সমাধিতেও বিষয় থাকে। কিন্তু অসম্প্রজ্ঞাত যোগের অবলম্বন-স্বরূপ কোন স্থূল, সূক্ষ্ম বিষয় থাকে না। কারণ, ইহা চৈতন্য-স্বরূপ পুরুষের স্ব-স্বরূপে অবস্থান-মাত্র। সুতরাং ইহার সহিত ধারণা ও ধ্যানাদির সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই। তথাপি উহারা পরম্পরারূপে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির কারণ। যেহেতু, ধারণা, ধ্যান ও সমাধিদ্বারা সম্প্রজ্ঞাত যোগ লাভ হইলে উহারই ফলে বিবেকখ্যাতি-পূর্বক অসম্প্রজ্ঞাত যোগের আবির্ভাব হয়। সেইজন্য ধারণা, ধ্যান ও সমাধিকে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির বহিরঙ্গ সাধন বলা যায়

ব্যুত্থাননিরোধসংস্কারয়োরভিভবপ্রাদুর্ভাবৌ নিরোধক্ষণচিত্তান্বয়ো নিরোধ-পরিণামঃ ॥ ৯ ॥

[ব্যুত্থান-সংস্কারস্য (ব্যুত্থান-সংস্কারের) অভিভবঃ (অনুদয়) তথা (এইরূপ) নিরোধ-সংস্কারস্য (নিরোধ-সংস্কারের) প্রাদুর্ভাবঃ (প্রাদুর্ভাব) যদা ভবতি তদা (যখন হয়, তখন) নিরোধক্ষণচিত্তস্য যঃ অন্বয়ঃ (নিরোধক্ষণে চিত্তের যে অন্বয়) সঃ নিরোধ-পরিণামঃ (উহাই চিত্তের নিরোধ-পরিণাম)]

সূত্রার্থ—ব্যুত্থান-সংস্কারের অভিভব এবং নিরোধ-সংস্কারের প্রাদুর্ভাব হইলে নিরোধক্ষণে চিত্তের যে অন্বয় (সম্বন্ধ) উহাই চিত্তের নিরোধ পরিণাম অর্থাৎ চিত্তসংস্কারসকল নিরুদ্ধ হইলে সেই নিরোধ-ভাবাপন্ন চিত্তই, চিত্তের নিরোধ-পরিণাম।

ব্যাখ্যা—চিত্ত ত্রিগুণাত্মক বলিয়া সর্বদা পরিণামশীল অর্থাৎ উহা সর্বদা এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়। ব্যুত্থান যেমন চিত্তের এক প্রকার পরিণাম, নিরোধও সেইরূপ অন্যপ্রকার পরিণাম। ব্যুত্থান ও নিরোধ উভয়েই চিত্তরূপ ধর্মীর দুইটি পরস্পর-বিরোধী পৃথক্ ধর্ম। ব্যুত্থান ও নিরোধের সংস্কারসকল চিত্তেই অবস্থান করে। ব্যুত্থান সংস্কারসকল চিত্তধর্ম হইলেও উহারা প্রত্যয়রূপ নয়। সংস্কারসকল চিত্তে সূক্ষ্ম বীজভাবে অবস্থান করে, উহারাই প্রত্যয়রূপে ফুটিয়া উঠে এবং অপেক্ষাকৃত স্থূলভাব প্রাপ্ত হয়। যেমন বৃক্ষের ডালপালা কাটিয়া দিলেও বৃক্ষের মূলোচ্ছেদ হয় না, এইরূপ প্রত্যয় সকলের নিরোধ হইলেও সংস্কার-সকলের উচ্ছেদ হয় না। বিরোধী নিরোধ সংস্কারই ব্যুত্থান-সংস্কারের উচ্ছেদক। চিত্তে যেমন যেমন নিরোধ-সংস্কার বাড়িতে থাকে, তেমনি তেমনি

ব্যুত্থান-সংস্কার দুর্বল হয়। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, এই নিরোধ সংস্কারও পরিণামী—কারণ ইহারও দুর্বলতা এবং প্রবলতা আছে। বিবেকখ্যাতির পর পরবৈরাগ্যের উদয় হইলে চিত্তস্থ ব্যুত্থান-সংস্কার সকল অভিভূত হইতে থাকে এবং নিরোধ-সংস্কারসকলের প্রাদুর্ভাব হয়। চিত্তের নিরোধক্ষণে ব্যুত্থান-সংস্কারসকল অভিভূত থাকিলেও উহারা একবারে চলিয়া যায় না। যদিও ধর্মিরূপ চিত্ত ব্যুত্থান ও নিরোধ-সংস্কার উভয়েই অন্বিত (অনুস্যূত) থাকে, (কারণ ধর্মী উহার ধর্মসকলে অনুস্যূত থাকিবেই) তথাপি নিরোধ-সংস্কারের প্রাবল্যবশতঃ চিত্তের ঐ অবস্থাকে নিরোধাত্মকরূপে প্রতীতি হয় এবং উহাকে চিত্তের নিরোধ-পরিণাম বলা হয়। গুণবৃত্তিসকল নিয়ত পরিণামশীল বলিয়া যদিও চিত্ত একবারে নিশ্চল হইতে পারে না, তথাপি চিত্তের ঐ প্রকার পরিণামকে চিত্তস্থৈর্য্য বলা হয়। যত যত নিরোধ সংস্কারের প্রাবল্য ঘটে, ব্যুত্থান-সংস্কারসকল ততই নির্বীর্য্য হইয়া পড়ে এবং শেষে উহারা উঠিতেই পারে না। ইহাই নির্বীজ অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি। তখন চিত্তের কার্য্য সমাপ্ত হয় এবং উহা স্বকারণে লীন হয় এবং পুরুষও আপনার কৈবল্য-স্বরূপে স্থিত হন।

তস্য প্রশান্তবাহিতা সংস্কারাৎ ॥ ১০ ॥

[সংস্কারাৎ (সেই নিরোধের সংস্কার হইতে) তস্য চিত্তস্য (সেই নিরুদ্ধ চিত্তের) প্রশান্তবাহিতা (প্রশান্তবাহিতা) ভবতি (হয়)]

সূত্রার্থ—নিরোধের সেই সংস্কার হইতে সেই নিরুদ্ধ চিত্তের প্রশান্ত-প্রবাহ চলিতে থাকে।

ব্যাখ্যা—নিরোধ-সংস্কারের অভ্যাসের পটুতাহেতু চিত্তের প্রশান্ত-বাহিতা হয়, অর্থাৎ চিত্তে প্রত্যয়সকলের উদয় না হইয়া নিরোধ-

সংস্কারের প্রবাহই প্রশান্তভাবে বহিতে থাকে। সেই সংস্কারের মন্দতা থাকিলে ব্যুত্থান-সংস্কারদ্বারা নিরোধ-সংস্কার অভিভূত হইয়া পড়ে। নিরোধ পরিণাম বর্ণনা করিয়া পরবর্ত্তী সূত্রে সমাধি পরিণামের কথা বলা হইতেছে।

সর্ব্বার্থতৈকাগ্রতয়োঃ ক্ষয়োদয়ৌ চিত্তস্য সমাধিপরিণামঃ ॥ ১১ ॥

[চিত্তস্য (চিত্তের) সর্বার্থতায়াঃ (নানা বিষয়-গ্রহণরূপ বৃত্তির) ক্ষয়ঃ (ক্ষয়) একাগ্রতায়াঃ (একাগ্রতারূপ ধর্মের) উদয়ঃ (আবির্ভাব) এব সমাধি-পরিণামঃ (উহাই চিত্তের সমাধি-পরিণাম)]

সূত্রার্থ—চিত্তের নানাপ্রকার-বিষয় গ্রহণবৃত্তির ক্ষয় এবং একাগ্রতা বৃত্তির উদয়কেই চিত্তের সমাধি-পরিণাম বলে।

ব্যাখ্যা—সর্বার্থতা = চিত্তের নানা বিষয়ে ধাবমানতা। একাগ্রতা = একবিষয়ে চিত্তের স্থিতি। সর্বার্থতা ও একাগ্রতা উভয়ই চিত্তধর্ম। চিত্তরূপ ধর্মী উভয়ে অনুগত থাকে। চিত্তের সর্বার্থতার ক্ষয় এবং একাগ্রতার উদয়ই চিত্তের সমাধি-পরিণাম।

শান্তোদিতৌ তুল্যপ্রত্যয়ৌ চিত্তস্যৈকাগ্রতা-পরিণামঃ ॥ ১২ ॥

[শান্তোদিতৌ (অতীত এবং বর্ত্তমান) প্রত্যয়ৌ (প্রত্যয় দুইটি) তুল্যৌ সন্তৌ (তুল্য হইলে) চিত্তস্য (চিত্তের) একাগ্রতাপরিণামঃ (একাগ্রতা পরিণাম) ভবতি (হয়)]

সূত্রার্থ—অতীত প্রত্যয় এবং বর্ত্তমান প্রত্যয় তুল্য (সমান) হইলে উহাকে চিত্তের একাগ্রতা-পরিণাম বলে।

ব্যাখ্যা—কোন বস্তু-বিষয়ক প্রত্যয় অতীত হইলে বর্ত্তমান প্রত্যয়টিও যদি তদনুরূপ হয় এবং বর্ত্তমান প্রত্যয়টি অতীত হইলে পরের প্রত্যয়টিও যদি তদনুরূপ হয়, তবে এইরূপ তুল্যজাতীয় প্রত্যয়ধারাকে চিত্তের একাগ্রতা-পরিণাম বলে। একাগ্রতা গভীর হইলে উহাই সমাধি। চিত্তরূপ ধর্মী ঐ শান্ত (অতীত) ও উদিত (বর্ত্তমান) এই উভয় প্রকার চিত্তধর্মে অন্বিত থাকে।

এতেন ভূতেন্দ্রিয়েষু ধর্মলক্ষণাবস্থা-পরিণামা ব্যাখ্যাতাঃ ॥ ১৩ ॥

[এতেন (পূর্বোক্ত ত্রিবিধ চিত্ত-পরিণাম দ্বারা) ভূতেন্দ্রিয়েষু (স্থূল, সূক্ষ্ম ভূত এবং ইন্দ্রিয়সকলে) ধর্মলক্ষণাবস্থাপরিণামাঃ (ধর্ম পরিণাম, লক্ষণপরিণাম ও অবস্থা-পরিণাম) ব্যাখ্যাতাঃ (ব্যাখ্যাত হইল)]

সূত্রার্থ—পূর্বোক্ত ত্রিবিধ চিত্তপরিণাম দ্বারা (নিরোধপরিণাম, সমাধিপরিণাম ও একাগ্রপরিণাম দ্বারা) স্থূল, সূক্ষ্ম ভূত এবং ইন্দ্রিয়-সকলের ধর্ম-পরিণাম, লক্ষণ-পরিণাম ও অবস্থা-পরিণাম ব্যাখ্যাত হইল।

ব্যাখ্যা—বস্তু-সকলের ধর্ম-পরিণাম, লক্ষণ-পরিণাম ও অবস্থা-পরিণাম দ্বারা আমরা উহাদের ভেদ বুঝি। নিম্নে আমরা ঐ ত্রিবিধ পরিণামের ভেদ প্রদর্শন করিতেছি। ৯-১২ সূত্রে চিত্তের নিরোধ-পরিণাম, সমাধি-পরিণাম ও একাগ্র-পরিণামের কথা বলা হইয়াছে। চিত্তের ঐ এক এক পরিণামের আবার ধর্ম-পরিণাম, লক্ষণ-পরিণাম ও অবস্থা-পরিণাম এই ত্রিবিধ ভেদ করা হয়। যে প্রকার চিত্ত-পরিণামের ঐ ত্রিবিধ ভেদ আছে, এইরূপ সকল বাহ্য-

বস্তুরও ধর্মপরিণামাদি ত্রিবিধ ভেদ আছে। ইহাদের মধ্যে ধর্ম পরিণামই বাস্তব—লক্ষণ ও অবস্থা-পরিণাম ব্যবহারজন্য কল্পিত। (১) ধর্ম-পরিণাম—কোন বস্তুর এক ধর্মের লয় হইয়া অন্য ধর্মের যে উদয়, উহা ঐ বস্তুর ধর্মপরিণাম। যেমন চিত্তরূপ ধর্মীর ব্যুত্থান ও নিরোধ উভয়ই ধর্ম। যখন ব্যুত্থান-সংস্কার অভিভূত হইয়া নিরোধ-সংস্কার প্রাদুর্ভূত হয়, তখন উহাকে চিত্তের ধর্ম-পরিণাম বলে। এইরূপ বাহ্য বিষয়ে মৃত্তিকারূপ ধর্মীর পিণ্ডভাব একটি ধর্ম। ঐ পিণ্ডত্ব-ধর্মের লয় হইয়া যখন ঘটত্ব-ধর্মের আবির্ভাব হয়, তখন উহা মৃত্তিকারূপ ধর্মীর ধর্ম-পরিণাম। ধর্ম-পরিণাম সকল উহাদের ধর্মীকে অতিক্রম করিতে পারে না, অর্থাৎ পিণ্ড, ঘটাদি মৃত্তিকাকে এবং ব্যুত্থান, নিরোধাদি চিত্তধর্মসকল চিত্তকে অতিক্রম করিতে পারে না। ধর্মসকলের ভেদদ্বারা ধর্মীর পরিণাম অনুভূত হয়

(২) লক্ষণ-পরিণাম—লক্ষণ বলিতে অনাগত (ভবিষ্যৎ), বর্ত্তমান ও অতীত এই তিন কালকে বুঝায়। কোন বস্তুর কালভেদে যে ভিন্নতার বোধ হয়, উহা ঐ বস্তুর লক্ষণ-পরিণাম। যেমন বর্ত্তমান কালে চিত্তের যে নিরুদ্ধ অবস্থা, উহা এখন পরিস্ফুট হইলেও পূর্বে উহা ব্যুত্থান-সংস্কার দ্বারা অভিভূত হইয়া অস্ফুটভাবে ছিল এবং ভবিষ্যতেও ব্যুত্থান-সংস্কারের প্রাদুর্ভাবে চিত্তে উহা অস্ফুটভাবে থাকিবে, ইহা অনুমান করা যায়। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান ইহা-দিগকে পরস্পর বিযুক্তভাবে দেখান যায় না। সুতরাং ভূত, ভবি-ষ্যৎ ও বর্ত্তমান তিনকালেই নিরোধ-সংস্কারের অস্তিত্ব স্বীকার্য্য। উহা স্বীকার না করিলে অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি স্বীকার করিতে হয়। এইরূপ বর্ত্তমান ঘটাদি বস্তুর একবারে নাশ হয় না। কেবল বর্ত্তমানে ঘটাদি বস্তু স্ফুট ও ব্যবহারযোগ্য। অতীত

ও অনাগত অবস্থায় ঘটাদি বস্তু উহাদের কারণ মৃত্তিকাতে অব্যক্ত-ভাবে থাকে, কিন্তু উহাদের অর্থকারিত্ব থাকে না। যাহা হউক, কোন বস্তুর বর্ত্তমান, অনাগত ও অতীতভাবের দিকে লক্ষ্য করিয়া আমরা যে ঐ বস্তুর পার্থক্য বুঝি, উহাই ঐ বস্তুর লক্ষণ-পরিণাম। লক্ষণসকলের ভেদ দ্বারা (বর্ত্তমান, অনাগত ও অতীত কালে দৃষ্টি করিয়া) ধর্মের পরিণাম কল্পিত হয়। যে ধর্মের লক্ষণ-পরিণাম কল্পিত হয়, লক্ষণ-পরিণামসকল সেই ধর্মকে অতিক্রম করিতে পারে না।

(৩) অবস্থা-পরিণাম—চিত্তের নিরোধক্ষণে নিরোধ-সংস্কারসকল বলবান্ হয় এবং ব্যুত্থান-সংস্কারসকল দুর্বল হয়, অর্থাৎ যখন নিরোধ-সমাধি বর্ত্তমান থাকে, তখন নিরোধ-সংস্কারের প্রবলতা ও ব্যুত্থান-সংস্কারের দুর্বলতারূপ তারতম্যাবস্থা হইয়া থাকে—ইহাই অবস্থা-পরিণাম। এইরূপ ঘট প্রতিক্ষণ নবত্ব ও পুরাতনত্ব অনুভব করতঃ অবস্থা-পরিণাম প্রাপ্ত হয়। 'এই গৃহ নূতন, এই গৃহ পুরাতন'—এস্থলে একই বর্ত্তমান লক্ষণকে গৃহের নূতন ও পুরাতন অবস্থার দিকে দৃষ্টি করিয়া নূতন ও পুরাতন এই ভেদ করা হইল। এখানে ধর্ম-পরিণাম বা লক্ষণ-পরিণামের দিকে দৃষ্টি না দিয়া কেবল অবস্থার দিকে দৃষ্টি করিয়া ঐ ভেদ করা হয়। অবস্থাসকলের ভেদ দ্বারা লক্ষণ-পরিণাম কল্পিত হয়।

এক ধর্ম-পরিণামই বাস্তব, অপর দুইটি পরিণাম ব্যবহারজন্য কল্পিত, ইহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। বস্তুতঃ এক ধর্ম-পরিণামকেই তিন ভাগ করিয়া দেখান হইয়াছে। কিন্তু ঐ ত্রিবিধ পরিণামই ধর্মীর স্বরূপ অতিক্রম করিয়া থাকিতে পারে না। সুতরাং ঐ ত্রিবিধ পরিণামই এক ধর্ম-পরিণামের অন্তর্গত। এক দ্রব্যের পূর্ব ধর্মের নিবৃত্তি হইয়া অন্য ধর্মের যে উৎপত্তি, উহাকেই ঐ দ্রব্যের

পরিণাম বলে। অব্যক্ত প্রকৃতিই মূল ধর্মী। তিন গুণের বৈষম্যহেতু জগতে অসংখ্য ধর্মের (বস্তুর) উৎপত্তি। ধর্মসকল ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিকে অতিক্রম করিতে পারে না, অর্থাৎ উহাদের সকলের মধ্যেই সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণ থাকিবেই। দেশ ও কালের আবর্ত্তনে পড়িয়া ধর্মী ও ধর্ম এই ভাগ করা হয়। দেশ ও কালের ধারণাত্যাগে ধর্মসকল ধর্মীর স্বরূপতা প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ অব্যক্তা প্রকৃতিতে লীন হয়।

যদিও ধর্মীর অতিরিক্ত কোন ধর্ম নাই এবং গুণীর অতিরিক্ত কোন গুণ নাই বলিয়া ধর্মী বা গুণী হইতে ধর্ম বা গুণ স্বরূপতঃ পৃথক্ বস্তু নয়, তথাপি ব্যবহার নিষ্পত্তির জন্য উহাদের ভেদও স্বীকার করা হয়। সেইজন্য এই শাস্ত্রে ধর্মী ও ধর্মের এবং গুণী ও গুণের ভেদাভেদ-সম্বন্ধই স্বীকৃত হয়। এই ধর্মিধর্মভাবের বা গুণগুণিভাবের কোন বাঁধাধরা নিয়ম নাই। যাহা এককালে কোন বস্তুর ধর্ম বলিয়া স্বীকৃত, তাহাই অন্যকালে অন্য বস্তুসকলের ধর্মী হইতে পারে। গুণ-গুণীর বেলায়ও ঐ রূপ। যেমন প্রকৃতির তুলনায় মৃত্তিকা, জল, তেজ প্রভৃতি উহার ধর্ম এবং প্রকৃতি ধর্মী। কিন্তু পিণ্ড, ঘট প্রভৃতির তুলনায় মৃত্তিকা ধর্মী, পিণ্ড, ঘটাদি ধর্ম। ধর্মী এক—ধর্ম বহু। একধর্মী বহু ধর্মে অনুগত থাকে। যেমন মৃত্তিকারূপ ধর্মী পিণ্ড, ঘট, মৃৎচূর্ণ প্রভৃতি বহু ধর্মে অনুস্যূত থাকে। আবার প্রকৃতিরূপা ধর্মী মৃত্তিকা, জল, তেজ প্রভৃতি বহু ধর্মে অনুগত থাকে। ব্যবহারের সুবিধার জন্যই এই ধর্মিধর্মভাবের বা গুণিগুণভাবের কল্পনা করা হয়।

শান্তোদিতাব্যপদেশ্য-ধর্মানুপাতী ধর্মী ॥১৪॥

[শান্তাঃ (অতীত ধর্মসকল) উদিতাঃ (বর্ত্তমান ধর্মসকল)

অব্যপদেশ্যাঃ (অনাগত শক্তিরূপে স্থিত ধর্মসকল) ধর্মানুপাতী=তান্ অনুগন্তং শীলং যস্য (সেইসকলে অনুগত থাকাই যাহার স্বভাব) সঃ ধর্মী (উহাই ধর্মী)]

সূত্রার্থ—অতীত, বর্ত্তমান ও অনাগত ধর্মসকলে অনুগত থাকাই যাহার স্বভাব, উহাই ধর্মী।

ব্যাখ্যা—শান্ত=যে ধর্ম স্ব-ব্যাপার নিষ্পন্ন করিয়া অতীত অধ্বায় (কালে) প্রবেশ করিয়াছে। উদিত—যে ধর্ম অনাগত অধ্বা ত্যাগ করিয়া বর্ত্তমানে স্ব-ব্যাপার নিষ্পন্ন করিতেছে। অব্যপদেশ্য=যে ধর্ম শক্তি বা বীজরূপে স্থিত এবং অতিশয় সূক্ষ্মতাহেতু, যাহা বাক্য দ্বারা নির্দেশের অযোগ্য। শান্ত, উদিত ও অব্যপদেশ্য ধর্ম সকলে যে বস্তু অনুগত বা অনুস্যুত থাকে, উহাই ঐ ধর্মসকলের ধর্মী। ধর্মীর রূপ সামান্য অর্থাৎ ধর্মসকলে সমানভাবে স্থিত—ধর্মসকলের নিজ নিজ বিশেষ রূপ থাকে। শক্তিকে অব্যপদেশ্য বলায় ইহাও বুঝিতে হইবে যে—কার্য্যকারণ শৃঙ্খলা ধরিয়া শক্তির স্বরূপ নির্ণয় করা যায় না। কারণ, শক্তিই কার্য্য-কারণ শৃঙ্খলার জননী। সন্তান যেমন মাতার জন্ম দেখিতে পায় না, এইরূপ দেশ কালদ্বারা বদ্ধ মানুষের বুদ্ধি শক্তির মূল স্বরূপ খুঁজিয়া পায় না। সেইজন্য বৈজ্ঞানিকগণ উহাকে (missing link) বলিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন। যোগীর অলৌকিক শক্তিসকল কার্য্য-কারণ শৃঙ্খলার অনুবর্তন করে না।

ক্রমান্যত্বং পরিণামান্যত্বে হেতুঃ ॥১৫॥

[ক্রমান্যত্বং (বস্তু সকলের প্রতিক্ষণে যে অন্যথাভাব, উহাই ক্রম, সেই ক্রমের যে অন্যত্ব বা ভিন্নতা) পরিণামান্যত্বে (পরিণাম ভিন্নতার) হেতুঃ (কারণ)]

সূত্রার্থ—ক্রমের ভিন্নতাই পরিণামের ভিন্নতার হেতু।

ব্যাখ্যা—এক পরিণামের পরবর্ত্তী পরিণামকে উহার ক্রম বলে। এক মৃত্তিকার চূর্ণমৃৎ, পিণ্ডমৃৎ, ঘটমৃৎ, কণমৃৎ প্রভৃতি ক্রম দেখা যায়। একই ধর্মীতে একধর্মের লয় হইয়া পরবর্ত্তী ধর্মের উদয় হয়। পরবর্ত্তী ধর্মটি পূর্ববর্ত্তী ধর্মের ক্রম। যেমন মৃত্তিকারূপ ধর্মীতে পিণ্ডরূপ ধর্মের লয় হইয়া ঘটধর্মের উৎপত্তি হয়। এস্থলে ঘটধর্মটি, পিণ্ড ধর্মের ক্রম। আবার ঘটধর্মের লয় হইয়া উহার চূর্ণতাপ্রাপ্তি অপর একটি ক্রম। জগতের প্রত্যেক বস্তুই এই ক্রমধারায় পরিবর্ত্তিত হইতেছে—ইহাই ধর্মীর ধর্ম-পরিণাম। ঘটের অনাগত ভাব ত্যাগপূর্বক বর্ত্তমান ভাবগ্রহণ—ইহা ধর্মের লক্ষণ-পরিণাম। ঘটের বর্ত্তমানভাব ত্যাগপূর্বক যে অতীতাবস্থায় গমন, ইহাও লক্ষণ-পরিণাম। অতীতের আর ক্রম নাই। কারণ পূর্ব, পরতা থাকিলে তবেই ক্রম থাকে, অতীতের উহা নাই। সুতরাং অনাগত ও বর্ত্তমানেরই লক্ষণক্রম আছে। নূতন ঘটের শেষ অবস্থায় পুরাণতা দেখা যায়। সেই পুরাণতা ক্ষণ-পরম্পরারূপে অভিব্যক্ত হইয়া শেষে চরমাবস্থা প্রাপ্ত হয়। একই কালে দুইটি বস্তুর মধ্যে একটির নূতন অবস্থা ও অপরটির পুরাতন অবস্থা দৃষ্ট হয়—ইহারা অবস্থা-পরিণাম। অবস্থা-পরিণামেও ধর্ম পরিণাম ও লক্ষণ-পরিণাম থাকে, কিন্তু আমরা ঐ স্থলে ঐ দুইটিকে লক্ষ্য না করিয়া বস্তুর অবস্থার দিকেই লক্ষ্য করি।

ক্রমসকল ধর্মিধর্মভেদরূপেই উপলব্ধ হয়। ধর্মের সূক্ষ্মতা অপেক্ষায় কোন স্থলে ধর্ম ও ধর্মী হয়। যেমন ঘট, কলসাদির অপেক্ষায় মৃত্তিকা ধর্মী—ঘট, কলসাদি ধর্ম। আবার সেই ঘটের স্থূলোদরত্ব, কম্বুগ্রীবত্ব, কঠিনত্ব প্রভৃতির তুলনায় ঘট ধর্মী—স্থূলোদরত্বাদি ধর্ম। ধর্মসকল মূলা প্রকৃতিতে লয় হইলে এই ধর্ম ধর্মী

ভাবের অন্ত হয়। চিত্তের ধর্ম দুইপ্রকার—(১) পরিদৃষ্ট ও (২) অপরিদৃষ্ট। যে সকল ধর্ম প্রত্যয়াত্মক উহারা পরিদৃষ্ট, যেহেতু উহাদিগকে জানিতে পারা যায়। যে সকল চিত্তধর্ম বস্তুমাত্রাত্মক (যাহাদের প্রত্যয় চিত্তে উদিত হয় না) উহারা অপরিদৃষ্ট। পরোক্ষ ঐ সকল চিত্তধর্মকে অনুমান দ্বারাই জানিতে হয়।

পরোক্ষ সেই চিত্তধর্মসকল এইরূপ :—

(১) নিরোধ—ইহা সংস্কারশেষরূপ কার্য্য-লিঙ্গক অনুমান হইতে এবং যোগশাস্ত্র হইতে জানা যায়। (২) ধর্মাধর্ম—পাপপুণ্য—সুখদুঃখরূপ কার্য্য দেখিয়া ইহার অনুমান হয় অথবা ইহা শাস্ত্র-প্রমাণগম্য। (৩) সংস্কার—স্মৃতিরূপ কার্য্য হইতে ইহার অনুমান হয়। (৪) পরিণাম—চিত্ত ত্রিগুণাত্মক এবং গুণসকল চল-স্বভাব বলিয়া চিত্তের প্রতিক্ষণ পরিণাম হয়। যে ক্রমে চিত্ত পরিণাম প্রাপ্ত হইতেছে, উহাও লক্ষ্য করা যায় না—অনুমান দ্বারাই উহা জানা যায়। (৫) জীবন—ইহা প্রাণ-স্পন্দন দ্বারা অনুমেয় (৬) চেষ্টা—ইহা চিত্তস্থিত ক্রিয়া। ইন্দ্রিয়-সকলের প্রবৃত্তি ও গাত্র-কম্পনাদি দ্বারা ইহা অনুমেয়। (৭) শক্তি—ব্যক্ত ক্রিয়ার সূক্ষ্মাবস্থা। স্থূল রাগাদির অনুভব হইতে সূক্ষ্ম রাগাদি শক্তির অনুমান হয়।

আমরা জগতের যে দিকেই দৃষ্টিপাত করি না কেন, সেই দিকেই বস্তুসকলের পরিণাম বা পরিবর্তন লক্ষ্য করি। বীজ অঙ্কুর হইল, অঙ্কুর বৃক্ষ হইল, বৃক্ষ আবার নাশ প্রাপ্ত হইয়া বীজের মধ্যে থাকিয়া গেল। আবার অঙ্কুর, আবার বৃক্ষ, এইরূপ চক্রাকার গতি চলিতে লাগিল। কোন শক্তিরই নাশ হয় না। কোন বস্তু কারণে লয় হইলে আমরা উহাকে উহার নাশ বলি এবং কারণ হইতে পুনরাবির্ভাবকে উৎপত্তি বলি। অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি হয়

না, সুতরাং কোন বস্তুর একবারে নাশ নাই। এইরূপ মানবদেহ কোন অব্যক্ত বীজাবস্থা হইতে উৎপন্ন হইয়া শিশু নাম ধারণ করিল, দিন দিন বর্দ্ধিত হইয়া উহা যুবা হইল, শেষে বার্দ্ধক্যের আগমনে দেহের দিন দিন ক্ষয় হইতে লাগিল; পরিশেষে উহা নাশ (অদর্শন) প্রাপ্ত হইল। "পুনরপি জননং পুনরপি মরণম্" (শ্রীশঙ্করাচার্য্য) 'আবার জন্ম, আবার মৃত্যু' এইরূপ চক্রাকার গতি আবর্ত্তিত হইতে লাগিল। বাল্যকালের শিশুকে বার্দ্ধক্যে দেখিয়া অথবা নূতন উৎপন্ন বৃক্ষকে বহুকাল পরে বর্দ্ধিত অবস্থায় দেখিয়া আর চিনিবার উপায় নাই। দীর্ঘকাল পরে এই যে বস্তুসকলের অত্যন্ত ভিন্নতা উহা একদিনে হয় নাই—উহা প্রতিদিন এমন কি প্রতিক্ষণে অল্প অল্প করিয়া হইয়াছে, ইহা একটু বিচার করিলেই বুঝা যায়। সুতরাং সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখিলে জাগতিক বস্তুসকল প্রতি-ক্ষণেই নিয়ত পরিণাম প্রাপ্ত হইতেছে এবং ক্রমধারাও নিয়ত চলিয়াছে। কতকগুলি বালক এক 'লাইনে' দাঁড়াইয়া আছে এবং পর পর একে একে আমার নিকট আসিতেছে। এই যে পর পর আমার নিকট নূতন নূতন মূর্ত্তির আবির্ভাব, ইহাই উহাদের ক্রমধারা। এস্থলে বালকগুলি ক্রমশঃ আমার নিকট আসিতেছে।

সত্ত্বাদি তিন গুণ নিয়ত পরিণামশীল বলিয়া উহাদের অঙ্গাঙ্গি-ভাবে মিলনে উৎপন্ন জগতের প্রত্যেক বস্তুই সর্বদা পরিবর্ত্তনশীল। ধর্মাদিলক্ষণ পূর্বোক্ত ত্রিবিধ পরিণামও ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিরই পরিণামের অন্তর্গত।

[বস্তুসকলের পরিণামে কালের প্রভাবও লক্ষ্যণীয়। এই কালশক্তি বস্তুসকলের পরিবর্ত্তনের একটি মূলীভূত কারণ। কালই ক্রমের উৎপাদক এবং ক্রম দ্বারা বস্তুসকলের পরিণাম হয়। সংসাররূপ রঙ্গমঞ্চে কাল নৃত্যশিক্ষক। কাল যাহাকে যে সময়ে,

যেরূপে নাচাইবেন, তাহাকে সেই সময়ে সেইরূপই নাচিতে হইবে। আবার সংসারের খেলাসাজে উহাকে কালের নির্দেশেই এই রঙ্গ-মঞ্চ হইতে বিনা প্রতিবাদে চলিয়া যাইতে হইবে। কাল সকলের নিয়ামক বলিয়া কালের নাম যম। কাল স্বয়ং অমূর্ত্ত হইয়াও নানামূর্ত্তি ধারণ করেন। কালই সূর্য্যচন্দ্রাদি গ্রহরূপে আবির্ভূত হন, কালই মাতা, কালই পিতা, কালই মহাপ্রলয়ের অগ্নিরূপে জগতের ভক্ষক, কালই সব এবং কাল-প্রভাবেই সকলের পরিবর্ত্তন। কালই সূর্য্যমূর্ত্তি ধারণ করিয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ আদিত্যরূপে সকলের আয়ুঃ গ্রহণ করিয়া চলিয়া যান। অমূর্ত্ত কালই গ্রহগণের গতি ও বস্তুসকলের পরিবর্ত্তন দ্বারা বৎসর, অয়ন, ঋতু, মাস, পক্ষ, দিন, ঘটিকা, ক্ষণ প্রভৃতি মূর্ত্তি ধারণ করেন। কাল সূর্য্য-সোমাত্মক বা অগ্নীষোমাত্মক হইয়া জগতের সৃজন, পালন ও লয় করিতেছেন। কাল সূর্য্যরূপে তাপ প্রদান করিতেছেন এবং সেই তাপপ্রভাবে বস্তুসকলের অণুপরমাণুসকল সংহতভাব ত্যাগ করিয়া বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়িতেছে এবং উহাদের পরিণাম বা পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হইতেছে। চন্দ্র রস-স্বরূপ। চন্দ্র রস দ্বারা বস্তুসকলের অণুপরমাণুকে সংহত রাখেন। সূর্য্য = অগ্নি = ভোক্তা। চন্দ্র = সোম = অন্ন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি জগৎ সূর্য্য-সোমাত্মক। সোমের প্রাধান্যে সৃষ্টি—সেইজন্য দেহ, বৃক্ষাদি সৃষ্ট বস্তুসকল প্রথমে কোমল বা সৌম্য থাকে। সূর্য্য ও সোমের সাম্যে স্থিতি। সূর্য্যতাপে চন্দ্রের রসভাগ পরিপক্ব হইয়া স্থিতিভাব বা দৃঢ়তা লাভ করে—ইহা বস্তুসকলের মধ্যভাগ। পরিশেষে সূর্য্যের প্রাধান্যে বস্তুর ক্ষয় আসিতে থাকে—শেষে নাশ। এই সৃষ্টি-রহস্য ভেদ করা মানুষের পক্ষে সাধ্যাতীত, কারণ মানুষ প্রকৃতির অধীন। সেইজন্য এই শাস্ত্রের লক্ষ্যবস্তু চেতন পুরুষ—প্রকৃতি লক্ষ্য বস্তু নয়। গুণসকলের পরিণামক্রমেও তাৎপর্য্য নাই,

ঐ ক্রমের সমাপ্তিতেই তাৎপর্য্য। পুরুষতত্ত্ব সাক্ষাৎ হইলে জীবের নিকট প্রকৃতির সকল প্রকার নৃত্যই থামিতে থাকে, এবং জীব অচিরে স্বীয় নির্গুণ স্বরূপে প্রতিষ্ঠ হন]।

পরিণামত্রয়সংযমাদতীতানাগত-জ্ঞানম্ ॥ ১৬ ॥

[পরিণামত্রয়সংযমাৎ (পরিণামত্রয়ে সংযম করিলে) অতীত+অনাগত-জ্ঞানম্ (অতীত ও অনাগতের জ্ঞান হয়)]

সূত্রার্থ—পূর্বোক্ত ধর্ম পরিণাম, লক্ষণ-পরিণাম ও অবস্থা-পরিণাম এই তিনটিতে সংযম করিলে অতীত ও অনাগত বিষয়ের জ্ঞান হয়।

ব্যাখ্যা—কোন বস্তুর অবস্থা-পরিণামের বিষয় বিচার করিলে উহার লক্ষণ-পরিণামে পৌঁছান যায়। যেমন কোন গৃহের জীর্ণাবস্থা দেখিয়া উহার বিষয় চিন্তা করিলে ঐ গৃহের উপর কালের প্রভাব এবং অতীত কালে এ গৃহের নূতনাবস্থার কথা স্মৃতিপথে আরূঢ় হয় ও ভবিষ্যতে উহার কিরূপ পরিণতি হইবে, সেই চিন্তাও মনে উদিত হয়। লক্ষণ-পরিণামের চিন্তাসূত্র হইতে উহার ধর্ম-পরিণামে পৌঁছান যায়। সাধারণ বুদ্ধিতেই যখন বস্তুসকলের মোটামুটি এইরূপ অতীত ও অনাগতের জ্ঞান হয়, তখন যে যোগী-পুরুষ ধর্মাদি ত্রিবিধ পরিণামে সংযমের অভ্যাস করেন, তাঁহার যে বস্তুসকলের অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমান অবস্থার জ্ঞান হইবে, ইহা আর বিচিত্র কি? ঐ ত্রিবিধ সংযমের অভ্যাস দ্বারা যোগীর চিত্তের রজস্তমোমল অত্যন্ত কমিয়া যায় এবং সত্ত্বগুণ অতিশয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। তখন তাঁহার বুদ্ধির প্রকাশ-শক্তি সাধারণ বুদ্ধির প্রকাশ-শক্তির সীমা ছাড়াইয়া যায়। তখন তিনি যে কোন বস্তুতে

সংযম করিয়া ঐ বস্তুর অতীতে কি হইয়াছিল, ভবিষ্যতে কি হইতে পারে এবং বর্ত্তমানেই বা উহার স্বরূপ কি প্রকার, এই সকল বিষয় সম্যক্ জানিতে পারেন।

শব্দার্থ-প্রত্যয়ানামিতরেতরাধ্যাসাৎ সঙ্করস্তৎ-প্রবিভাগসংযমাৎ সর্ব্বভূতরুতজ্ঞানম্ ॥ ১৭ ॥

[শব্দার্থ-প্রত্যয়ানাম্ (শব্দ, অর্থ ও প্রত্যয়ের) ইতরেতরাধ্যাসাৎ (পরস্পরের ধর্ম পরস্পরে আরোপ করিয়া) সঙ্করঃ ভবতি (একত্বরূপে প্রতীতি জন্মে)। তৎপ্রবিভাগসংযমাৎ (উহাদের প্রবিভাগে সংযম করিলে) সর্বভূতরুতজ্ঞানম্ (সকল প্রাণীর শব্দজ্ঞান) ভবতি (হয়)]

সূত্রার্থ—শব্দ, অর্থ ও প্রত্যয়ের ভিন্নতা থাকিলেও উহাদের পরস্পরের অধ্যাসবশতঃ একত্বরূপে প্রতীতি জন্মে। উহাদের প্রবিভাগে সংযম করিলে সকল প্রাণীর শব্দ জ্ঞান হয় অর্থাৎ কি অভিপ্রায়ে সেই প্রাণী সেই শব্দ করিতেছে, ইহা জানা যায়।

ব্যাখ্যা—শব্দঃ = শ্রোত্রেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য পদাদিরূপ ধ্বনি। অর্থঃ = শব্দ-বাচ্য জাতি, গুণ, ক্রিয়াদি। প্রত্যয়ঃ = অর্থাকারা বুদ্ধিবৃত্তি।

'ঘট' এই শব্দটি বক্তার মুখে উচ্চারিত হয়। 'ঘট' পদের যাহা অর্থ, সেই ঘট বস্তুটি বাহিরে অবস্থিত এবং ঘটবস্তু দর্শন করিয়া অন্তরে যে ঘটাকারা বৃত্তি হয়, জ্ঞান দ্বারা আলোকিত সেই বুদ্ধিবৃত্তিই ঘটবিষয়ক প্রত্যয়। ইহা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, শব্দ, অর্থ ও জ্ঞান পরস্পর অত্যন্ত ভিন্ন। কিন্তু তথাপি আমরা উহাদের পরস্পরের ধর্ম পরস্পরে আরোপ করিয়া উহাদিগকে

সংকীর্ণ বা মিলিতভাবে ব্যবহার করি এবং মনে করি যে, শব্দ, অর্থ ও জ্ঞান এক এবং উহাদের মধ্যে ভেদ নাই। কিন্তু যে যোগী শব্দ, অর্থ ও জ্ঞানের ভিন্নতা জানিয়া উহাদের এক একটিতে পৃথক্ সংযমের অভ্যাস করেন, তাঁহার নিকট উহাদের পৃথক্ পৃথক্ স্বরূপ উপলব্ধ হয়। যে যোগী শব্দতত্ত্বের সংযমের অভ্যাসে কুশল, তিনি বক্তার মুখোচ্চারিত শব্দ শ্রবণ করিয়া, সেই শব্দের কম্পনাদি বেগ অনুসরণ করিয়া বক্তার মনোগত ভাব অবগত হইতে পারেন। এমন কি গো, অশ্ব, পক্ষী প্রভৃতি প্রাণীর শব্দ শ্রবণ করিয়া ও সেই শব্দের কম্পনবেগ অনুসরণ করিয়া উহারা কি অভিপ্রায়ে ঐ শব্দ উচ্চারণ করিয়াছে, যোগী তাহা বুঝিতে পারেন।

শব্দ বর্ণ ও ধ্বনি ভেদে দুই প্রকার—অ, আ ক্, খ্ প্রভৃতি বর্ণ এবং মৃদঙ্গ, শঙ্খ প্রভৃতির শব্দ ধ্বনি। ইহা পূর্বে সাধনপাদে ৪২ সূত্রের ব্যাখ্যায় দেখান হইয়াছে। বর্ণাত্মক শব্দ হইতে কোন বস্তুর বিশেষ বা সামান্য জ্ঞান উৎপন্ন হয়, কিন্তু ধ্বন্যাত্মক শব্দ শ্রবণ করিয়া আমাদের মনে কোন বিশেষ বা সামান্য জ্ঞান উৎপন্ন হয় না, তবে উহার শ্রবণে একপ্রকার অস্ফুট মনোভাবের উদয় হইতে পারে। কেবল মানুষই বর্ণাত্মক ভাষায় কথা বলিতে পারে, অন্য প্রাণী পারে না—ইহাই মানুষের বিশেষত্ব। যখন কেহ 'গৌঃ' এই শব্দের উচ্চারণ করে, তখন উহাতে 'গ'কার 'ঔ'কার এবং বিসর্গ এই তিনটি বর্ণ পর পর উচ্চারিত হয়। ঐ শব্দ শ্রোতার কর্ণসমীপে পৌঁছিলে শ্রোতাও উহারা যে ক্রমে উচ্চারিত হইয়াছিল, সেই ক্রমেই পর পর শুনিতে পায়। শ্রোতা যাহা কর্ণের দ্বারা গ্রহণ করে, উহা শব্দের ধ্বনিমাত্র, উহাতে অর্থগ্রহণ থাকে না। পরে চিত্তে ঐ বর্ণসকলের একটা সংস্কার পড়ে। শ্রোতা যখন স্মৃতির সাহায্যে ঐ বর্ণসকলকে মনে পুনরুদিত করে, তখন সেই

মনস্থিত 'গৌঃ' শব্দকে পদ বলে। এই পদ এক-প্রত্যয়াত্মক, অবিভক্ত ও বুদ্ধি-নির্ভাস্য। যদিও বর্ণগুলি যে ক্রমে শ্রুত হইয়াছিল, অন্তরে উহারা সেই ক্রমেই উদিত হয়, তথাপি উহারা এত দ্রুত উৎপন্ন হয় যে, উহাদের ক্রম লক্ষ্য করা যায় না—উহাদিগকে অক্রম ও এক বলিয়াই মনে হয়। মুখোচ্চারিত বাহ্য বর্ণসকল একত্র মিলিত হইয়া পদ গঠন করিতে পারে না। কারণ 'গ'কারের পর যখন 'ঔ'কারের উচ্চারণ করা হয়, তখন 'গ'কারের লয় হয়। আবার বিসর্গের উচ্চারণকালে 'গ'কার ও 'ঔ'কার উভয়েরই লয় হয়—সেইজন্য বাহ্য বর্ণসকল অপদ। বর্ণসকলের সংস্কার হইতে চিত্তে যুগপৎ যে স্মৃতির উদয় হয়, যাহা বুদ্ধিনির্ভাস্য ও এক-প্রত্যয়াত্মক, উহাই পদ। ঐ প্রকার বৌদ্ধ পদকে 'স্ফোট' বলে। শব্দশক্তিরূপ ঐ স্ফোট বর্ণসকলের সাহায্যে বাহ্যে স্ফুটতা প্রাপ্ত হয়—সেই জন্যই উহার নাম স্ফোট। যদি পূর্বে 'গৌঃ' শব্দের অর্থ জানা না থাকে, তবে কেবল শব্দ শুনিয়াই গো প্রাণীর জ্ঞান হইবে না। যখন কেহ বলিয়া দিবে, 'এই গৌঃ শব্দের অর্থ এই গো প্রাণী'—তখনই গো-বিষয়ক জ্ঞান হইবে। এই যে 'গৌঃ' শব্দের সহিত উহার অর্থের (গো-প্রাণীর) সম্বন্ধ-স্থাপন—ইহাই শব্দ-সঙ্কেত। এইরূপ বর্ণসকলকে বিভিন্ন ক্রমে সাজাইয়া বিভিন্ন পদের সৃষ্টি করিয়া বিভিন্ন বস্তুর বিভিন্ন নামকরণ করা যাইতে পারে। সকল পদই সঙ্কেতানুসারে সকল পদার্থকেই বুঝাইতে পারে।

[কিন্তু মীমাংসক জৈমিনি মহর্ষির মতে বর্ণাত্মক শব্দ সকল নিত্য এবং বর্ণসকলের মিলনে যে সকল বৈদিক পদ উৎপন্ন হয়, উহারাও নিত্য। শব্দসকল যেমন নিত্য, উহাদের অর্থসকলও তেমনি নিত্য। এইরূপ শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধও নিত্য। মন্ত্র-ব্রাহ্মণাত্মক

অনন্ত শব্দরাশিই বেদ। বেদ সত্যের স্বাভাবিক প্রকাশ। বেদ কোন পুরুষদ্বারা রচিত নহে বলিয়া বেদ অপৌরুষেয়। অদ্বৈত-বাদিগণ শব্দের এই নিত্যতাপক্ষ সমর্থন করেন। ঈশ্বর ও বেদ উভয়েই অনাদি। মহাপ্রলয়কালে বেদ বীজমধ্যে বৃক্ষবৎ ভগবানের অব্যক্ত কারণশরীরে লীন থাকে। সর্বজ্ঞ ঈশ্বর জীবসকলকে কর্মফল প্রদান করিবার জন্য সৃষ্টির ইচ্ছা করেন। তিনি পূর্ব পূর্ব বৈদিক সৃষ্টিক্রম আলোচনাপূর্বকই সৃষ্টি করেন—নূতন কিছুর সৃষ্টি করেন না। "যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ" (সন্ধ্যামন্ত্র) অর্থাৎ 'তিনি পূর্বপূর্ব কল্পের ন্যায় সৃষ্টি-কল্পনা করিলেন'। ঈশ্বর প্রথমে ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়া উহার মধ্যে বেদবিদ্যা সঞ্চারিত করেন—"যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্বং, যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ" (শ্বেতাশ্বতর ৬।১৮)। ব্রহ্মা তাঁহার মানসপুত্র বশিষ্ঠাদির মধ্যে ঐ বেদবিদ্যা সঞ্চারিত করেন। তাঁহারা আবার তাঁহাদের শিষ্যগণকে উহা শিক্ষা দেন। এইরূপে গুরু-পরম্পরাক্রমে বৈদিকধারা ভারতে প্রবর্ত্তিত রহিয়াছে। শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ নিত্য, উহা পুরুষকৃত নয়, উহা অনাদি। যাহা পুরুষকৃত, তাহা অনিত্য হয়। পুরুষ যতই আপ্ত বা যোগী হউন না কেন, উঁহার মধ্যে কদাচিৎ ভ্রম-প্রমাদ আসিতে পারে। কিন্তু বেদে পুরুষানুপ্রবেশ না থাকায় সত্যের স্বাভাবিক প্রকাশ-স্বরূপ বেদ অভ্রান্ত। বেদের বিরোধী হইলে কোন যোগী বা আপ্ত-পুরুষের বাক্যও প্রমাণ নয়। কারণ পুরুষের আপ্তত্বও বেদ প্রমাণ দ্বারাই সিদ্ধ হয়। বেদ সমস্ত শক্তির আধার এবং সমস্ত জ্ঞানের আকর। বেদে যাহা নাই, তাহা কুত্রাপি থাকিতে পারে না। কারণ অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি হয় না। বেদে যাহা শক্তিরূপে নিহিত থাকে, মানুষের চেষ্টায় উহাই আবিষ্কৃত হয়—কারণে যাহা নাই, উহা কার্য্যে আসিতে পারে না। বেদ

ঈশ্বরের সেই শক্তি যাহা দ্বারা তিনি নিজেকে নামরূপাত্মক জগদ্‌রূপে প্রকটিত করেন। ঈশ্বরের সৃষ্টিশক্তিই বর্ণাত্মিকা সরস্বতী। সেই বর্ণসকলের সাহায্যেই ঈশ্বর-সংকল্পে জগতের সৃষ্টি হয়। বেদে আছে—তিনি "ভূঃ" এই শব্দ উচ্চারণ করা মাত্রই পৃথিবীর উৎপত্তি হইয়াছিল। শব্দ ও অর্থের মধ্যে যে অনাদি নিত্য সম্বন্ধ আছে, ঈশ্বর উহার প্রকাশক মাত্র—উহার স্রষ্টা নহেন। বৈদিক শব্দই জাগতিক সর্বভাষার মূল। উহাকে বিকৃত করিয়া পরে জগতে নানা ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে। যদিও এই গ্রন্থে মীমাংসকের বা আচার্য্য শঙ্করের মতের উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক তথাপি বেদে অটুট শ্রদ্ধা রাখিবার জন্য এখানে উহার সামান্য উল্লেখমাত্র করা হইল।

যাহা হউক পূর্বোক্ত মীমাংসক, নৈয়ায়িক, সাংখ্য, পাতঞ্জল প্রভৃতি বাদিগণ সকলেই বেদমার্গানুরাগী এবং তাঁহারা সকলে কোন না কোন প্রকারে বেদের অপৌরুষেয়ত্বের সমর্থন করেন। শব্দতত্ত্ব অতীব দুরূহ। এ বিষয়ে বৈদিক ধর্মাবলম্বিগণের মধ্যেও মতভেদ ও নানা বাদবিবাদ আছে। উহা জানিতে হইলে বিভিন্ন মতাবলম্বিগণের বিবিধ গ্রন্থ দেখা কর্ত্তব্য]

সংস্কার-সাক্ষাৎকরণাৎ পূর্ব্বজাতি-জ্ঞানম্॥ ১৮॥

[সংস্কার-সাক্ষাৎকরণাৎ (সংস্কার-সাক্ষাৎকার করিলে) পূর্বজাতি-জ্ঞানম্ (পূর্বজাতিজ্ঞান) ভবতি (হয়)]

সূত্রার্থ—চিত্তস্থ বাসনারূপ যে সংস্কারসকল সংযম দ্বারা উহাদের সাক্ষাৎ হইলে পূর্বজন্ম-বৃত্তান্ত স্মরণ হয়।

ব্যাখ্যা—চিত্তের বাসনারূপ সংস্কারসকল দুই প্রকার—(১) উহাদের কতকগুলি চিত্তে স্মৃতিরূপে উদিত হইয়া সুখদুঃখাদি ফল প্রদান করে, (২) কতকগুলি বিপাকবশতঃ জাতি, আয়ুঃ ও ভোগের হেতু হয়; যেমন ধর্মাধর্ম। স্থূল দেহই পুনঃপুনঃ জন্মে ও মরে। যাবৎ না জীবের মোক্ষ হয়, তাবৎ সূক্ষ্মদেহের নাশ হয় না এবং জীব যে যে জন্ম লাভ করিয়াছিল, সেই সেই জন্মের সংস্কারও চিত্তে থাকে। তবে মনুষ্যদেহে মনুষ্য-দেহোপযোগী সংস্কারসকল প্রবল হয় বলিয়া পশ্বাদি জন্মের সংস্কারসকল অভিভূত অবস্থায় চিত্তে অবস্থান করে। কখন কখন ঐ সংস্কার প্রবল হইলে মানুষ পশুর ন্যায় কার্য্য করিয়া থাকে। সংস্কারসকল চিত্তের অপরিদৃষ্ট ধর্ম, উহাদিগকে দেখা যায় না। উহারা যখন বৃত্তিরূপে ফুটিয়া উঠে, তখনই উহাদিগকে জানা যায়। প্রথমে ইহ জন্মের যে সংস্কার-সকল বৃত্তিরূপে ফুটিয়া উঠিয়া আমাদের সুখদুঃখের কারণ হইতেছে, উহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া উহারা যে ক্রমে সংস্কারসকল হইতে ফুটিয়া বহির্মুখে আসিয়া বৃত্তিরূপ ধারণ করিতেছে, উহার বিপরীত ক্রমে চিন্তা করিয়া উহাদের উৎসমুখে পৌছিতে হইবে। ইহাতে ইহজন্মের সংস্কারসকল দুর্বল হইয়া পড়িবে। কারণ, কোন বীজ যদি অঙ্কুর হইবার অবকাশ না পায়, তবে ঐ বীজশক্তি দুর্বল হইয়া পড়ে। যেমন স্বপ্নকালে জাগ্রতের সংস্কারসকল দুর্বল হইলে স্বপ্ন-সংস্কার প্রবল হইয়া স্বপ্নস্থ বস্তুসকলের প্রত্যক্ষ হয়, এইরূপ ইহ জন্মের সংস্কারসকল দুর্বল হইয়া পূর্বজন্মের সংস্কারসকল প্রবল হইলে পূর্বজন্মের জাতি জ্ঞান হয় এবং পূর্বজন্মের বৃত্তান্তসকল স্মৃতিপথে প্রত্যক্ষের ন্যায় আরূঢ় হয়।

প্রত্যয়স্য পরচিত্তজ্ঞানম্ ॥ ১৯ ॥

[প্রত্যয়স্য (চিত্তস্থ প্রত্যয়ে) সংযমাৎ (সংযম করিলে) পর-চিত্তজ্ঞানং (পরচিত্তজ্ঞান) ভবতি (হয়)]

সূত্রার্থ—চিত্তস্থ প্রত্যয়ে সংযম অভ্যাস করিলে পরচিত্তের জ্ঞান হয়।

ব্যাখ্যা—পূর্বে স্বচিত্তে উদিত প্রত্যয়সকলে সংযম অভ্যাস করিয়া পরে অপরের মুখে রাগাদির লক্ষণ দেখিয়া উহাতে সংযম অভ্যাস করিলে পরকীয় চিত্তের জ্ঞান উৎপন্ন হয় অর্থাৎ উহা সরাগ অথবা বীতরাগ উহা জানা যায়।

ন চ তৎ সালম্বনং তস্যাবিষয়ীভূতত্বাৎ ॥ ২০ ॥

[ন চ তৎ সালম্বনং (কিন্তু উহাতে আলম্বনের সহিত পরচিত্তের জ্ঞান হয় না) তস্য অবিষয়ীভূতত্বাৎ (কারণ, উহা পূর্বোক্ত সং-যমের বিষয় নহে)]

সূত্রার্থ—কিন্তু পূর্বোক্ত সংযমে আলম্বনের সহিত পরচিত্তের জ্ঞান হয় না; কারণ উহা পূর্বোক্ত সংযমের বিষয় নয়।

ব্যাখ্যা—পূর্ব-সূত্রোক্ত সংযমের অভ্যাসে অপরের চিত্তের রাগ, দ্বেষ, ভয় প্রভৃতি ধর্ম জানিতে পারিলেও সেই রাগাদির আলম্বন কি, অর্থাৎ কোন বিষয় অবলম্বন করিয়া উহারা উৎপন্ন, যোগী তাহা জানিতে পারেন না; কারণ উহারা তাঁহার পূর্বসংযমের বিষয় নয়। উহাদের আলম্বনের বিষয় জানিতে হইলে সেই রাগাদি প্রত্যয় কোন বিষয় অবলম্বন করিয়া উৎপন্ন, প্রণিহিত হইয়া উহা জানিতে হয়।

কায়রূপসংযমাৎ তদ্‌গ্রাহ্যশক্তি-স্তম্ভে চক্ষুঃপ্রকাশাসংযোগেঽন্তর্দ্ধানম্‌ ॥ ২১ ॥

[কায়স্থ (শরীরের) রূপ-সংযমাৎ (রূপে সংযম করিলে) তৎগ্রাহ্যশক্তিস্তম্ভে সতি (সেই রূপের চক্ষুর্গ্রাহ্যতারূপ যে শক্তি উহা স্তম্ভিত হইলে) চক্ষুঃ প্রকাশাসংযোগে (চক্ষুঃ-প্রকাশ-সংযোগের অভাব হইলে) যোগিনঃ (যোগীর) অন্তর্দ্ধানম্ (অন্তর্দ্ধান) ভবতি (হয়)]

সূত্রার্থ—আপনার শরীরের রূপে সংযম অভ্যাস করিলে ঐ রূপকে দেখিবার যোগ্য অন্য পুরুষের চক্ষুর রূপগ্রহণশক্তি স্তম্ভিত বা বাধা প্রাপ্ত হয়। তখন চক্ষুর রূপ প্রকাশশক্তির সহিত শরীরের সংযোগের অভাব হওয়ায় যোগীর অন্তর্ধান ঘটে।

ব্যাখ্যা—বাজীকরেরা যখন তাহাদের সংকল্প-প্রভাবে দর্শকের দৃষ্টি মোহিত করিয়া নানা প্রকার অদ্ভুত ক্রীড়া প্রদর্শন করে, তখন সংকল্পসিদ্ধ যোগী যে অপরের উপর স্বীয় সঙ্কল্প-প্রভাব বিস্তার করিয়া উহাদের নিকট অদৃশ্য হইবেন, ইহা আর বিচিত্র কি ?

সোপক্রমং নিরুপক্রমং চ কর্ম, তৎ-সংযমাদপরান্তজ্ঞানমরিষ্টেভ্যো বা ॥ ২২ ॥

[কর্ম সোপক্রমং (কর্ম ফলদানে প্রবৃত্ত) নিরুপক্রমং চ (এবং যাহা বিলম্বে পক্ক হইয়া ফলপ্রদান করিবে) তৎ সংযমাৎ (সেই দ্বিবিধ কর্মে ধারণা, ধ্যান ও সমাধিরূপ সংযম করিলে) অপরান্ত-

জ্ঞানং ভবতি (মৃত্যুজ্ঞান হয়) বা (অথবা) অরিষ্টেভ্যঃ (মৃত্যু চিহ্নসকল হইতেও) জ্ঞানং (মৃত্যুজ্ঞান) ভবতি (হয়)]

সূত্রার্থ—কর্ম দুই প্রকার—সোপক্রম অর্থাৎ যাহা ফলদানে প্রবৃত্ত এবং নিরুপক্রম, অর্থাৎ যাহার ফল পরে হইবে। সেই দ্বিবিধ কর্মে সংযম অভ্যাস করিলে মৃত্যুকালের জ্ঞান হয়। অথবা মৃত্যুলক্ষণসমূহে সংযমাভ্যাস করিলেও মৃত্যুকালের জ্ঞান হয়।

ব্যাখ্যা—সোপক্রম বা নিরুপক্রম কর্মে সংযমের অভ্যাস করিলে যোগী কোন্ স্থানে, কোন্ কালে, কিরূপে তাঁহার মৃত্যু হইবে উহা জানিতে পারেন। অরিষ্ট লক্ষণ দ্বারাও মৃত্যুকাল জানা যায়। সেই অরিষ্ট-লক্ষণ তিন প্রকার—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক। আধ্যাত্মিক অরিষ্ট—নিজের কর্ণ রুদ্ধ করিয়া আন্তর ঘোষ বা শব্দ শুনিতে না পাওয়া অথবা চক্ষুঃ মুদ্রিত করিয়া জ্যোতির অদর্শন। আধিভৌতিক—অকস্মাৎ যম-পুরুষের বা অতীত পিতৃগণের দর্শন। আধিদৈবিক—অকস্মাৎ স্বর্গ বা সিদ্ধাদির দর্শন। এইসকল বিপরীত দর্শন হইতে বুঝিতে হইবে যে, মৃত্যুকাল আসন্ন। অযোগী পুরুষেরও উক্ত প্রকার দর্শন হয়।

মৈত্র্যাদিষু বলানি ॥ ২৩ ॥

[মৈত্র্যাদিষু (মৈত্রী, করুণা ও মুদিতাভাবে) সংযমং কৃতবতঃ যোগিনঃ (সংযমকারী যোগীর) তৎসম্বন্ধীনি (সেই সম্বন্ধীয়) বলানি (বলসকল) ভবন্তি (হয়)]

সূত্রার্থ—মৈত্রী, করুণা ও মুদিতা এই তিনটি ভাবে সংযম করিলে যোগীর সেই সেই ভাব-সম্বন্ধীয় বলের প্রাদুর্ভাব হয়। (১।৩৩ সূত্র দ্রষ্টব্য)।

ব্যাখ্যা—মৈত্রী-ভাবনাবলে যোগীর ঈর্ষ্যা, দ্বেষ দূর হয় এবং জগতের সকলেই তাহার সুহৃৎ হয়। করুণাবলে যোগী সকলের আশ্রয়স্থল ও প্রিয় হইয়া থাকেন। মুদিতাবলে যোগীর অসূয়াদি তিরোহিত হয় এবং যোগী পুণ্যকারিগণের প্রিয় হন। কিন্তু উপেক্ষা কেবল ঔদাসীন্য বলিয়া উহাতে কোন সংযম নাই, সেইজন্য উহাতে বল লাভও হয় না।

বলেষু হস্তিবলাদীনি ॥ ২৪ ॥

[হস্ত্যাদি বলেষু কৃতসংযমস্য যোগিনঃ (হস্তী প্রভৃতির বলে কৃত-সংযম যোগীর) তৎ তৎ বলানি (সেই সেই বল) আবির্ভবন্তি (আবির্ভূত হয়)]

সূত্রার্থ—হস্তী প্রভৃতির বলে সংযমকারী যোগীর সেই সেই বলের আবির্ভাব হয়।

ব্যাখ্যা—হস্তী, গরুড়, বায়ু প্রভৃতির বলে সংযম করিলে যোগী উহাদের সমান বলশালী হইতে পারেন। কারণ চিত্তের স্বভাবতঃই সর্বপ্রকার সামর্থ্য আছে। সংযম দ্বারা প্রতিবন্ধ ক্ষয় হইলে উহা ফুটিয়া উঠে।

প্রবৃত্ত্যালোকন্যাসাৎ সূক্ষ্মব্যবহিত-বিপ্রকৃষ্টজ্ঞানম্ ॥ ২৫ ॥

[প্রবৃত্ত্যালোকন্যাসাৎ (জ্যোতিষ্মতী প্রবৃত্তির আলোককে নিক্ষেপ করিলে) সূক্ষ্মব্যবহিত-বিপ্রকৃষ্টানাং বিষয়াণাং (সূক্ষ্ম, ব্যবহিত ও দূরস্থ বিষয়সকলের) জ্ঞানং ভবতি (জ্ঞান হয়)]

সূত্রার্থ—জ্যোতিষ্মতী প্রবৃত্তির আলোক (১।৩৬ সূত্র) নিক্ষেপ করিলে সূক্ষ্ম, ব্যবহিত ও দূরস্থ বিষয়সকলের জ্ঞান হয়।

ব্যাখ্যা—জ্যোতিষ্মতী প্রবৃত্তির জ্ঞানালোকে সংযম করিলে সেই প্রকাশ চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। উহার পাতে যোগী পরমাণু প্রভৃতি সূক্ষ্ম বস্তুকে, ভূগর্ভস্থ ব্যবহিত নিধি প্রভৃতিকে এবং মেরু-পার্শ্ববর্ত্তী রসাতলকে জানিতে পারেন।

ভুবনজ্ঞানং সূর্য্যে সংযমাৎ ॥ ২৬ ॥

[সূর্য্যে সংযমাৎ (সূর্য্যে সংযম অভ্যাস করিলে) ভুবনস্য জ্ঞানং (ভুবনের জ্ঞান) ভবতি (হয়)]

ব্যাখ্যা—প্রকাশময় সূর্য্যে সংযম করিয়া যোগী স্বয়ং সূর্য্যবৎ প্রকাশমান হইয়া যে যে লোক সূর্য্যালোক দ্বারা আলোকিত হয়, সেই সেই লোকের জ্ঞান লাভ করেন। পূর্বসূত্রে জ্যোতিষ্মতী প্রবৃত্তির জ্ঞানালোকে সংযমের কথা বলা হইয়াছে, এই শ্লোকে ভৌতিক জ্যোতিতে সংযমের কথা বলা হইল।

অথবা এখানে জ্যোতির্ময় দেবযান মার্গকেই সূর্য্য বলা হইয়াছে। হৃদয় হইতে সহস্রার পদ্মের দিকে যে উর্দ্ধমুখী সুষুম্না নাড়ী আছে, যোগী সেই আলোকিত পথে গমন করিয়া ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারেন এবং তাঁহার ভুবনজ্ঞান হয়।

চন্দ্রে তারাব্যূহজ্ঞানম্ ॥ ২৭ ॥

[চন্দ্রে সংযমাৎ (চন্দ্রে সংযম করিলে) তারাব্যূহজ্ঞানং (তারাগণের সন্নিবেশজ্ঞান) ভবতি (হয়)]

সূত্রার্থ—চন্দ্রে সংযম করিলে তারাগণের সন্নিবেশজ্ঞান হয়।

ব্যাখ্যা—সূর্য্য-তেজ দ্বারা তারাগণ হৃততেজ হইয়া পড়ায়, সূর্য্যে সংযম করিলে উহাদের জ্ঞান হয় না।

ধ্রুবে তদ্‌গতিজ্ঞানম্ ॥ ২৮ ॥

ধ্রুবে (ধ্রুবনামক অচল তারাতে) সংযমাৎ (সংযম করিলে) তদ্‌গতিজ্ঞানং (তারাগণের গতির জ্ঞান) ভবতি (হয়)]

সূত্রার্থ—ধ্রুবতারাতে সংযম করিলে তারাগণের গতির জ্ঞান হয়।

ব্যাখ্যা—ধ্রুবতারায় সংযম করিলে—'এই তারা বা এই গ্রহ এই কালে এই রাশিতে বা এই নক্ষত্রে যাইবে' ইত্যাদি জানিতে পারা যায়। বাহ্য সিদ্ধিসকল প্রতিপাদন করিয়া পরবর্ত্তী সূত্র সকলে আন্তর সিদ্ধিসকল প্রতিপাদিত হইতেছে।

নাভিচক্রে কায়ব্যূহজ্ঞানম্ ॥ ২৯ ॥

[নাভিচক্রে সংযমাৎ (নাভিচক্রে সংযম করিলে) কায়ব্যূহজ্ঞানং (শরীর-সংস্থান-বিশেষের জ্ঞান) ভবতি (হয়)]

সূত্রার্থ—নাভিচক্রে সংযম করিলে দেহের সংস্থান-বিশেষের জ্ঞান হয়।

ব্যাখ্যা—নাভিচক্রস্থ পদ্মে সংযম করিলে যোগী দেহের সন্নিবেশ জানিতে পারেন। অর্থাৎ যোগীর শরীরগত রস, মল, ধাতু, নাড়ী প্রভৃতির অবস্থান জ্ঞান হয়। নাভিচক্র শরীরের মধ্যবর্ত্তী বলিয়া চতুর্দিকে প্রসৃত নাড়ীসকলের নাভিই মূল। অতএব উহাতে সাবধানে মনোনিবেশ করিতে পারিলে সমগ্র দেহ-সন্নিবেশের যথাবৎ জ্ঞান হয়।

কণ্ঠকূপে ক্ষুৎপিপাসানিবৃত্তিঃ ॥ ৩০ ॥

[কণ্ঠকূপে সংযমাৎ (কণ্ঠকূপে সংযম করিলে) ক্ষুৎপিপাসানিবৃত্তিঃ (ক্ষুধাপিপাসার নিবৃত্তি) ভবতি (হয়)]

সূত্রার্থ—কণ্ঠকূপে সংযম করিলে ক্ষুধা-পিপাসার নিবৃত্তি হয়।

ব্যাখ্যা—জিহ্বার অধোদেশে তন্তু, উহার নীচে কণ্ঠ, উহার নীচে কণ্ঠকূপ।

কূর্ম্মনাড্যাং স্থৈর্য্যম্ ॥ ৩১ ॥

[কূর্মনাড্যাং সংযমাৎ (কূর্মনাড়ীতে সংযম করিলে) স্থৈর্য্যং (স্থৈর্য্য) ভবতি (হয়)]

সূত্রার্থ—কূর্মনাড়ীতে সংযম করিলে স্থৈর্য্য লাভ হয়।

ব্যাখ্যা—সেই কণ্ঠকূপের অধোদেশে হৃদয়ে কূর্মাকার নাড়ী আছে। উহাতে সংযম করিলে চিত্ত স্থিরপদ লাভ করে।

মূর্দ্ধজ্যোতিষি সিদ্ধদর্শনম্ ॥ ৩২ ॥

[মূর্দ্ধজ্যোতিষি (শিরঃকপালস্থিত জ্যোতিতে) সংযমাৎ (সংযম করিলে) সিদ্ধদর্শনং (সিদ্ধগণের দর্শন) ভবতি (হয়)]

সূত্রার্থ—শিরঃকপালরন্ধ্রস্থিত জ্যোতিতে সংযম করিলে সিদ্ধগণের দর্শন হয়।

ব্যাখ্যা—গৃহাভ্যন্তরস্থ মণির জ্যোতিঃ যেমন বাহিরে পতিত হইলে উহা দেখিয়া কেহ মণিলাভের জন্য গৃহের দিকে ধাবিত হয়, এইরূপ শিরঃকপালস্থিত ব্রহ্মরন্ধ্র নামক ছিদ্রে যে প্রকাশময় জ্যোতিঃ আছে, উহার জ্ঞানালোক ইন্দ্রিয়-প্রণালী দিয়া বাহিরে আসিতেছে; সেই জ্ঞানালোকের অনুসরণ করিয়া ব্রহ্মরন্ধ্রে জ্যোতির উৎপত্তিস্থলে পৌঁছিয়া উহাতে সংযম করিলে সিদ্ধগণের দর্শন হয় এবং উহাদের সহিত সম্ভাষণও হইয়া থাকে। সিদ্ধগণ জ্যোতির্ময় পুরুষ; উঁহারা

স্বর্গ ও পৃথিবীর অন্তরালে অবস্থিত। সাধারণ লোকেরা উঁহা-দিগকে দর্শন করিতে পারে না।

প্রাতিভাদ্বা সর্ব্বম্ ॥ ৩৩ ॥

[প্রতিভাৎ বা (কোন নিমিত্তকে অপেক্ষা না করিয়া যে মনোজন্ত অবিসংবাদী জ্ঞান, উহাই প্রতিভা; উহাতে সংযম করিলে) যোগী সর্বং বিজানাতি (যোগী সব জানিতে পারেন)]

সূত্রার্থ—প্রাতিভ জ্ঞান হইতে যোগী সকল বিষয় জানিতে পারেন।

ব্যাখ্যা—কোন নিমিত্তকে অপেক্ষা না করিয়া মনোমাত্রজন্ত যে অবিসংবাদী জ্ঞান, উহাই প্রতিভা। উহাতে সংযম করিলে প্রাতিভ জ্ঞান উৎপন্ন হয়। উহা বিবেকখ্যাতির পূর্বাবস্থা। যেমন সূর্যো-দয়ের পূর্বে অরুণোদয় হয়, এইরূপ বিবেকখ্যাতির আবির্ভাবের পূর্বে উহার আগমন-সূচক প্রাতিভ-জ্ঞানের উদয় হয়। উহা দ্বারা যোগী সকল বিষয় জানিতে পারেন। পূর্বে বিবেকখ্যাতিলাভের সাধনসকল অভ্যাস করার ফলে চিত্তে যে সংস্কার পড়ে, উহারই ফলে অকস্মাৎ প্রাতিভ জ্ঞানের উদয় হয়।

হৃদয়ে চিত্তসংবিৎ ॥ ৩৪ ॥

[হৃদয়ে সংযমাৎ (হৃদয়ে চিত্ত-সংযম করিলে) চিত্তসংবিৎ (বুদ্ধি তত্ত্বের সাক্ষাৎকার) ভবতি (হয়)]

সূত্রার্থ—হৃদয়ে সংযম করিলে বুদ্ধি-তত্ত্বের সাক্ষাৎকার হয়।

ব্যাখ্যা—অধোমুখ হৃদয়-পুণ্ডরীকের অভ্যন্তরে সাত্ত্বিক অন্তঃকরণের

স্থান। ঐ স্থানে সংযম করিলে যোগীর নিজের ও অপরের চিত্তের জ্ঞান হয়। তিনি স্বচিত্তগত সকল বাসনা এবং পরচিত্ত গত রাগাদি জানিতে পারেন।

সত্ত্বপুরুষয়োরত্যন্তাসংকীর্ণয়োঃ প্রত্যয়াবিশেষো ভোগঃ পারার্থ্যাৎ স্বার্থসংযমাৎ পুরুষজ্ঞানম্ ॥ ৩৫ ॥

[সত্ত্বং (বুদ্ধি) পুরুষঃ (চৈতন্যস্বরূপ পুরুষ) তয়োঃ (উহাদের) ভোগ্যভোক্তৃত্বেন (ভোগ্য এবং ভোক্তৃরূপত্বহেতু) অত্যন্তাসংকীর্ণয়োঃ (অত্যন্ত ভিন্নতা হইলেও) প্রত্যয়াবিশেষঃ (যে অভেদ জ্ঞান) ভোগঃ (উহাই ভোগ)। তত্র বুদ্ধেঃ পারার্থ্যাৎ (উহাতে বুদ্ধির পরার্থ অর্থাৎ পুরুষের ভোগ্যত্বহেতু) তস্মাৎ অন্যঃ চিৎস্বভাবঃ যঃ স এব স্বার্থঃ (উহা হইতে ভিন্ন যে চৈতন্যস্বরূপ পুরুষ তিনিই স্বার্থ অর্থাৎ অন্যবস্তু-নিরপেক্ষ) তস্মিন্ সংযমাৎ (তাহাতে সংযম করিলে) পুরুষজ্ঞানম্ (আত্ম-সাক্ষাৎকার) ভবতি (হয়)]

সূত্রার্থ—জড়া বুদ্ধি ও চেতন পুরুষ উভয়ের ভোগ্য-ভোক্তৃত্ব হেতু উহারা অত্যন্ত ভিন্ন হইলেও যে উভয়ের প্রত্যয়ের একতা, উহাই ভোগ। বুদ্ধি পুরুষের ভোগ্য বলিয়া পরার্থ, উহা হইতে ভিন্ন যে পুরুষ উহা স্বার্থ, কারণ সেই ভোগে যে পুরুষের প্রতিবিম্ব থাকে, উহা অন্য কাহারও ভোগের নিমিত্ত নহে। সেই পুরুষে সংযম করিলে পুরুষ-বিষয়ক জ্ঞান উৎপন্ন হয়।

ব্যাখ্যা—বুদ্ধি ও পুরুষের একাকার ভাব হইতে ভোগ হয়। আর অবিবেকবশতঃ বুদ্ধি ও পুরুষের যে একতাবোধ—উহাই অস্মিতা।

এই অস্মিতাক্ষেত্রে অবস্থিত পুরুষই ব্যাবহারিক ভোক্তা। শুদ্ধ-চৈতন্যে (পুরুষ-স্বরূপে) কোন ভোগ নাই। অস্মিতাক্ষেত্রে স্থিত ভোক্তাপুরুষ কাহারও ভোগ্য নহেন বলিয়া স্বার্থ-পুরুষ। কিন্তু বুদ্ধি পুরুষের ভোগ্য বলিয়া পরার্থ। শ্রুতি ও অনুমানজনিত 'আমি অসঙ্গ দ্রষ্টা বা সাক্ষী' এই প্রকার যে বুদ্ধি উৎপন্ন হয়, উহা প্রকৃত সাক্ষিজ্ঞান নয়। কিন্তু ঐ প্রত্যয়ে সংযমের অভ্যাস করিলে চিত্তের রজস্তমোভাব অপনীত হইয়া শুদ্ধবুদ্ধিতে বিবেকখ্যাতির উদয়ে প্রকৃত পুরুষ-স্বরূপের সাক্ষাৎকার হয়। ইহার পর পুরুষ বিবেকখ্যাতিকেও ত্যাগ করিয়া স্বস্বরূপে স্থিত হন।

কোন অনুকূল বা প্রতিকূল বস্তুর প্রাপ্তিতে চিত্তে সুখাকারা বা দুঃখাকারা বৃত্তির উদয় হয়। পুরুষ সেই বৃত্তির সহিত যেন একাকার-ভাব প্রাপ্ত হইয়া ভোক্তারূপে প্রতীত হন। "পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্" (গীতা ১৩।২২)। অর্থাৎ 'পুরুষ প্রকৃতিস্থ হইয়া প্রকৃতিজাত গুণসকল ভোগ করেন।' অস্মিতা-ক্ষেত্রে স্থিত পুরুষেরই এই ভোগ হয় এবং সেই ভোগ দ্রষ্টার নির্গুণ স্বরূপে প্রতিবিম্বিত হইলে শুদ্ধচৈতন্যমাত্র পুরুষকেও যেন ভোক্তা মনে হয়। এই শুদ্ধচৈতন্য কাহারও জ্ঞানের বিষয় হইতে পারেন না। কারণ, শ্রুতি বলিয়াছেন—"বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ" (বৃহদারণ্যক ২।৪।১৪) অর্থাৎ 'হে মৈত্রেয়ি! সকলের বিজ্ঞাতাকে কাহার দ্বারা জানিবে?' প্রশ্ন হইতে পারে, পুরুষ-খ্যাতিতে যে পুরুষজ্ঞানের কথা বলা হইল সেই পুরুষ কি নির্গুণ-স্বরূপ নহেন? ইহার উত্তর—বিবেকখ্যাতিতে যে জ্ঞানের উদয় হয়, উহা শুদ্ধচৈতন্য-বিষয়ক বটে। কিন্তু ঐ জ্ঞানই শুদ্ধচৈতন্য বা নির্গুণ পুরুষ নহে। লোকে যেমন দর্পণে স্বীয় মুখ দেখিয়া

মুখের জ্ঞান লাভ করে, কিন্তু ঐ দর্পণস্থ মুখকে স্বীয় মুখ মনে করে না, এইরূপে শুদ্ধবুদ্ধিতে শুদ্ধচৈতন্যের জ্ঞান লাভ করিয়া বুদ্ধিস্থ ঐ জ্ঞানকেও পরিত্যাগ করতঃ পুরুষ স্বীয় নির্গুণস্বরূপে স্থিত হন। শুদ্ধ বুদ্ধির সাহায্যেই আত্ম-সাক্ষাৎকার হয়। কঠোপনিষদে বলা হইয়াছে—"যথাদর্শে তথাত্মনি" (২।৩।৫) অর্থাৎ 'যেমন নির্মল দর্পণে মুখের প্রতিবিম্ব স্পষ্ট, নির্মল বুদ্ধিতে আত্ম-দর্শনও সেইরূপ পরিস্ফুট'। আরও বলা হইয়াছে—"দৃশ্যতে ত্বগ্রয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ" (১।৩।১২) অর্থাৎ 'সূক্ষ্মদর্শী যোগিগণ সূক্ষ্ম একাগ্র বুদ্ধি দ্বারা আত্মসাক্ষাৎকার করেন।'

ততঃ প্রাতিভ-শ্রাবণ-বেদনা-দর্শাস্বাদ-বার্ত্তা জায়ন্তে ॥ ৩৬ ॥

[ততঃ (সেই সংযম হইতে) প্রাতিভং (সর্বগোচর জ্ঞান) শ্রাবণং (শ্রোত্রেন্দ্রিয়জাত দিব্য জ্ঞান) বেদনা (স্পর্শেন্দ্রিয়জাত দিব্য জ্ঞান) আদর্শঃ (চক্ষুরিন্দ্রিয়জাত দিব্য জ্ঞান) আস্বাদঃ (রসনেন্দ্রিয়জাত দিব্য জ্ঞান) বার্ত্তা (দিব্য গন্ধসংবিৎ) জায়ন্তে (জন্মে)]

সূত্রার্থ—সেই স্বার্থ-সংযম হইতে প্রাতিভ জ্ঞান হয় এবং শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধবিষয়ে দিব্য জ্ঞান হয়।

ব্যাখ্যা—এই পুরুষ-সংযম হইতে চিত্তের সত্ত্বগুণ এবং উহার প্রকাশ-শক্তি অতিশয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং ইন্দ্রিয়গণও সেই জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হইয়া থাকে। সুতরাং উহা হইতে সব বিষয়ের জ্ঞান হয় এবং ইন্দ্রিয়সকলও সূক্ষ্ম ও দিব্য শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ প্রভৃতির জ্ঞান লাভ করিতে পারে। (৩।৩৩ শ্লোঃ দ্রষ্টব্য)।

তে সমাধাবুপসর্গা ব্যুত্থানে সিদ্ধয়ঃ ॥ ৩৭ ॥

[তে পূর্বোক্ত প্রতিভাদি) ব্যুত্থানে সিদ্ধয়ঃ অপি (ব্যুত্থানকালে সিদ্ধি প্রদাম করিলেও) সমাধৌ (সমাধির পক্ষে) উপসর্গাঃ (বিঘ্নস্বরূপ)]

সূত্রার্থ—সেই পূর্বোক্ত সিদ্ধি সকল ব্যুত্থানকালে সিদ্ধিসকল প্রদান করিলেও উহারা মোক্ষ-প্রাপক সমাধির পক্ষে বিঘ্ন-স্বরূপ।

ব্যাখ্যা—পূর্বোক্ত সংযমসকল দ্বারা সিদ্ধিলাভকরতঃ যোগী লোক-সমক্ষে আপনার ঐ সিদ্ধি বা বিভূতিসকল দেখাইয়া উহাদের নিকট যশঃ ও অর্থার্জন করিতে থাকেন, এই প্রকার বহির্মুখ যোগী মোক্ষপ্রদ অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির দিকে অগ্রসর হইতে পারেন না। সেজন্ত সিদ্ধিসকল ঐ সমাধির বাধাস্বরূপ।

বন্ধকারণশৈথিল্যাৎ প্রচারসংবেদনাচ্চ চিত্তস্য পরশরীরাবেশঃ ॥ ৩৮ ॥

[বন্ধকারণ-শৈথিল্যাৎ (বন্ধনের কারণ ধর্মাধর্মের শিথিলতা-বশতঃ) তথা প্রচার-সংবেদনাৎ (এবং চিত্তবাহী নাড়ীসকলের সম্যক্ জ্ঞানহেতু) চিত্তস্য (চিত্তের) পরশরীরাবেশঃ (পরকীয় শরীরে প্রবেশ-সামর্থ্য) ভবতি (হয়)]

সূত্রার্থ—বন্ধনকারণ শিথিল হইলে এবং দেহস্থ নাড়ীসকলের প্রচারের সম্যক্ জ্ঞান হইলে চিত্তের পরশরীর-প্রবেশের সামর্থ্য হয়।

ব্যাখ্যা—বন্ধনের কারণ, দেহে আত্মবুদ্ধি। বিবেকদ্বারা 'জড় দেহ আমি নহি, আমি উহার প্রকাশক আত্মা'—ইহা ভাল করিয়া বুঝিলে বন্ধনের কারণ দেহে আত্মবুদ্ধি শিথিল হয়। হৃদয়-প্রদেশ হইতে ইন্দ্রিয় দ্বার দিয়া চিত্তের যে বিষয়াভিমুখে প্রসার, উহা চিত্তবহা নাড়ীর দ্বারা সম্পন্ন হয়। এই নাড়ী রস, প্রাণাদি-বহা নাড়ীসকল হইতে ভিন্ন। যে যোগীর বিবেক ও সমাধিদ্বারা দেহ-বন্ধন শিথিল হয়, তিনি দেহমধ্যস্থিত নাড়ীসকলের সঞ্চার (গতি) অবগত হন এবং তিনি পরকীয় শরীরে অথবা মৃতশরীরে প্রবেশ করিতে পারেন। আচার্য্য শ্রীশঙ্কর অমরুক রাজার মৃতশরীরে প্রবেশ করিয়া কিছুদিন রাজত্ব করিয়াছিলেন।

উদানজয়াজ্জলপঙ্ককণ্টকাদিষ্বসঙ্গ উৎক্রান্তিশ্চ ॥ ৩৯ ॥

[উদানজয়াৎ (উদান বায়ুর জয় হইলে) জলপঙ্ককণ্টকাদিষু (জল, পঙ্ক ও কণ্টকাদিতে) অসঙ্গঃ (অসঙ্গ) উৎক্রান্তিঃ চ (এবং স্বেচ্ছামৃত্যু) ভবতি (হয়)]

সূত্রার্থ—উদান বায়ু বশ হইলে জল, পঙ্ক ও কণ্টকাদিতে অসঙ্গ থাকা যায় এবং স্বেচ্ছামৃত্যু হয়।

ব্যাখ্যা—আমাদের দেহস্থ প্রাণশক্তি শরীর মধ্যে পঞ্চধা বিভক্ত হইয়া পঞ্চ-প্রকারের কর্ম নিষ্পাদন করে। প্রাণ যতক্ষণ শরীরে অবস্থান করে, ততক্ষণ আমরা জীবিত; প্রাণের অভাবে মৃত। দেহস্থ পঞ্চধা বিভক্ত প্রাণের নাম—প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান। উহাদের মধ্যে প্রাণবায়ুর স্থান হৃদয়-দেশ হইতে নাসিকা

পর্য্যন্ত। ইহার কার্য্য শরীরস্থ বায়ুকে বাহিরে রেচন বা ত্যাগ। অপান বায়ুর স্থান নাভিদেশ হইতে পদতল পর্য্যন্ত নীচের দিকে। পৃথিবীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এই অপান বায়ুকে নীচের দিকে আকর্ষণ করিতেছেন বলিয়া ভার সত্ত্বেও দেহ উর্দ্ধগমন করিতে পারে না বা পড়িয়া যায় না। অধোগমনশীল এই অপানের সাহায্যে আমরা মলমূত্রাদি ত্যাগ করি এবং বহির্বায়ুকে ভিতরে আকর্ষণ করি। সমান বায়ুর স্থান নাভি। নাভিস্থ এই সমান বায়ুতে অগ্নির প্রাধান্ত। সেইজন্ত এই বায়ু ভুক্ত অন্ন, রসাদিকে পাক করিয়া উহাদের সারভূত অংশ শরীরের অন্তান্ত অংশে যথাযথভাবে প্রেরণ করিয়া উহাদের পোষণ করে। আরও অধোগমনশীল অপানবায়ু এবং উর্দ্ধগমনশীল উদান বায়ুর সমতাও ইহা রক্ষা করে। মৃত্যুর সময় সমান বায়ু দুর্বল হইয়া পড়ে এবং ঐ সমতা রক্ষিত না হওয়ায় দেহ হইতে প্রাণবায়ু বহির্গত হয়, আর ফিরিয়া আসে না। উদান বায়ু উর্দ্ধগমনশীল। ইহাদ্বারা হাঁই, উদ্গার প্রভৃতি উঠে এবং মৃত্যুর পর পুণ্যশীল জীবের দেবযানপথে উর্দ্ধগতি হয়। এই উদানবায়ুর সাহায্যে আমরা বিষয়চিন্তার ভার নামাইয়া সুষুপ্তি-ক্ষেত্রে ব্রহ্মের সহিত একীভাব প্রাপ্ত হই। ব্যান বায়ু সর্বশরীরে ব্যাপ্ত থাকে। ইহা দ্বারা আমরা হস্তপদাদির অঙ্গুলি প্রভৃতির সঞ্চালন করিতে পারি, চক্ষুর পাতা ফেলিতে পারি, ইত্যাদি। অপান বায়ুর আকর্ষণ নীচের দিকে, উদানবায়ুর আকর্ষণ উর্দ্ধদিকে। যখন উদান বায়ুর জয় হয়, তখন আমাদের শরীর ও মন উভয়ই অত্যন্ত লঘু হয়। তখন যোগী জলে বা কর্দমে নিমগ্ন হন না। অনায়াসে জলে ভাসমান থাকিতে পারেন; কণ্টকাদিতে উপবেশন করিতেও তাঁহার কষ্ট হয় না। মৃত্যুকালে যোগী উদানবায়ুকে নিয়মিত করিয়া ইচ্ছামত উর্দ্ধগতি লাভ করেন।

সমানজয়াজ্জ্বলনম্ ॥ ৪০ ॥

[সমানজয়াৎ (সমান নাম প্রাণশক্তিকে জয় করিলে) জ্বলনম্ (যোগী অগ্নির স্থায় তেজস্বী) হন]

সূত্রার্থ—সমান নামক প্রাণশক্তিকে জয় করিতে পারিলে যোগী অগ্নির স্থায় দীপ্তি পাইতে থাকেন।

ব্যাখ্যা—পূর্বসূত্রের ব্যাখ্যায় সমান বায়ুতে অগ্নির প্রাধান্ত দেখান হইয়াছে। সেইজন্ত সংযম দ্বারা সমান-নামক প্রাণশক্তির জয় হইলে যোগী প্রজ্বলিতের স্থায় তেজস্বিরূপে দৃষ্ট হন। এইরূপ অন্যান্ত প্রাণশক্তির সংযমেও ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধিলাভ হয়।

শ্রোত্রাকাশয়োঃ সম্বন্ধ-সংযমাদ্দিব্যং শ্রোত্রম্ ॥ ৪১ ॥

[শ্রোত্রাকাশয়োঃ (শ্রোত্র এবং আকাশ এতদুভয়ের) সম্বন্ধ-সংযমাৎ (সম্বন্ধে সংযম করিলে) দিব্যং শ্রোত্রং (দিব্য শ্রোত্র) ভবতি (হয়)]

সূত্রার্থ—শ্রোত্র (কর্ণেন্দ্রিয়) ও আকাশের সম্বন্ধে সংযম করিলে দিব্য শ্রোত্র উৎপন্ন হয়।

ব্যাখ্যা—শ্রোত্র শব্দগ্রাহক আহংকারিক ইন্দ্রিয় এবং আকাশ শব্দ-তন্মাত্র-কার্য্য। তাহাদের দেশদেশিভাবরূপ যে সম্বন্ধ, উহাতে সংযম করিলে যোগীর দিব্য শ্রোত্র উৎপন্ন হয়। তখন যোগীর যুগপৎ সূক্ষ্ম, ব্যবহিত ও দূরস্থ শব্দগ্রহণসামর্থ্য উৎপন্ন হইয়া থাকে।

কায়াকাশয়োঃ সম্বন্ধ-সংযমাল্লঘুতূল-সমাপত্তেশ্চাকাশগমনম্ ॥ ৪২ ॥

[কায়ঃ (শরীর) আকাশঃ (আকাশ) তয়োঃ (উহাদের) সম্বন্ধ-সংযমাৎ (সম্বন্ধে সংযম করিলে) তথা (এইরূপ) লঘুতূল-সমাপত্তেঃ (লঘু তুলা প্রভৃতি বস্তুতে সংযম করিলে) আকাশগমনম্ (আকাশ গমন) ভবতি (হয়)]

সূত্রার্থ—শরীর ও আকাশের সম্বন্ধে সংযম করিলে অথবা লঘু তুলা প্রভৃতি বস্তুতে সংযম করিলে আকাশগমন সিদ্ধ হয়।

ব্যাখ্যা—অবকাশদায়ক আকাশের সহিত পাঞ্চভৌতিক শরীরের যে সম্বন্ধ উহাতে সংযম করিলে কিংবা লঘুতুলাদি বস্তুতে সমাহিত হইতে পারিলে যোগীর শরীর অত্যন্ত লঘুতা প্রাপ্ত হয়। তখন তিনি প্রথমে যথারুচি জলে সঞ্চরণ করিতে পারেন। পরে মাকড়সার জালে ও সূর্য্যরশ্মিতে তাঁহার সঞ্চারশক্তি হয় এবং তিনি ইচ্ছামত আকাশগমনও করিতে পারেন। আচার্য্য শ্রীশঙ্করের জীবনে এই আকাশ-গমন সিদ্ধিও দেখা যায়।

বহিরকল্পিতাবৃত্তির্মহাবিদেহা ততঃ প্রকাশাবরণক্ষয়ঃ ॥ ৪৩ ॥

[শরীরাৎ বহিঃ (শরীরের বাহিরে) অকল্পিতাবৃত্তিঃ (শরীর-ভাবনা-নিরপেক্ষ যে বৃত্তি) সা (উহা) মহাবিদেহধারণা উচ্যতে (মহাবিদেহধারণা বলিয়া কথিত হয়) ততঃ (উহা হইতে) প্রকাশাবরণক্ষয়ঃ (প্রকাশাবরণের ক্ষয়) ভবতি (হয়)]

সূত্রার্থ—শরীরের বাহিরে শরীর ভাবনা-নিরপেক্ষ যে বৃত্তি,

উহাকে মহাবিদেহ ধারণা বলে। উহা হইতে প্রকাশাবরণের ক্ষয় হয়।

ব্যাখ্যা—শরীরের বাহিরে আকাশাদি বস্তুতে চিত্তধারণার নাম বিদেহ ধারণা। শরীরে অহংকার থাকিলেও মনের যে বহির্বৃত্তি বা বাহ্যবস্তুর ধারণা, উহাকে কল্পিত বিদেহ-ধারণা বলে। আর শরীর-নিরপেক্ষ হইয়া বাহ্য বস্তুতে যে চিত্তের বৃত্তিলাভ, উহাকে মহাবিদেহ-ধারণা বলে। উহাতে সংযম করিলে চিত্তমলসকল ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। এই প্রকারে বাহ্য সিদ্ধি প্রদর্শন করিয়া ইদানীং আত্মদর্শনের উপযোগী সবীজ ও নির্বীজ সমাধির সিদ্ধির জন্য বিবিধ উপায় প্রদর্শন করিতেছেন।

স্থূলস্বরূপ-সূক্ষ্মান্বয়ার্থবত্ত্বসংযমাদ্ ভূতজয়ঃ। ৪৪।

[পৃথিব্যাদীনাং ভূতানাম্ (পৃথিব্যাদি ভূতসকলের) স্থূলং (স্থূল) স্বরূপং (স্বরূপ) সূক্ষ্মং (সূক্ষ্ম) অন্বয়ঃ (অন্বয়) অর্থবত্ত্বম্ (অর্থবত্ত্ব) চ এতেষু (এই সকলে) সংযমাৎ (সংযম করিলে) ভূতজয়ঃ (ভূতজয়) ভবতি (হয়)]

সূত্রার্থ—পৃথিব্যাদি ভূতের স্থূলরূপ, স্বরূপ, সূক্ষ্ম, অন্বয় ও অর্থবত্ত্ব এই সকলে সংযম করিলে ভূতসকলকে জয় করা যায় অর্থাৎ উহাদের উপর আধিপত্য হয়।

ব্যাখ্যা—পঞ্চভূতের স্থূল, সূক্ষ্মাদি ভেদে পাঁচটি রূপ আছে। নিম্নে উহা দেখান হইল।

(১) স্থূলরূপ—পঞ্চভূতের যে রূপ ঘট, পটাদি আকারযুক্ত,

যাহা প্রথমেই প্রত্যক্ষগোচর হয়, যাহা শব্দ, স্পর্শ, রূপাদি বিশেষ বিশেষ গুণবিশিষ্ট, উহাই পঞ্চভূতের স্থূল রূপ ।

(২) স্বরূপ—এক এক ভূতের স্বরূপ উহার বিশেষ বিশেষ ধর্ম দ্বারা অন্য ভূত হইতে উহাকে পৃথক্ করিয়া জানাইয়া দেয়। সেই সেই ধর্ম বাদ দিয়া ঐ ভূতসকলকে দেখানই যায় না। যেমন পৃথিবীর ধর্ম কাঠিন্য, জলের ধর্ম স্নেহ বা তরলতা, তেজের ধর্ম উষ্ণতা, বায়ুর ধর্ম প্রবহমানতা এবং আকাশের ধর্ম অবকাশ-প্রদানত্ব অর্থাৎ সর্ববস্তুকে থাকিবার স্থান-প্রদান ।

(৩) সূক্ষ্ম—পঞ্চ তন্মাত্র বা পরমাণুসকল ভূতসকলের সূক্ষ্ম রূপ ।

(৪) অন্বয়—ভূতসকল ত্রিগুণাত্মক বলিয়া সত্ত্বাদি গুণত্রয় উহাদের মধ্যে সামান্যভাবে অন্বিত বা অনুস্যূত থাকে। সুতরাং ঐ তিন গুণই ভূতসকলের অন্বয়-স্বরূপ ।

(৫) অর্থবত্ত্ব—ভূতসকলের ভোগ ও অপবর্গ প্রদানের সামর্থ্যই উহাদের অর্থবত্ত্ব । যদিও এই সামর্থ্য গুণত্রয়নিষ্ঠ, তথাপি ভূত-সকলে উহারা অনুপ্রবিষ্ট হইয়াই পুরুষের ভোগ ও অপবর্গের কারণ হয়। সেইজন্য ভূতসকলেরও অর্থবত্ত্ব স্বীকৃত হয়।

উপরে যে ভূতসকলের পাঁচটি রূপের বিষয় উক্ত হইল যোগী উহাদের মধ্যে প্রথমে স্থূল রূপ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ পাঁচটি সূক্ষ্মরূপে সংযম অভ্যাস করিয়া ভূতজয়ী হইতে পারেন। তখন বৎস যেমন গাভীর অনুসরণ করে, এইরূপ ভূতসকলও যোগীর ইচ্ছার অনুবর্ত্তন করে ।

ততোঽণিমাদিপ্রাদুর্ভাবঃ কায়সম্পৎ তদ্ধর্মানভিঘাতশ্চ ॥ ৪৫ ॥

[ততঃ (সেই ভূতজয় হইতে) অণিমাদি-প্রাদুর্ভাবঃ (অণিমাদি অষ্টসিদ্ধির আবির্ভাব হয়) কায়সম্পৎ (রূপ, লাবণ্যাদির প্রাপ্তি) তদ্ধর্মানভিঘাতশ্চ (কায়ধর্মের বাধাশূন্যতা ভবতি (হয়)]

সূত্রার্থ—সেই ভূত জয় হইতে অণিমাদি অষ্টসিদ্ধির আবির্ভাব হয়—রূপ লাবণ্যাদি কায়-সম্পদের প্রাপ্তি ঘটে এবং কায়ধর্ম বাধা-শূন্যতাভাব প্রাপ্ত হয় (অর্থাৎ ইঁহার কায়সম্পৎ অগ্নিদ্বারা দগ্ধ হয় না, বায়ুদ্বারা শোষিত হয় না ইত্যাদি)।

ব্যাখ্যা—অষ্টসিদ্ধি—(১) অণিমা = পরমাণুর ন্যায় সূক্ষ্মতাপ্রাপ্তি (২) মহিমা = বিভুত্ব বা সর্বব্যাপকত্ব । (৩) লঘিমা = তূলা প্রভৃতির ন্যায় লঘুতা-প্রাপ্তি (৪) গরিমা = পর্বতের ন্যায় গুরুত্ব (৫) প্রাপ্তি = অঙ্গুলি দ্বারা চন্দ্রাদির স্পর্শ (৬) প্রাকাম্য = সত্য-সঙ্কল্পতা (৭) বশিত্ব = ভূতসকলকে বশে রাখা (৮) ঈশিত্ব = ভূতসৃজন-সামর্থ্য । পরবর্তী সূত্রে কায়সম্পৎ কি, তাহা দেখান হইতেছে।

রূপলাবণ্যবলবজ্রসংহননত্বানি কায়-সম্পৎ ॥ ৪৬ ॥

[রূপং (চক্ষুগ্রাহ্য গুণবিশেষ) লাবণ্যং (সৌন্দর্য্য) বলং (বীর্য্য) বজ্রসংহননত্বং (বজ্রের ন্যায় শরীরের দৃঢ়তা) এতানি (এইসকল) কায়সম্পৎ (কায়সম্পৎ)]

সূত্রার্থ—রূপ, সৌন্দর্য্য, বল এবং বজ্রের ন্যায় শরীরের দৃঢ়তা এইগুলি কায়সম্পৎ ।

ব্যাখ্যা—এইরূপে ভূতজয়ের বিষয় উল্লেখ করিয়া পরসূত্রে প্রাপ্ত-ভূমি পুরুষের ইন্দ্রিয়জয়ের বিষয় বলা হইতেছে।

গ্রহণস্বরূপাস্মিতান্বয়ার্থবত্ত্বসংযমাদিন্দ্রিয়জয়ঃ ॥ ৪৭ ॥

[গ্রহণং (বিষয়াকারা বৃত্তি) স্বরূপং (ধর্ম) অস্মিতা (সামান্য অহংকার) অন্বয়ঃ (গুণত্রয় সর্বত্র অন্বিত বলিয়া অন্বয়) অর্থবত্ত্বং (ভোগাপবর্গপ্রদান-সামর্থ্য) ইতি এতেষু সংযমাৎ (এই সকলে সংযম করিলে) ইন্দ্রিয়জয়ঃ (ইন্দ্রিয়জয়) ভবতি (হয়)]

সূত্রার্থ—গ্রহণ, স্বরূপ, অস্মিতা, অন্বয় ও অর্থবত্ত্ব—এই সকলে সংযম করিলে ইন্দ্রিয়জয় হয়।

ব্যাখ্যা—(১) গ্রহণ—সামান্য ও বিশেষরূপ শব্দ, স্পর্শ, রূপাদি বিষয় গ্রাহ্য। গ্রাহ্য বস্তুসকলে ইন্দ্রিয়সকলের যে বৃত্তি, উহা গ্রহণ। অর্থাৎ সামান্য ও বিশেষভাবে শব্দ, স্পর্শ ও রূপাদির ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণই —গ্রহণ।

(২) স্বরূপ—চক্ষুঃ, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়দ্বারা প্রকাশাত্মক বুদ্ধি-সত্ত্বের দর্শন, শ্রবণাদি ভেদ হয়। সেই বিভিন্ন প্রকাশধর্মই ইন্দ্রিয়গণের স্বরূপ।

(৩) অস্মিতা—বিশেষ বিশেষভাবে অভিব্যক্ত ইন্দ্রিয়সকলের মূলে সামান্যভাবে স্থিত যে অহংকার, উহাই অস্মিতা।

(৪) অন্বয়—তিন গুণই ইন্দ্রিয়সকলে অনুগত থাকায় অন্বয়। অস্মিতারও কারণ, এই তিন গুণ।

(৫) অর্থবত্ত্ব—ভোগাপবর্গ প্রদানের সামর্থ্য। যদিও তিনগুণ বা প্রকৃতিই পুরুষের ভোগাপবর্গের কারণ, তথাপি উহারা ইন্দ্রিয়ে অনুগত থাকায় ইন্দ্রিয়গণেরও অর্থবত্ত্ব স্বীকৃত হয়। বহির্মুখ ইন্দ্রিয়গণ ভোগের এবং অন্তর্মুখ ইন্দ্রিয়গণ মোক্ষের কারণ হয়।

ইন্দ্রিয়সকলের পূর্বোক্ত পাঁচটি রূপে ক্রমশঃ সংযম করিলে ইন্দ্রিয়জয় হয়। উহার ফল পরবর্ত্তী সূত্রে কথিত হইতেছে।

ততো মনোজবিত্বং বিকরণভাবঃ প্রধানজয়শ্চ ॥ ৪৮ ॥

[ততঃ (ইন্দ্রিয়জয় হইতে) মনোজবিত্বং (মনের ন্যায় শীঘ্র-গামিত্ব) বিকরণভাবঃ (শরীর-নিরপেক্ষ ইন্দ্রিয়গণের বৃত্তিলাভ) প্রধানজয়শ্চ (ও প্রকৃতি-বশিত্ব) ভবতি (হয়)]

সূত্রার্থ—ইন্দ্রিয়জয় হইতে যোগীর মনের ন্যায় শীঘ্রগামিত্ব, দেহের অপেক্ষা না রাখিয়াই ইন্দ্রিয়সকলের অভিপ্রেত দেশ, কাল ও বিষয়ে বৃত্তিলাভ ও প্রকৃতি এবং বিকৃতির বশিত্ব হয়।

ব্যাখ্যা—জিতেন্দ্রিয় যোগীর এই সকল সিদ্ধি লাভ হয়। ঐ সকল যোগশাস্ত্রে 'মধুপ্রতীক' নামে কথিত হইয়াছে। যেহেতু, মধুর একাংশ আস্বাদনের ন্যায়, এই প্রত্যেকটি সিদ্ধি আনন্দ-প্রদান করে এবং সম্যক্ সিদ্ধিলাভে যোগীর উৎসাহ বর্দ্ধন করে। ইন্দ্রিয়-জয়ের ফল বর্ণনা করিয়া পরবর্ত্তী সূত্রে অন্তঃকরণজয়ের ফল বলিতেছেন।

সত্ত্বপুরুষান্যতাখ্যাতিমাত্রস্য সর্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্বং সর্বজ্ঞাতৃত্বঞ্চ ॥ ৪৯ ॥

[সত্ত্বং (বুদ্ধি) পুরুষঃ (পুরুষ) তয়োঃ (উহাদের) অন্যতা-

খ্যাতিঃ (ভেদজ্ঞান) তন্মাত্রস্য (সেই ভেদজ্ঞানের সংযমে তন্ময় যোগীর) সর্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্বং (সর্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্ব) সর্বজ্ঞাতৃত্বঞ্চ (ও সর্বজ্ঞাতৃত্ব) ভবতি (হয়)]

সূত্রার্থ—বুদ্ধি ও পুরুষের অন্যথাখ্যাতি (বিবেকখ্যাতি) বা ভেদ-জ্ঞানে সমাহিত যোগীর সর্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্ব (সর্বনিয়ামকত্ব) এবং সর্বজ্ঞাতৃত্ব হয়।

ব্যাখ্যা—বিবেকখ্যাতির উদয়ের পূর্বে অবিদ্যাদি ক্লেশসকল ক্ষীণ না হওয়ায় পুরুষ ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির সাত্ত্বিকাদি ভাবদ্বারা মোহিত হইয়া উহাদিগকে দর্শন করেন। সেই জন্য তাঁহার সর্বভাবের উপর আধিপত্য বা সর্বজ্ঞাতৃত্ব হয় হয় না। কিন্তু বিবেকখ্যাতির উদয়ে ক্লেশসকল জ্ঞানাগ্নি দ্বারা দগ্ধবীজ হয় এবং পুরুষ বুঝিতে পারেন যে, তাঁহার স্বরূপ সর্বদাই স্বভাবতঃ নির্গুণ, নিষ্ক্রিয় ও অসঙ্গ। প্রকৃতির বিকারে উহাকে বিকৃত মত দেখাইলেও স্বরূপতঃ উহার বিকারের কোন সম্ভাবনাই নাই। এই বিবেকখ্যাতিতে প্রতিষ্ঠিত পুরুষ তিন গুণের যে কোন পরিণাম দ্বারা মোহিত হন না বলিয়া তাঁহার প্রকৃতির সর্বভাবের উপর আধিপত্য আসে এবং সর্বজ্ঞাতৃত্বও সিদ্ধ হয়। এইভাবে স্থিত হইয়াই অম্ভৃণ ঋষির বাক্ নাম্নী কন্যা বলিয়াছিলেন—"অহং রুদ্রেভির্বসু-ভিশ্চরামি" ইত্যাদি (দেবীসূক্ত ঋগ্বেদ ১০।১২৫) অর্থাৎ 'আমিই একাদশ রুদ্র ও অষ্ট বসুরূপে বিচরণ করি।' বৃহদারণ্যকে মহর্ষি বামদেব ও যাজ্ঞবল্ক্যেরও উক্তিতে উক্তপ্রকার সর্বাত্মকভাবে স্থিতির কথা জানা যায়—এই অবস্থা ঈশ্বর-সদৃশ। কোন বস্তুতে মোহিত হইয়া উহাকে দেখিলে উহার স্বরূপ জানা যায় না। মোহের বাহিরে থাকিয়া উহাকে দর্শন করিলে উহার স্বরূপ অবগত হওয়া

যায় এবং উহার উপর প্রভুত্বও আসে। শ্রুতি বলিয়াছেন—"আত্মনো বা অরে দর্শনেন শ্রবণেন মত্যা বিজ্ঞানেনেদং সর্বং বিদিতম্" (বৃহদারণ্যক ২।৪।৫) অর্থাৎ 'হে মৈত্রেয়ি! আত্মার দর্শন, শ্রবণ, মনন ও বিজ্ঞান দ্বারা সমস্তই অবগত হওয়া যায়।'

তদ্বৈরাগ্যাদপি দোষবীজক্ষয়ে কৈবল্যম্ ॥ ৫০ ॥

[তদ্ বৈরাগ্যাদপি (সেই বিবেকখ্যাতিতেও বৈরাগ্য হইলে) দোষবীজক্ষয়ে (অবিদ্যাদি ক্লেশবীজের ক্ষয়ে) কৈবল্যং (পুরুষের কৈবল্য) ভবতি (হয়)]

সূত্রার্থ—সেই পুরুষ-খ্যাতিতেও বৈরাগ্য হইলে অবিদ্যাদি ক্লেশ-বীজের ক্ষয়ে পুরুষের কৈবল্য হয়।

ব্যাখ্যা—বিবেকখ্যাতির উদয়ে ক্লেশসকল দগ্ধবীজ-ভাবাপন্ন হয়। ত্রিগুণাত্মক দৃশ্যসকল দৃষ্ট হইলেও উহারা নির্লিপ্ত-স্বভাব পুরুষকে আর বদ্ধ করিতে পারে না অথবা পুরুষের পুনরায় জন্মমৃত্যুর কারণ হয় না—ইহাই পুরুষের জীবন্মুক্তাবস্থা। এতদবস্থায় পুরুষ বুঝিতে পারেন যে, এই বিবেকখ্যাতিও প্রকৃতিরাজ্যে (বুদ্ধিতে) অবস্থিত। তখন পরবৈরাগ্যের উদয়ে পুরুষ সেই বিবেকখ্যাতিকেও ত্যাগ করিয়া আপনার নির্গুণ স্বরূপে স্থিত হন। ইহাই নির্বীজ কৈবল্যমুক্তি—ইহার পর আর ব্যুত্থান হয় না। দগ্ধ ক্লেশবীজ এ অবস্থায় সম্যক্ নাশপ্রাপ্ত হয়।

স্থান্যুপনিমন্ত্রণে সঙ্গস্ময়াকরণং পুনরনিষ্টপ্রসঙ্গাৎ ॥ ৫১ ॥

[স্থান্যুপনিমন্ত্রণে (স্বর্গাদি স্থানের স্বামিগণ কর্তৃক নিমন্ত্রিত

াগত ক্ষণের মধ্যে যখন একটি থাকে, তখন অপর দুইটি থা
। সুতরাং ক্ষণসকলের একত্র মিলন সম্ভব নয়। তথা
রা উহাদিগকে মিলিত করিয়া একটা কালের ধারণা করি
লর নির্দিষ্ট মূর্ত্তি না থাকায় কালের ধারণা সকলের নিকট সম
। যে কাল দুঃখীর নিকট দীর্ঘ, উহাই সুখী ব্যক্তির নিক
ক্ষণস্থায়ী বলিয়া মনে হয়। বিষয় চিন্তার তারতম্যানুসা
লের ধারণার হ্রস্বতা ও দীর্ঘতা হইয়া থাকে। একটি নির্দি
য়ের মধ্যে যাহার মনে যত বেশী চিন্তা-স্পন্দন হইবে, তাহা
ট কালও তত দীর্ঘ হইবে। সেইজন্য রজঃপ্রধান মনুষ্যলো
লের যে ধারণা, তদপেক্ষা ঊর্দ্ধ লোকে কালের ধারণা অন্যপ্রকার
জন্যই মনুষ্যলোকের একমাসে পিতৃলোকের এক দিবারাত্র য
ং মনুষ্যলোকের এক বৎসরে দেবলোকের এক দিবারাত্র হয়
প্রশ্ন হইতে পারে, যেমন মুহূর্ত্ত, ঘটিকাদি স্থূল কাল কল্পিত
রূপ ক্ষণও কি কল্পিত? ইহার উত্তরে বলা যায় যে, ক্ষণ
কাটিতে প্রবিষ্ট হইয়া ক্রমের আশ্রয় হয়। সেইজন্য ক্ষ
ত নয়, কিন্তু বাস্তবিক। ক্ষণ কল্পিত হইলে ক্রমের আশ্র
হইবে? ক্রম ক্ষণের অধীন। যোগমতে বর্ত্তমান ক্ষণ
াত্র বাস্তবিক কাল। অন্য দুই ক্ষণ সেই বর্ত্তমানের উপ
ত। অতীত এবং ভাবীক্ষণ পরিণামরূপে বর্ত্তমানক্ষণে অধি
ক। বর্ত্তমান ক্ষণই অর্থক্রিয়া-সম্পাদনে সমর্থ, ভূত ও ভাবীক্ষ
তে সমর্থ নয়। বস্তুতঃ একমাত্র আত্মাই সর্বদা একরূপে
ান। আত্মা যখন অবিবেকবশতঃ প্রকৃতিকে দর্শন করেন, তখ
শক্তিরূপা কালী নিমেষাদি কালরূপে নৃত্য করিয়া শিবে

লের ক্ষণপরিণাম লক্ষ্য করিতে পারি না। কিন্তু যে যোগী গাভ্যাসদ্বারা চিত্ত অতিশয় শুদ্ধ-সত্ত্ব হয়, তিনিই ক্ষণ ও উহা র সংযম করিয়া বিবেকজ জ্ঞান লাভ করিতে পারেন এব র ফলে সর্ব্বজ্ঞ হন। বিবেকজ জ্ঞানের ফল পরবর্ত্তী দুই ত্র দেখান হইয়াছে।

তিলক্ষণদেশৈরন্যতানবচ্ছেদে তুল্যয়োস্ততঃ প্রতিপত্তিঃ ॥ ৫৩ ॥

[জাতি-লক্ষণ-দেশৈঃ (জাতি, লক্ষণ ও দেশ দ্বারা) তুল্যয়ে নঃ (তুল্য বস্তুর) অন্যতা-অনবচ্ছেদে (ভিন্নতা উপলব্ধ না হইলেও ঃ (বিবেকজ্ঞান হইতে) প্রতিপত্তিঃ ভবতি (সেই পার্থ লব্ধি হয়)]

সূত্রার্থ—জাতি, লক্ষণ এবং দেশ দ্বারা তুল্য বস্তুর ভেদ উপল হইলেও বিবেকজ জ্ঞান দ্বারা সেই ভেদ উপলব্ধ হয়।

ব্যাখ্যা—জাতি, লক্ষণ ও দেশ পদার্থসকলের ভেদের কারণ ন স্থলে জাতিই ভেদের হেতু—যেমন 'ইহা গরু, ইহা মহি তি দ্বারা এই প্রকার ভেদ জ্ঞান হয়। আবার জাতি তু লেও লক্ষণ দ্বারা বস্তুভেদ করা হয় যেমন—'এই গরুটি শা গরুটি কাল।' আবার জাতি ও লক্ষণ অভিন্ন হইলেও দহেতু বস্তু ভেদ হয়। যেমন পূর্বদিকস্থ গরুটি পশ্চিমদিক টির সহিত দেখিতে একরকম হইলেও ভিন্ন দেশস্থিত গরু দুই দ সুস্পষ্ট। যদি দুইটি বস্তুর মধ্যে ঐ ত্রিবিধ ভেদ লক্ষিত

এক রকমের, খালি চোখে উহাদের পার্থক্য ধরিবার উপা
। উহাদের একটিকে পূর্বদিকে এবং অপরটিকে পশ্চিম দিকে
ন করা হইল। কোন ব্যক্তি আমার অজ্ঞাতসারে পূর্বদিক
লকটিকে উঠাইয়া ঠিক পশ্চিমদিকস্থ গোলকটির স্থানে এব
চমদিকস্থ গোলকটিকে ঠিক্ পুর্বদিকস্থিত গোলকটির স্থানে স্থাপ
ল। এক্ষেত্রে আমি উহাদের স্থান-পরিবর্ত্তনের কথা জানিতে
রিব না। কারণ, আমার নিকট উহাদের পূর্বোক্ত ত্রিবি
লক্ষ্যে আসিতেছে না। কিন্তু ক্ষণের ক্রমে সংযম করি
যোগী বিবেকজ জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তিনি ভিন্ন ভিন্ন দেশ
ছন্ন ঐ বস্তু দুইটির উপর ভিন্ন ভিন্ন ক্ষণের (কালের) প্রভা
করিয়া উহাদের স্থান-পরিবর্ত্তনের বিষয় উপলব্ধি করিতে
রিবেন।

তারকং সর্ববিষয়ং সর্বথাবিষয়ম
ক্রমঞ্চেতি বিবেকজং জ্ঞানম্ ॥ ৫৪ ॥

[বিবেকজংজ্ঞানম্ (এই বিবেকজ জ্ঞান) তারকং (সংসা
ক্ষহেতু) সর্ববিষয়ং (সর্ববস্তুবিষয়ক) সর্বথাবিষয়ং (বস্তুর সর্ব
ার বোধক) অক্রমং চ ইতি (এবং ইহা ক্রমরহিত)]

সূত্রার্থ—এই বিবেকজ জ্ঞান সংসার হইতে মুক্তি-প্রদ, ই
বস্তু-বিষয়ক এবং বস্তুসকলের সর্বাবস্থার বোধক এবং ক্রমরহি
াৎ ইহা দ্বারা যুগপৎ সকল বস্তুর জ্ঞান হয়।

ব্যাখ্যা—এই বিবেকজ জ্ঞান তারক অর্থাৎ ইহা অগাধ সংসা

জ্ঞানের বিষয়—সেইজন্য ইহা সর্ববিষয়ক। ইহার সর্ববিষয়
াবিক। স্থূল, সূক্ষ্মাদি ভেদে সকল তত্ত্বই এবং উহাদের যে
ামে যে যে প্রকার অবস্থিতি হয়, সমস্তই এই জ্ঞানের বিষয়—
ন্য ইহা সর্বথাবিষয়। ইহা অক্রমও বটে; যেহেতু এ
র ক্রম নাই, অর্থাৎ বিবেকজ জ্ঞানের উদয় হইলে ক্রমধার
রণ করিয়া পর পর বস্তু সকলের বা উহাদের পরিণাম সকলে
লাভ করিতে হয় না। সূর্য্য যেমন উদিত হওয়ামাত্র যুগপ
বস্তুর প্রকাশ করেন, এইরূপ এই জ্ঞানের উদয়ে যোগী
তে একক্ষণেই সকল বস্তুর জ্ঞান যুগপৎ আবির্ভূত হয়। এ
কজ জ্ঞান জ্ঞানের চরম সীমা এবং ইহা পরিপূর্ণ। যোগপ্রদী
জ্ঞালোক) ইহার অংশ মাত্র। মধুমতী ভূমি (ঋতম্ভর
) হইতে আরম্ভ করিয়া যোগের পরিসমাপ্তি পর্য্যন্ত ইহা
ত।

অন্যান্য সংযমে যে যে ফলসিদ্ধির কথা বলা হইয়াছে, উহা
লই বিবেকজজ্ঞানের ফলসিদ্ধির অন্তর্গত। মোক্ষকামী যো
র দিকে লক্ষ্য না করিয়া এই বিবেকজ জ্ঞান হইতে কৈবল্যমু
করেন, ইহা পরবর্তী সূত্রে দেখান হইয়াছে

ত্ত্বপুরুষয়োঃ শুদ্ধিসাম্যে কৈবল্যম

॥ ৫৫

[সত্ত্ব-পুরুষয়োঃ (বুদ্ধি ও পুরুষের) শুদ্ধিসাম্যে সতি (শুদ্ধি
া হইলে) কৈবল্যং (কৈবল্য) ভবতি (সিদ্ধ হয়)]

ব্যাখ্যা—যে কালে বুদ্ধিসত্ত্ব রজস্তমোমল শূন্য হইয়া কেবল
কজ্ঞানমাত্রে তৎপর হয় এবং ক্লেশসকল দগ্ধবীজ হইয়া যায়
ময় বুদ্ধি যেন পুরুষের শুদ্ধির সমানভাব প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ সে
দ্ধি—শুদ্ধ-পুরুষের ন্যায় প্রতীত হইতে থাকে। ঐ সময়
উপচরিতভাবে পুরুষে প্রতীত হইতেছিল, উহারও অভা
—ইহাই পুরুষের শুদ্ধিনামে কথিত হয়; অর্থাৎ অবিদ্যাদশা
বুদ্ধিগত ভোগ পুরুষে উপচরিতরূপে প্রতীতি হইতেছিল, উহার
তি না হওয়াই পুরুষের শুদ্ধি বলিয়া অভিহিত হয়। এই
র বুদ্ধি ও পুরুষের সমান শুদ্ধ হওয়া ভাবের নাম 'শুদ্ধিসাম্য'
প্রকার বুদ্ধি ও পুরুষের শুদ্ধিসাম্য হইলে যোগীর কৈবল্য ব
লাভ হয়। এই পাদে ৫৪ সূত্রে দেখান হইয়াছে যে
ীর বিবেকজ জ্ঞানের ফলে মোক্ষ ও ঐশ্বর্য্য উভয়ই লাভ হয়
ং প্রশ্ন হইতে পারে, মোক্ষের জন্য ঐশ্বর্য্য বা সিদ্ধিরও প্রয়ো
আছে কি না? ইহার উত্তর—পূর্বসূত্রসকলে উল্লিখিত সংযমদ্বার
্য লাভ হউক বা না হউক, কৈবল্যের হেতু কেবল বিবেক
তিরূপ জ্ঞান, সংযমজন্য সিদ্ধিরূপ ঐশ্বর্য্য নহে। যদি কেহ শঙ্ক
ন যে, যদি মোক্ষের জন্য সিদ্ধিসকলের প্রয়োজন না থাকে
উহাদের বর্ণনার তাৎপর্য্য কি? তদুত্তরে বলা যায় যে, সমাধি
সিদ্ধিরূপ প্রত্যক্ষফল পাইলে যোগীর এই প্রকার শ্রদ্ধ
ন্ন হয় যে, যখন সমাধিদ্বারা প্রত্যক্ষরূপে সিদ্ধিসকল লাভ হয়
কৈবল্য বা মোক্ষপ্রাপ্তিই বা হইবে না কেন? এই প্রকা
পরারূপে কৈবল্যের সাধন হওয়ায় উহাদের প্রতিপাদন ব্য
।

ং উহার ফলে কর্মবিপাকেরও (জাতি, আয়ুঃ ও ভোগের
ভাব হয়। এই অবস্থায় সত্ত্বাদি গুণের অধিকারের সমা
ট। তখন উহারা পুনরায় পুরুষের সম্মুখে দৃশ্য বা ভোগ্যরূ
স্থিত হয় না। জ্ঞান উৎপন্ন হইবার পর অবিদ্যার নাশপূ
তিন গুণের অধিকারের সমাপ্তি, উহাকেই পুরুষের মোক্ষ ব
। ঐ অবস্থায় পুরুষ কেবল প্রকাশ-স্বরূপ, নির্মল, সকল ব
তে পৃথক্ এবং স্বরূপ-প্রতিষ্ঠ কৈবল্যভাব প্রাপ্ত হন। বিবে
তি কৈবল্যের হেতু, সিদ্ধিসকল হেতু নহে।

কৈবল্যপাদঃ

কৈবল্যপাদের প্রধানবিষয়সমূহ—জন্ম, ঔষধি, মন্ত্র, তপঃ ও
ধি হইতে পঞ্চ প্রকার সিদ্ধির বর্ণন—তপস্যাদি দ্বারা বাধা
হত হইলে একজন্মেই প্রকৃতির আপূরণদ্বারা জাত্যন্তর পরিণা
ত পারে, ইহা প্রতিপাদন—যোগী পুরুষ অনেক দেহ ধারণ
য়া ভোগকরতঃ একজন্মেই সমস্ত প্রারব্ধ শেষ করিতে পারেন
া বহুদেহ ধারণ করিয়া লোকানুগ্রহ করিতে পারেন—ঐসকল
মূল এক চিত্তের অনুবর্ত্তী ভিন্ন ভিন্ন চিত্ত থাকে। যোগী
া কর্ম অশুক্ল ও অকৃষ্ণ অর্থাৎ পাপ-পুণ্যাদিরহিত—অজ্ঞানী
অনিষ্ট, ইষ্ট ও মিশ্রিত—ঐ ত্রিবিধ কর্মের বিপাকে বাসনাসকলে
ব্যক্তি হয়—জাতি, দেশ ও কাল দ্বারা ব্যবহিত হইলে
রসকল অনন্তরভাবে স্মৃতিরূপে উদিত হয়। মৃত্যুভয় সকল
র স্বাভাবিক, ইহা দ্বারা পুনর্জন্মবাদের প্রতিষ্ঠা। বাসনা সকলে
ফল; আশ্রয় ও আলম্বন—উহাদের অভাবে বাসনাসকলের
ব হয়, ইহা প্রতিপাদন। অতীত ও অনাগত কালেও বস্তুসকল
, উহাদের একবারে অভাব হয় না, ইহা প্রদর্শন—বস্তুসকলে
ও সূক্ষ্ম ধর্মসকল ত্রিগুণস্বরূপ। বস্তু এক হইলেও উহাতে বিভি
ের সংস্কার ও ভাবানুযায়ী বিভিন্ন প্রকার চিত্তবৃত্তির উদয় হ
ানও বস্তু এক চিত্তের অধীন নয়, অর্থাৎ একচিত্ত কল্পিত
-বাহ্য বস্তু আছে এবং তদ্দ্বারা চিত্ত উপরঞ্জিত হইলে সে
জ্ঞান হয়, নতুবা হয় না—পুরুষ সর্বদা অপরিণামী বলিয়
ত্তিসকল সর্বদাই তাঁহার জ্ঞাত হইয়া থাকে—চিত্ত স্বপ্রকাশ

যে হেতু তাহা দৃশ্য বলিয়া জড় । একই সময়ে চিত্তের বিষয়
ও পুরুষজ্ঞান হইতে পারে না । চিতিশক্তির কোন বিষয়ে
মণ না হইলেও বুদ্ধি চিদালোকে উদ্দীপ্ত হইয়া বৃত্তিসক
ন্ন করে এবং উহা দ্রষ্টা ও দৃশ্য উভয়বিষয়ক হয় বলিয়া উহ
র্থ । যদিও চিত্তে অসংখ্য বাসনা আছে, তথাপি চিত্ত সংহ
র্থ বলিয়া উহা পুরুষের ভোগাপবর্গ জন্যই প্রবৃত্ত হয় । সম্য
কখ্যাতি হইলে আত্মবিষয়ক জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি হয় এবং চি
ল্যমুখী হয়—বিবেক-প্রবাহের মধ্যে মধ্যে পূর্বসংস্কারবশতঃ বিক্ষে
তে পারে, উহাদিগকে অবিদ্যাদি দোষের ন্যায় ত্যাগ করিবে
ব । যখন বিবেকখ্যাতিতেও আসক্তি থাকিবে না তখন 'ধর্ম
(নির্বিকল্প) সমাধির আবির্ভাব হইবে এবং উহার ফলে ক্লে
কর্মের সম্যক্ নিবৃত্তি হইবে—তখন অনন্ত জ্ঞানের তুলনায় জ্ঞে
অতি অল্প বা তুচ্ছ হইয়া যাইবে । এইরূপ কৃতার্থ যোগী
টি গুণসকলের পরিণাম-ক্রমের সমাপ্তি ঘটে এবং পুরুষের স্বরূপ
ত বা কৈবল্য লাভ হয় ।

ন্মৌষধিমন্ত্রতপঃ-সমাধিজাঃ সিদ্ধয়

॥ ১ ॥

[জন্ম + ওষধি-মন্ত্র-তপঃ-সমাধিজাঃ (জন্ম, ঔষধি, মন্ত্র, তপঃ
ধিজাত) সিদ্ধয়ঃ (সিদ্ধিসকল) পঞ্চবিধাঃ (পাঁচ প্রকারের)]

সূত্রার্থ—সিদ্ধিসকল পাঁচ প্রকার—জন্ম, ঔষধি, মন্ত্র, তপঃ এ
ধিজাত ।

লাদি মহর্ষির জ্ঞান জন্ম হইতেই সিদ্ধ। (২) ঔষধিজা
—পারদাদি রসায়নের উপযোগে দেহে যে সিদ্ধির আবির্ভা
। মাণ্ডব্য প্রভৃতির যে সিদ্ধি ছিল, উহা কোন বিশেষ প্রকারে
সেবনে জন্মিয়াছিল (৩) মন্ত্রসিদ্ধি—যেমন মন্ত্র জপ দ্বার
রও কাহারও আকাশগমনাদি সিদ্ধি দৃষ্ট হয় (৪) তপঃ সি
শ্বামিত্র প্রভৃতি তপস্যার দ্বারা সিদ্ধি লাভ করেন (৫
াজ সিদ্ধি—ইহাদের বিষয় পূর্বে বিভূতিপাদে বর্ণিত হইয়াছে
সকল সিদ্ধি পূর্বজন্মের যোগাভ্যাসবশতঃই হইয়া থাকে
। জন্মাদি নিমিত্তকে উপলক্ষ্য করিয়া ইহ জন্মে অভিব্যক্ত
।

ত্যন্তর-পরিণামঃপ্রকৃত্যাপূরাৎ ॥ ২ ॥

[জাত্যন্তর-পরিণামঃ (এক জন্মেই যে জাত্যন্তররূপ পরিণাম
ত্যাপূরাৎ ভবতি (উহা প্রকৃতির আপূরণ হইতে হয়)]

সূত্রার্থ—একজন্মেই যে জাত্যন্তররূপ পরিণাম, উহা প্রকৃতির
রণ হইতেই হয়।

ব্যাখ্যা—জাগতিক সকলবস্তুই ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির পরিণাম
ও কালভেদে তিন গুণের পরিমাণের তারতম্যে প্রকৃতি সক
় ধারণ করিতে পারে—সর্বরূপধারণ-সামর্থ্য প্রকৃতির অন্তর্নিহি
। জীবের দেহ, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি প্রকৃতি হইতে উৎপ
। প্রকৃতি উহাদের মধ্যে অনুস্যূত থাকে। সুতরাং জীবে
মন, ইন্দ্রিয়াদির মধ্যেও যে কোনরূপ পরিণাম প্রাপ্ত হইবা

স্ত্রীজাতির পুরুষজাতিতে পরিণাম প্রাপ্ত হইতে দেখা যায়।
যদিও একই জাতিতে জাত্যন্তর-প্রাপ্তির শক্তি নিহিত থাকে
পি প্রতিবন্ধক বা বাধা থাকার জন্য ঐ শক্তি কার্য্যকরী হয়
কিন্তু দেশ, কাল, তপস্যা, ধর্মাধর্ম প্রভৃতি নিমিত্তের সাহায্যে
বাধাসকল অপসৃত হইলে একই জন্মে জাত্যন্তর-প্রাপ্তি সম্ভব
। তবে সুবর্ণবলয় যেমন বলয়ত্ব ত্যাগ করিয়া সুবর্ণে ফিরিয়া
পরে উহা হইতে 'হার' প্রভৃতি রূপ ধারণ করিতে পারে
প এই দেহের নাশ হইলে সূক্ষ্ম দেহে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্বক
র্মবশতঃ পরজন্মে জাত্যন্তর- প্রাপ্তি ঘটে, ইহাই সাধারণ নিয়ম
পি উগ্র তপস্যাদি বা উৎকট পাপাদি দ্বারা এক জন্মেই
ত্যন্তর-প্রাপ্তির দৃষ্টান্তও শাস্ত্রে পাওয়া যায়—তবে উহা বিরল
সাধনপাদের ১২ সূত্রের ব্যাখ্যায় দেখান হইয়াছে। পরবর্ত্তী
এবিষয়ে আরও স্পষ্টভাবে উক্ত হইয়াছে।

নিমিত্তমপ্রয়োজকং প্রকৃতীনাং বরণ
ভেদস্তু ততঃ ক্ষেত্রিকবৎ ॥ ৩ ॥

[নিমিত্তম্ (ধর্মাধর্মাদি নিমিত্ত) প্রকৃতীনাং (প্রকৃতি সকলে
ণামে) অপ্রয়োজকং (প্রয়োজক নয়) ততঃ (নিমিত্ত হইতে
রণস্য ক্ষয়ঃ ভবতি (আবরণের বা বাধার ক্ষয় হয়) ক্ষেত্রিকব
কত্রিকের ন্যায়)]

সূত্রার্থ—ধর্মাধর্মাদি নিমিত্ত সকল প্রকৃতি সকলের অর্থান্তর-পরি
র প্রয়োজক নয়। উহাদের অনুষ্ঠানে আবরণের বা বাধার ক্ষ

ব্যাখ্যা—ধর্মাদি নিমিত্ত প্রকৃতির প্রয়োজক নয়; যে হেতু কা
ণের প্রবৃত্তির হেতু হয় না। তবে কি প্রকারে প্রকৃতির আপূর
তদুত্তরে বলা হইতেছে—'ক্ষেত্রিকের বরণভেদের ন্যায়'
। কৃষক নিম্ন বা সমান ক্ষেত্রকে জলপূর্ণ করিবার জন্য উপরে
পূর্ণ ক্ষেত্রের বরণ ভেদ করে বা আলি কাটিয়া দেয়, হস্তদ্বার
সেচন করে না এবং আলি কাটিয়া দিলে উচ্চভূমির জল স্বয়ং
ত হইয়া নিম্নভূমিকে পূর্ণ করিয়া তদাকার ধারণ করে. এইরূপ
ধর্মাদি নিমিত্তসকল জাত্যন্তর-প্রাপ্তির আবরণের অপসারণ করিলে
তি স্বয়ংই প্রবৃত্ত হইয়া জাত্যন্তর-প্রাপ্তি ঘটাইয়া থাকে। আবা
যেমন সেই উদকের বা ভূমির রস ধান্যমূলে প্রবেশ করাইতে
না, কিন্তু যাহাতে ঐ রস ধান্যমূলে প্রবেশ করে, তজ্জ
ছাদি বাধার অপসারণ করে এবং উহাদের অপসারণে ঐ র
ই ধান্যমূলে প্রবেশ করে, এইরূপ একবস্তুর অন্যরূপে পরিণ
র পক্ষে যে সকল বাধা উহারা ধর্মাধর্মাদি নিমিত্তদ্বারা অপসৃত
ল প্রকৃতির মধ্যস্থিত অন্তর্নিহিত শক্তি স্বতঃই প্রবৃত্ত হই
বস্তুর অন্যরূপ পরিণাম-প্রাপ্তির কারণ হয়। (ব্যাসভাষ্যে
নুবাদ)।

নির্মাণচিত্তান্যস্মিতামাত্রাৎ ॥ ৪ ॥

[অস্মিতামাত্রাৎ (চিত্তকারণ অস্মিতামাত্রে সমাধি হইতে)
নঃ (যোগীর) নির্মাণচিত্তানি (নির্মিত দেহসকলে চিত্তসকল)
ন্তে (জন্মে)]

ব্যাখ্যা—বিবেকখ্যাতি প্রাপ্ত জ্ঞানিগণ কখন কখন এক শরীরে
ষ্ট প্রারব্ধ ভোগ শেষ করিবার জন্য অস্মিতামাত্রে সমাহি
য়া বহু শরীর ধারণপূর্বক ঐ সকল শরীরে যুগপৎ ভো
য়া প্রারব্ধভোগ সমাপ্ত করিয়া কৈবল্য লাভ করেন। আবা
কোন যোগীর প্রারব্ধবশতঃ লোকানুগ্রহের ইচ্ছা হয়, তবে তি
তামাত্রে সমাহিত হইয়া বহুশরীর ধারণকরতঃ উহা করিত
রন। পূর্বে বিবেকখ্যাতির উদয়ে অবিদ্যার নাশ হওয়ায় এ
ার যোগী জ্ঞানী ও জীবন্মুক্ত। যোগী যে সকল দেহ নির্মা
ন, উহাদের পৃথক্ পৃথক্ চিত্তও থাকে। বিবেকখ্যাতি লাভে
ও যোগী অস্মিতাতত্ত্বে সমাহিত হইয়া বহুশরীর-ধারণ-সাম
করিতে পারেন, কিন্তু উহাতে তাঁহার কৈবল্য লাভ হয় না
ণ ঐ প্রকার যোগশক্তি-প্রভাবে অঙ্গদকে বহু রাবণমূর্তি প্রদর্শ
য়াছিল।

প্রবৃত্তিভেদে প্রয়োজকং চিত্তমেকমনেকেষাম্ ॥ ৫ ॥

[একমেব চিত্তং যোগিনঃ (যোগীর পূর্বসিদ্ধ একটি মাত্র চিত্তই
নকেষাম্ (অনেকচিত্তের) প্রয়োজকং ভবতি (প্রয়োজক হই
ক)]

সূত্রার্থ—যোগীর সেই পূর্বসিদ্ধ একটি মাত্র চিত্তই যোগিসৃষ্ট অনে
ত্তের প্রয়োজক হইয়া থাকে।

ব্যাখ্যা—অতিশয় শুদ্ধসত্ত্ব নির্মাণচিত্ত যোগী যে সকল চি
াণ করেন, উহাদের সকলের মধ্যে সমকালে অধিষ্ঠিত হই

ও সূচীর শতপত্র-ভেদের ন্যায় যোগী পর পরই ঐ ভিন্ন ভি
ত্ত অধিষ্ঠান করেন, তথাপি ঐ কার্য্য (সূচীর শতপত্রভেদে
র) এত দ্রুত সম্পাদিত হয় যে, উহার কালক্রম লক্ষ্যই করা যায় না
বিবেকজজ্ঞানকে এই হিসাবেই অক্রম বলা হইয়াছে।

তত্র ধ্যানজমনাশয়ম্ ॥ ৬ ॥

[তত্র (প্রথম সূত্রে যে পাঁচটি সিদ্ধচিত্তের কথা বলা হইয়াছে
দের মধ্যে) ধ্যানজং চিত্তং (সমাধিজ চিত্তই) অনাশয়
র্মবাসনারহিত)]

সূত্রার্থ—প্রথম সূত্রে যে পাঁচটি সিদ্ধচিত্তের কথা বলা হইয়াছে
দের মধ্যে সমাধিজ চিত্তই কর্মবাসনারহিত।

ব্যাখ্যা—সমাধিজ চিত্তেরই ক্লেশসকল ক্ষয় হওয়ায় উহার কর্ম
থাকে না অর্থাৎ ঐ চিত্তের রাগাদি প্রবৃত্তি বা পুণ্যপাপে
ত সম্বন্ধ নাই। অপর চারিটি সিদ্ধচিত্তে কর্মাশয় বিদ্যমা
ক।

র্মাশুক্লাকৃষ্ণং যোগিনস্ত্রিবিধমিত-
রেষাম্ ॥ ৭ ॥

[যোগিনঃ কর্ম (যোগীর কর্ম) অশুক্লাকৃষ্ণং (পুণ্যবর্জিত
শূন্য) ইতরেষাং কর্ম তু (অপর সকল অজ্ঞানীর কর্ম কিন্তু
বিধং (শুক্ল, কৃষ্ণ এবং শুক্লকৃষ্ণ এই তিন প্রকার)]

সূত্রার্থ—যোগীর কর্ম অশুক্ল ও অকৃষ্ণ অর্থাৎ পুণ্যপাপবর্জিত

ব্যাখ্যা—যাগাদি যে সকল কর্ম শুভ ফল প্রদান করে, উহার কর্ম ।~ ব্রহ্মহত্যাদি যাহা অশুভ ফল প্রদান করে, উহার কর্ম । পাপপুণ্য মিশ্রিত কর্ম শুক্লকৃষ্ণ । যে সকল বিচক্ষ ক দান, স্বাধ্যায় ও তপস্যাদিতে রত, তাহাদের কর্ম শুক্ল বগণের কর্ম কৃষ্ণ । মনুষ্যগণের কর্ম শুক্লকৃষ্ণ । সর্বকর্মফল গী সংন্যাসিগণের কর্ম ঐ সকল কর্ম হইতে বিলক্ষণ, উ ন ফলের আরম্ভক নহে বলিয়া বন্ধনের কারণ হয় না ানৃও গীতায় বলিয়াছেন—"অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রঞ্চ ত্রিবিধং কর্ম ম্ । ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য ন তু সংন্যাসিনাং কচিৎ (১৮।১২ ৎ 'যাহারা কর্মফলে আসক্তি ত্যাগ করিতে পারে না, সে ানিগণের মৃত্যুর পর ইষ্ট, অনিষ্ট এবং ইষ্টানিষ্ট এই ত্রিবি ফলের ভোগ হয় । ফলত্যাগী সংন্যাসিগণের কদাচ ঐ ত্রিবি ভোগ হয় না' ।

ততদ্ বিপাকানুগুণানামেবাভিব্যক্তি র্বাসনানাম্ ॥ ৮

[ততঃ (সেই ত্রিবিধ কর্ম হইতে) তদ্বিপাকানুগুণানাম্ (উহাদে কের অনুরূপ) বাসনানাম্ (বাসনা সকলের) অভিব্যক্তি ঃ (অভিব্যক্তি হয়)]

সূত্রার্থ—পূর্বোক্ত ত্রিবিধ কর্ম হইতে উহাদের বিপাকের অনুরূপ াসকলের অভিব্যক্তি হয় ।

ব্যাখ্যা—উক্ত ত্রিবিধ কর্মের বিপাকবশতঃ যে জন্মে যেরূপ

ফুটিত হইতে পারে না। অর্থাৎ মনুষ্যদেহে মনুষ্যদেহের অনুক
ং পশুদেহে পশুদেহের অনুকূল বাসনাসকলই সহজে ফুটিতে পারে
্যফলে দেবত্ব প্রাপ্তি ঘটিলে পুণ্যভোগকালে নরকভোগের বাস
ল চিত্তে সুপ্তভাবে অবস্থান করে।

জাতিদেশকালব্যবহিতানামপ্যানন্ত-
র্য্যং স্মৃতি-সংস্কারয়োরেকরূপত্বাৎ
॥ ৯

[জাতিদেশকাল-ব্যবহিতানাম্ অপি (জাতি, দেশ ও কালদ্বা
হিত হইলেও) স্মৃতিসংস্কারয়োঃ একরূপত্বাৎ (স্মৃতি ও সংস্কা
রূপত্বহেতু) আনন্তর্য্যং ভবতি (উহাদের আনন্তর্য্য প্রতীত হ
র্থাৎ উহাদের অন্তরাল প্রতীত হয় না)]

সূত্রার্থ—জাতি, দেশ ও কাল দ্বারা ব্যবহিত হইলেও স্মৃতি
স্কারের একরূপত্বহেতু উহাদের আনন্তর্য্য প্রতীত হয়।

ব্যাখ্যা—কোনও বস্তুর অনুভব হইতে আমাদের চিত্তে তজ্জনি
স্কার পড়ে। উহা চিত্তে বাসনারূপে অবস্থান করে। উদ্বো
রণের সাহায্যে ঐ বাসনা চিত্তে স্মৃতিরূপে ফুটিয়া উঠে। অনুভূ
য়টি যদি সংস্কারের অনুকূল হয়, তবে চিত্তে সুখ হয় এ
তিকূল হইলে দুঃখ হয়। এই সুখ দুঃখের অনুভবজনিত সংস্কার
ত্তে থাকিয়া যায় এবং পরে উহারা স্মৃতিরূপে উদিত হই
রায় সুখ দুঃখের কারণ হয়। সংস্কার ফুটিয়া উঠিয়া স্মৃ
স্মৃতি আবার প্রত্যয়রূপ বলিয়া উহা হইতে পুনরায় সংস্ক

দের একরূপতা সিদ্ধ হয়, এইরূপ সংস্কার স্মৃতির কারণ এব
আবার সংস্কারের কারণ হওয়ায় উহাদের একরূপতা সি
। কারণটি কার্য্যের ঠিক্ অব্যবহিত পূর্বেই অবস্থান করে
রাং সংস্কার ও স্মৃতির মধ্যে (কার্য্যকারণ ভাব থাকায়) ব্যবধা
অন্তরাল থাকে না। সেইজন্য সংস্কার ও স্মৃতির আনন্ত
বধান না থাকা) সিদ্ধ হয়। যদি কোনও জন্মের কোন
তির সংস্কার মধ্যে অন্য অনেক জন্মের অন্য জাতির সংস্কারদ্বা
হিতও হয়, তথাপি পুনরায় যখন সেই পূর্ব জন্মের জাতি
প্তি ঘটে, তখন সেই পরবর্ত্তী জন্মে পূর্ব জন্মের জাতির সংস্কা
ল অব্যবহিতভাবে ফুটিয়া উঠে। মনে কর কোনও ব্যি
ন্মে মনুষ্যদেহ লাভ করিয়া মনুষ্য-দেহের সংস্কারসকল লা
য়াছিল, পরে কোন পাপবশে তাহার পশ্বাদি অনেক জন্ম লা
য়াছিল এবং পরে তাহার পুনরায় মনুষ্য দেহ লাভ হইল
প ক্ষেত্রে সেই ব্যক্তির পশ্বাদি দেহে মনুষ্যদেহের সংস্কারসব
ভূত ছিল। কিন্তু পুনরায় মনুষ্যদেহের প্রাপ্তিতে তাহার সে
মনুষ্যজন্মের সংস্কারসকল অব্যবহিতের ন্যায় ফুটিয়া উঠিবে এ
দি জন্মের সংস্কার তখন অভিভূত থাকিবে। মধ্যবর্ত্তী জা
া বা কাল ইহারা সেই পূর্ব মনুষ্যজন্মের সংস্কার সকলের অব
তভাবে ফুটিয়া উঠিবার পক্ষে বাধাস্বরূপ হইবে না।

াসামনাদিত্বং চাশিষো নিত্যত্বাৎ
॥ ১০

[তাসাং (সেই বাসনাসকলের) অনাদিত্বং চ বিদ্যতে (আন

সূত্রার্থ—বাসনাসকলের আনন্তর্য্যের ন্যায় উহাদের অনাদিত্ব
ছ । কারণ দেখা যায় সকল প্রাণীরই 'আমি যেন সর্বদা
কি, আমার অভাব না হয়'—এই প্রকার আশীঃ বা আকাজ্ক্ষা
ক ।

ব্যাখ্যা—সেই সকল বাসনা যে কেবল ব্যবধানশূন্য তাহা নহে
য়া অনাদিও বটে । কারণ, দেখা যায় সকল প্রাণীরই—
মি যেন সর্বদা থাকি, আমার যেন অভাব না হয়'—এই প্রকা
কাজ্ক্ষা দেখা যায় । সদ্যোজাত শিশুরও মরণত্রাস দেখা যায়
কিরূপে আসে ? কারণ, ইহ জন্মের মরণকষ্ট শিশুর এখন
ভব হয় নাই । সুতরাং স্বীকার করিতে হয়, অধুনা শিশু
ধারী জীবটি পূর্ব পূর্ব জন্মে বহুবার মরণক্লেশ অনুভব করিয়াছে
উহার সংস্কার চিত্তে বাসনারূপে অবস্থান করিতেছে । সে
নাই স্মৃতিরূপে ফুটিয়া উঠিয়া শিশুর মৃত্যুভয় উৎপাদন করে
কার সকল অনাদি অর্থাৎ উহাদের আদি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না
যদি বলা যায় যে, এই মৃত্যুভয় স্বাভাবিক, তাহাও বলা সঙ্গত
। কারণ, বস্তুর স্বভাব কখনও বস্তুকে ত্যাগ করে না—স্বভা
রিহার্য্য । সুতরাং শাস্ত্রে যে জীবের মুক্তির কথা আছে, উহা
ম্ভব ও অর্থশূন্য হইয়া পড়িবে । আবার যদি শঙ্কা করা যায়—
ত্মা তো সর্বদা জন্মমৃত্যুর অতীত, তবে মরণত্রাস কাহার হইবে
ত্তরে বলা যায়—'মরণত্রাস চিত্তেরই বৃত্তি, এবং উহা চিত্তে
ত । আত্মার মৃত্যু না থাকিলেও অবিবেকবশতঃ আত্মা চিত্তে
বৃত্তিতে তাদাত্ম্যাধ্যাস করিয়া অর্থাৎ উহার সহিত যেন একাকার
প্রাপ্ত হইয়া চিত্তস্থ ঐ মরণক্লেশ নিজের বলিয়া মনে করেন—

হেতুফলাশ্রয়ালম্বনৈঃ সংগৃহীতত্বা-দেষামভাবে তদভাবঃ ॥ ১১ ॥

[বাসনানাং (বাসনাসকলের) হেতুফলাশ্রয়ালম্বনৈঃ সংগৃহীতত্ব হেতু, ফল, আশ্রয় ও আলম্বনদ্বারা সংগৃহীতত্ব-হেতু) এষা ভাবে (উহাদের অভাবে) তদভাবঃ ভবতি (বাসনাসকলে ভাব হয়)]

সূত্রার্থ—বাসনাসকল হেতু, ফল, আশ্রয় ও আলম্বন দ্বার গৃহীত হয় বলিয়া ঐ সকলের অভাবে বাসনাসকলেরও অভা ।

ব্যাখ্যা—বাসনার মূল হেতু অবিদ্যা, উহার ফল জাতি, আয় ভোগ, আশ্রয় চিত্ত এবং আলম্বন শব্দাদি বিষয়। ধর্ম হইতে এবং অধর্ম হইতে দুঃখ হয়। সুখ হইতে রাগ বা আসক্তি দুঃখ হইতে দ্বেষের উৎপত্তি হইয়া থাকে। উহা হইতে মন ও কায়ের পরিস্পন্দনরূপ প্রযত্ন হইয়া থাকে। সেই প্রয অপরকে অনুগ্রহ ও নিগ্রহ করা যায়। উহা হইতে পুনরা ধর্ম, সুখ, দুঃখ ও রাগদ্বেষের উৎপত্তি হয়। এইরূপে ছয়া বিশিষ্ট সংসারচক্র প্রবর্তিত হয়। এইরূপে প্রতিক্ষণে যে সংসার আবর্তিত হইতেছে, উহার মূলীভূত হেতু অবিদ্যা এবং উহ সকলের হেতু। ক্লেশসকলের বিপাকে জাতি, আয়ুঃ ও ভোগ ফল জন্মে (সাধনপাদ ১৩ সূত্র)। ফলসকল বাসনার মধ্যে ভাবে নিহিত থাকে। বাসনা হইতে অভিব্যক্ত হইলে উহার নামে অভিহিত হয়। সাধিকার চিত্ত বা মনই বাসনার

চ বিবেকখ্যাতিরূপ জ্ঞানাগ্নির উদয়ে বাসনাসকল দগ্ধবীজ হই। তখন চিত্তের অধিকার সমাপ্ত হয় এবং উহাতে বাসনাসক কিতে পারে না। কিন্তু বিবেকখ্যাতি হঠাৎ উৎপন্ন হয় না ক্রিয়াযোগ এবং অষ্টাঙ্গযোগ প্রভৃতিদ্বারা যে যোগীর চিত্তে সকল ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয়, তাঁহার শুদ্ধ চিত্তে বিবেকখ্যাতি হয়। যে বস্তুর অভিমুখী হইয়া যে প্রকার বাসনার অভি হয়, সেই বস্তুই সেই বাসনার আলম্বন বা বিষয়। এইরূপে , ফল, আশ্রয় ও আলম্বন —ইহাদের দ্বারা সর্ববাসনা সংগৃহী উহাদের অভাবে তৎসঞ্চিত বাসনাসকলেরও অভাব হয় নার প্রকৃষ্ট ক্ষয়ই মোক্ষ।

অতীতানাগতং স্বরূপতোঽস্ত্যধ্ব-ভেদাদ্ধর্মাণাম্ ॥ ১২ ॥

[অতীতানাগতম্ (অতীত ও অনাগত বস্তু) স্বরূপতঃ অ রূপতঃ আছে) ধর্মাণাং (ধর্মসকলের) অধ্বভেদাৎ (কালভে তঃই অতীত অনাগতরূপে ব্যবহার হয়)]

সূত্রার্থ—অতীত ও অনাগত বস্তু স্বরূপতঃ আছে; কালভেদবশ সকলের অতীত ও অনাগতরূপে ব্যবহার হয়।

ব্যাখ্যা—ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন—"অসতের অস্তিত্ব না সতের অভাব নাই" (২।১৬)। সকল বস্তুই ভূত, ভবিষ্য বর্তমান এই তিন কালে কোন না কোনরূপে বিদ্যমান থাকে যদি না হইত তবে বস্তুসকলের অতীত ও অনাগত (ভবিষ্যৎ

হার জ্ঞান হয়। ঋষিগণ ত্রিকালজ্ঞ ছিলেন, ইহাও শাস্ত্রে শুন
এবং ঈশ্বর স্বভাবতঃ সর্বজ্ঞ বলিয়া ত্রিকালজ্ঞ। এমন কি
াদের মধ্যেও যাঁহারা সূক্ষ্ম চিন্তাশীল ও দূরদর্শী তাঁহারা
ক অতীত ও ভবিষ্যতের কথা জানিতে পারেন। অসদ্ ব
একবারে নাই—যেমন বন্ধ্যাপুত্র, শশশৃঙ্গ প্রভৃতি উহারা কাহার
নের বিষয় হইতে পারে না। যাহা আছে, উহাই জ্ঞানে
য় হয়। সুতরাং যখন আমাদের অতীত ও অনাগত বস্ত
হয়, তখন উহাদিগকে অবশ্যই আছে বলিতে হইবে।
কারণে যাহা থাকে, উহাই কার্য্যরূপে অভিব্যক্ত হয়—কারণে
নাই, উহার উৎপত্তি অসম্ভব। কারণ অসৎ বা শূন্য হইতে
সদ্‌বস্তুর আবির্ভাব সম্ভব নয়। তিলে তৈল থাকে বলিয়া
পেষণ করিয়া তৈল পাওয়া যায়, বালু পেষণ করিয়া উহ
য়া যায় না। আবার আম্রবীজের মধ্যে আম্রবৃক্ষ লুক্কায়িত
ব থাকে বলিয়াই মাটি, জল, রৌদ্র প্রভৃতি উপযুক্ত নিমিত্তে
যে উহা কালে আম্রবৃক্ষরূপে ফুটিয়া উঠে—উহা হইতে অ
হয় না। আমরা সাধারণতঃ মনে করি, অতীত ও অনাগ
হায় বস্তুসকলের অভাব হয়, কিন্তু ঐ ধারণা ঠিক্ নয়—কার
বা শূন্য হইতে কোন বস্তুর উৎপত্তি হয় না। উহা হইতে
স্থানেই সর্ববস্তুর উৎপাদন করা যাইত—কারণ শূন্য সর্বত্র
ত।

যদি প্রশ্ন কর—'বস্তুসকল যদি উৎপত্তির পূর্বে ও নাশের প
ক, তবে উহাদের উপলব্ধি হয় না কেন'? তদুত্তরে বলা য
াল ভেদে একই বস্তুর নানা অবস্থান্তর ঘটে—যেমন এক

হা আছে। ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন—"ভূতসকল আদিতে
ক্ত থাকে, মধ্যে উহারা ব্যক্ত হয়, আবার নিধনকালে উহার
ক্তরূপ প্রাপ্ত হয়" (২।২৮)। বস্তুসকল ব্যক্তাবস্থায় বর্তমা
রা ব্যবহৃত হয়। ব্যক্ত হইলে বস্তুসকল স্ফুটরূপে উপলব্ধি
হয় এবং ব্যবহারযোগ্যতা লাভ করে। অতীত ও অনাগ
হায় উহারা উহাদের কারণে শক্তিরূপে অব্যক্তভাবে লী
, উহাদের একবারে নাশ হয় না—তবে উহাদের ব্যবহার
্যতা থাকে না।

মৃত্তিকারূপ কারণে যদি ঘট বিদ্যমান না থাকিত, তবে কিসে
ায় কুম্ভকার মৃত্তিকাপিণ্ড লইয়া ঘটোৎপাদনের চেষ্টা করে
কার যদি জানিত যে, মৃত্তিকার মধ্যে ঘটশক্তি নাই, তবে
কা হইতে ঘট-নির্মাণের বৃথা চেষ্টা করিত না। 'মৃত্তিকা
ঘটশক্তি আছে'—উহার অর্থ মৃত্তিকার মধ্যে ঘট সূক্ষ্মভা
ইয়া আছে, উহাই কুম্ভকারের ইচ্ছা, প্রযত্নাদি দ্বারা (ঘটোৎ
র বাধা সকল অপসৃত হইলে) ঘটরূপে অভিব্যক্ত হয়। সে
র কতপ্রকার মূর্তি বা বিশেষ বিশেষ আকার হইতে পারে
ইয়ত্তা নাই। কারণ মৃত্তিকারূপ কারণে অসংখ্যপ্রকা
র্তি অব্যক্তভাবে অবস্থান করিতেছে। ঘট যখন নাশ প্রা
তখন উহা মৃত্তিকারূপ কারণে পুনরায় লীনভাবে অবস্থা
। এখানে আমরা স্থূল মৃত্তিকার দৃষ্টান্তে সদ্বস্তুর অভাব হ
ইহা বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু সূক্ষ্মভাবে দেখিতে
প্রলয়ে সকল বস্তুই ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির মধ্যে লীন হয় এব
কালে উহারা উপযুক্ত নিমিত্তের সাহায্যে সেই প্রকৃতি হইতে

য কূটস্থসৎ অর্থাৎ পুরুষ সর্বদাই বর্ত্তমান ও অবিকারী; কি
গুণাত্মিকা প্রকৃতি পরিণামিসৎ। অর্থাৎ প্রকৃতিও সর্বদা
ছ, কিন্তু উহা সর্বদা পরিণাম প্রাপ্ত হয়। যদি শঙ্কা কর-
কৃতি থাকা সত্ত্বেও পুরুষ কিরূপে মুক্ত হইবেন'? ইহার উত্ত
যে পুরুষ বিবেকখ্যাতি লাভপূর্বক কৃতার্থতা লাভ করিয়াছে
ই পুরুষকে অপবর্গপ্রদানকরতঃ উহার প্রতি প্রকৃতির কার্য্য শে
এবং প্রকৃতি আর উঁহার দৃষ্টিপথে আবির্ভূতা হন না। কি
পুরুষসকলের উপর তখনও প্রকৃতির প্রভাব চলিতে থাকে
সাধনপাদের ২২ সূত্রে দেখান হইয়াছে।

তে ব্যক্তসূক্ষ্মাগুণাত্মানঃ ॥ ১৩ ॥

[তে ব্যক্তসূক্ষ্মাঃ (পূর্বোক্ত সেই ব্যক্ত ও সূক্ষ্ম ধর্মসকল
ত্মানঃ (সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণাত্মক)]

সূত্রার্থ—পূর্বসূত্রে কথিত সেই ব্যক্ত ও সূক্ষ্ম ধর্মসকল ত্রিগুণাত্মক
ারণ ধর্মসকল ধর্মীকে অতিক্রম করিয়া থাকিতে পারে না)।

ব্যাখ্যা—'ব্যক্ত' শব্দের অর্থ যাহা বর্ত্তমান অধ্বায় (কালে
স্থিত। 'সূক্ষ্ম' শব্দের অর্থ যাহা অতীত বা অনাগত অ
প্ত। ব্যক্ত বা সূক্ষ্ম যাহা কিছু পদার্থ আমরা দেখি বা জানি
রা সমস্তই ত্রিগুণাত্মক ও পরিণামশীল—সমস্তই তিন গুণের বিশে
শেষ সন্নিবেশ মাত্র। পরমার্থতঃ উহারা ত্রিগুণ-স্বরূপ। শা
দিষ্ট হইয়াছে—"গুণানাং পরমং রূপং ন দৃষ্টি পথমৃচ্ছতি। য
পথং প্রাপ্তং তন্মায়েব সুতুচ্ছকম্"॥ অর্থাৎ 'গুণসকলের যাহা প

ত পরিণামকেই সুতুচ্ছ বলা হইল এবং সেই পরিণামই আমাদের গোচর হয়। উহাতে অভিমান করিয়া পুরুষ সুখ দুঃখ ভোগ ন। গুণসকলের যে সাম্যাবস্থা উহাই গুণসকলের পরমরূপ— ই মূলা প্রকৃতি; উহাকে সুতুচ্ছ বলা হয় নাই, ইহা লক্ষ্যণীয়

পরিণামৈকত্বাদ্ বস্তুতত্ত্বম্ ॥ ১৪ ॥

[গুণানাম্ অঙ্গাঙ্গিভাবগমনলক্ষণস্য (গুণসকলের অঙ্গাঙ্গিভা রূপ) পরিণামস্য একত্বাৎ (পরিণামের একত্বহেতু) বস্তুনঃ তত্ত্ব স্তুর তত্ত্ব) একমেব (একই)]

সূত্রার্থ—গুণসকলের অঙ্গাঙ্গিভাব প্রাপ্তিরূপ পরিণামের একত্বহে তত্ত্ব একই থাকে।

ব্যাখ্যা—যদি সকল বস্তুই গুণত্রয়-নির্মিত হয় এবং গুণসকল ত পরিণামশীল হয়, তবে বস্তুসকলের ইহা মহত্তত্ত্ব, ইহা অহংকা ইন্দ্রিয়, ইহা পৃথিবী, ইহা জল ইত্যাদি নাম দিয়া একত্ব কল্প পে হইতে পারে? ইহার উত্তর—গুণ সকলের অঙ্গাঙ্গিভা ণাম স্বীকার করিয়া এক এক গুণের প্রাধান্যে বস্তুসকলের ভিন্ন ভি দিয়া উহাদের একত্ব ব্যবহার সম্ভব হয়। যেমন প্রকৃতির মধ্যে সত্ত্বগুণের প্রাধান্য ঘটে, তখন উহার পরিণাম হইতে থাকিলে গুণকে অঙ্গীরূপে এবং রজস্তমোগুণকে অঙ্গরূপে কল্পনা করি ের প্রাধান্যহেতু উহাকে সত্ত্বপ্রধান এক মহত্তত্ত্বরূপে অভিহি হয়। আবার যখন প্রকৃতির মধ্যে রজোগুণের প্রাধান্য হ ন রজোগুণকে অঙ্গীরূপে এবং সত্ত্ব ও তমোগুণকে অঙ্গরূপে

বে মিলিত গুণত্রয়ের মাত্রার তারতম্যানুসারে প্রকৃতি বহুধ
াম প্রাপ্ত হইলেও ঐ সকল পরিণামের কোন একটি ধর্মকে
নভাবে এবং অন্য ধর্মগুলিকে অঙ্গরূপে গ্রহণ করিয়া আমরা
দিগকে মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, দেহ পঞ্চভূত ইত্যাদি এক এক নামে
হিত করিয়া ব্যবহার করি।

স্তুসাম্যেঽপি চিত্তভেদাত্তয়োর্বিভক্ত পন্থাঃ ॥ ১৫ ॥

[বস্তুসাম্যে অপি (বস্তুর একত্ব থাকিলেও) চিত্তভেদাৎ (চিত্ত
র ভেদ বশতঃ) তয়োঃ (জ্ঞান ও জ্ঞেয় বিষয়ের) পন্থা
র্গ) বিভক্তঃ (ভিন্ন)]

সূত্রার্থ—বস্তু এক হইলেও সেই বস্তুতে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ভিন্
চিত্তবৃত্তি দেখা যায় বলিয়া বস্তুজ্ঞান ও বিষয়ের মধ্যে ভে
হ।

ব্যাখ্যা—এক সম্প্রদায়ের বৌদ্ধগণ বলেন—'চিত্ত ক্ষণিক-বিজ্ঞান
প। বিজ্ঞান-ব্যতীত বস্তুসকলের পৃথক্ সত্তা নাই।' এই সূত্রে
র্তী সূত্রে উক্ত মতের প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছে। বলা হইল, ব
রূপ হইলেও চিত্তভেদে উহা বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট বিভিন্নরূপে
ভাত হয়। যেমন রূপলাবণ্যবতী একই স্ত্রী মূর্তি পতির চিত্তে সু
ান করে, সপত্নীর চিত্তে দুঃখ ও দ্বেষ উৎপাদন করে, কামু
ক উহাতে মোহিত হয় এবং বিরক্ত পুরুষের নিকট উহা উপে
বস্তু হইয়া থাকে। নারীদেহটী এক হইলেও উহা বিভি

উহারা এক হইতে পারে না। যদি শঙ্কা কর—'একই বস্তুতে
রূপে বিজ্ঞানের নানাত্ব ঘটিতে পারে?' তদুত্তরে বলি—'বস্তুমাত্রে
ণাত্মক এবং সর্বদা পরিণামশীল—সেইজন্য আমাদের চিত্তও সর্বদ
ণামশীল। ধর্ম, অধর্ম, অবিদ্যাদি নিমিত্তের সাহায্যে গুণসক
প্রধান, রজঃপ্রধান ও তমঃপ্রধানরূপে পরিণত হইয়া আমাদের চিত্তে
কারা, দুঃখাকারা প্রভৃতি বৃত্তির উৎপাদন করে এবং সংস্কার
জন্য একই বস্তুতে বিভিন্ন ব্যক্তির চিত্তে বিভিন্ন প্রকা
বৃত্তি বা বিজ্ঞান উৎপাদনের কারণ হয়।

ন চৈকচিত্ততন্ত্রং বস্তু তদপ্রমাণকং তদা কিং স্যাৎ ॥ ১৬ ॥

[ন চ একচিত্ততন্ত্রং বস্তু (বস্তু একচিত্তাধীন নয়). যদা ত
মাণকং স্যাৎ (যখন সেই চিত্ত সেই বস্তুবিষয়ে প্রমাণ না হয়
কিং স্যাৎ (তখন কি হইবে?)]

সূত্রার্থ—বস্তু এক চিত্তাধীন নয়। যেহেতু, যখন সেই ব
চিত্তদ্বারা প্রমিত না হয়, তখন উহা কি হইবে? অর্থা
কি বিলুপ্ত হইবে?

ব্যাখ্যা—বিজ্ঞান-ব্যতীত বিষয়সকলের পৃথক্ সত্তা স্বীকার ন
লে প্রশ্ন হইবে—'বিষয়সকল কি এক চিত্ত-পরিকল্পিত, অথব
চিত্ত-পরিকল্পিত'? যদি বলা যায়—'উহারা এক চিত্ত-পরিকল্পিত
উহা ঠিক নয়। মনে কর 'ঘট' বস্তুটি আমার চিত্তের বিজ্ঞা
ত উৎপন্ন। আমি যখন পট চিন্তা করিব, তখন ঘট-বিজ্ঞানে

করে। আবার যদি বল—'ঘট' বহুচিত্ত-পরিকল্পিত, তবে ও সঙ্গত নয়। কারণ, বহু চিত্তের সংস্কারসকল ভিন্ন ভিন্ন জন্য উহাদের একরূপ কল্পনার হেতু নাই। বিজ্ঞানব্যতীত পৃথক্ সত্তা স্বীকার না করিলে বস্তুসত্তা প্রাতিভাসিক হইয়া। প্রাতিভাসিক বস্তু ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির নিকট ভিন্ন ভিন্নরূপে মান হয়। যেমন একই রজ্জুতে যে সর্পের প্রতিভাস, উহা ব্যক্তির সমান নয় এবং এক চিত্তে দৃষ্ট স্বপ্ন অপর চিত্তের স্বপ্ন হইতে ভিন্নই হয়। কিন্তু আমরা সকলেই বাহ্য চন্দ্র এবং ঘট, পটাদি বস্তুসকলকে এক প্রকারই দেখি, উহাদিগকে ভিন্ন রূপ মনে করি না। এই সকল কারণ হইতে প্রমাণিত যে, বিজ্ঞানের অতিরিক্ত বিষয়সকল আছে। সেই বিষয়সকল পুরুষ-সাধারণ এবং উহারা প্রকৃতির স্বাভাবিক পরিণামে স্বতন্ত্র উৎপন্ন। আমাদের চিত্তসকল সেই বিষয়সকলের উপর পড়িয়া তৎ আকারে পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া সেই সেই বিষয়ের বিভিন্ন জ্ঞান উৎপন্ন করে। প্রত্যেক বস্তুর স্বতন্ত্র সত্তা থাকায় সকলেরই সেই বস্তুবিষয়ে একই প্রকার জ্ঞান হইয়া থাকে। অতএব ও উহার বিজ্ঞান সম্পূর্ণ পৃথক্।

তদুপরাগাপেক্ষিত্বাচ্চিত্তস্য বস্তু জ্ঞাতাজ্ঞাতম্ ॥ ১৭ ॥

[চিত্তস্য (চিত্তের) তদুপরাগাপেক্ষিত্বাৎ (সেই সেই বিষয়দ্বারা উপরাগের বা তদাকার পরিগ্রহের অপেক্ষা থাকায়) বস্তু জ্ঞাতম্ অজ্ঞাতং চ ভবতি (বস্তু জ্ঞাত ও অজ্ঞাত হইয়া থাকে)]

ভিন্ন বস্তুর বিজ্ঞান হইয়া থাকে। উহা না হইলে উহা
জ্ঞাত থাকিয়া যায়।

ব্যাখ্যা—আমাদের চিত্ত কোন বিষয় জানে বা কোন বি
ন না। যে সকল বস্তুর উপর আমাদের চিত্ত পতিত হই
কার ধারণ করে, উহাদের জ্ঞান আমাদের হয়। কিন্তু
ল বস্তুর উপর আমাদের চিত্ত পড়ে না, বা পড়িয়াও তদাকা
ণ করে না, উহাদের জ্ঞান আমাদের হয় না। কোন ব
ক চিত্তবৃত্তিতে আরূঢ় চৈতন্যকেই সেই বস্তুবিষয়ক জ্ঞান বলে

দাজ্ঞাতাশ্চিত্তবৃত্তয়স্তৎ প্রভোঃ পুরুষস্যাপরিণামিত্বাৎ ॥ ১৮ ॥

[চিত্তবৃত্তয়ঃ (চিত্তের বৃত্তিসকল) সদা জ্ঞাতাঃ ভবন্তি (সব
ত হইয়া থাকে) যতঃ (যেহেতু) তৎ প্রভোঃ পুরুষস্য (তাহা
ষ্ঠাতা পুরুষের) অপরিণামিত্বাৎ (চিদ্রূপতাহেতু পরিণাম নাই

সূত্রার্থ—চিত্তের অধিষ্ঠাতা পুরুষের পরিণাম না থাকায় চিত্ত
সকল সর্বদা জ্ঞাত হইয়া থাকে।

ব্যাখ্যা—আমাদের চিত্তে সুখ, দুঃখ, ভয়, শোকাদি যে কে
র উদয় হয় আমরা তৎক্ষণাৎ বিনা প্রযত্নেই আত্মচৈতন্য দ্বা
জানিতে পারি। আবার আমাদের বুদ্ধি কোন বিষয় জানি
রিয়াছে, ইহা আমরা যেমন জানি, তেমনি আমাদের বুদ্ধি কো
নিস জানিতে পারে নাই, ইহাও আমরা জানিতে পারি। বুদ্ধি
জ্ঞাততা বা অজ্ঞাততা চৈতন্যস্বরূপ আত্মা বা পুরুষ দ্বা
শিত হয়। বুদ্ধি কোন বস্তু জানে বা কোন বস্তু জানে না

র সর্বাবস্থার জ্ঞাতা। বুদ্ধির জ্ঞানচক্ষুঃ আবৃত হইলেও আত্মা
দৃষ্টি আবৃত হয় না। সেইজন্য বৃহদারণ্যকে বলা হইয়াছে—
হি দ্রষ্টুর্দৃষ্টে-র্বিপরিলোপো বিদ্যতেঽবিনাশিত্বাৎ" (৪।৩।২
ৎ 'দ্রষ্টার দৃষ্টি অবিনাশী বলিয়া উহার কখনও লোপ হয় না।
জন্য আত্মা নির্বিকার। আত্মা যদি নির্বিকার না হইতেন
বুদ্ধির পরিবর্তন জানা যাইত না। স্থিতি ভিন্ন গতির ধার
পে হইবে ?

যেমন নির্মল স্ফটিকে কোন বস্তু প্রতিবিম্বিত হইয়া উ
কে আপনার বর্ণে অনুরঞ্জিত মত করিয়া উহা দ্বারা প্রকাশি
এইরূপ স্ফটিকবৎ অতি নির্মল আত্মাতে প্রতিবিম্বিত হই
কে যেন অনুরঞ্জিত করিয়া বস্তুসকল উহারই জ্ঞানালো
শিত হয়। আত্মা সর্বদা স্থির ও কূটস্থ হওয়ায় বিবেকদ্বা
যতই আত্মাভিমুখ হয়, ততই চিত্তের স্থিরতা আসে। নতু
স মনের দ্বারা মনের সমাপ্তি ঘটে না। কারণ, চিত্ত ত্রিগুণ
প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন বলিয়া উহা স্বভাবতঃ পরিবর্তনশীল।

ন তৎ স্বাভাসং দৃশ্যত্বাৎ ॥ ১৯ ॥

[তৎ (সেই চিত্ত) ন স্বাভাসং (স্ব-প্রকাশ নয়) দৃশ্যত্ব
হেতু, তাহা দৃশ্য)]

সূত্রার্থ—চিত্ত দৃশ্য পদার্থ বলিয়া তাহা স্বপ্রকাশ নয়।

ব্যাখ্যা—যদি এরূপ শঙ্কা কর,—'চিত্তবস্তুটি তো স্বয়

য়োজন কি ?' এতদুত্তরে বলা যায়—'চিত্ত আত্মার দৃশ্য বলি
। আমার যে চিত্ত বা মন আছে, ইহা আমি জানি
রি এবং চিত্তের কাম, ক্রোধাদি বৃত্তিসকলের উদয় ও অ
ই আমিই জানি। সুতরাং চিত্ত জ্ঞেয় বস্তু হওয়ায় উহা জ
জন্য উহার প্রকাশ ধর্ম নাই। যে আমি চিত্ত ও উহা
সকলের উদয়াস্ত জানিতে পারি, উহাই চেতন আত্মা বা পুরুষ
াই স্বয়ংপ্রকাশ। তবে দর্পণে প্রতিফলিত সূর্য্যকে যেমন সূর্যে
তেজবিশিষ্ট দেখায়, এইরূপ চিত্তে সত্ত্বগুণের প্রাধান্যবশতঃ উ
ার জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হইয়া চেতনবৎ প্রতিভাত হয়
াই সকল বস্তুকে প্রকাশ করেন। আত্মার সেই প্রকাশধর্ম
শতঃ চিত্তে আরোপিত করিয়া চিত্তকে প্রকাশ ধর্মবান্ ম
হয় মাত্র। সুতরাং চিত্ত স্বয়ংপ্রকাশ নহে।'

কসময়ে চোভয়ানবধারণম্ ॥ ২০ ॥

[একসময়ে (একক্ষণে) উভয়ানবধারণং (স্ব এবং অপর বস্ত
সম্ভব হয় না)]

সূত্রার্থ—চিত্ত একই সময়ে স্ব ও অপর বস্তু গ্রহণ করিতে
র না।

ব্যাখ্যা—ক্ষণিক-বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধমতে বস্তু সকলের একক্ষণমা
ত্ব স্বীকার করা হয়। তাঁহাদের মতে যাহা উৎপত্তি, উহা
এবং উহাই কারক। চিত্তও ক্ষণিক বস্তু—সুতরাং উহাদে
া, জ্ঞান ও জ্ঞেয় একক্ষণেই স্থিত এবং উহারা এক। কি

াক্তে বৌদ্ধ মতটি সঙ্গত নয়। কারণ একই ক্ষণে চিত্তে
প ও অপররূপগ্রহণ সম্ভব নয়। কারণ চিত্তের দুইটি বৃ
একটি 'অহং বৃত্তি', অপরটি 'ইদং-বৃত্তি'। উহাদের মে
ংবৃত্তিটি আন্তর এবং ইদংবৃত্তিটি বাহ্য-বস্তু-বিষয়ক। এই দুই
বিরুদ্ধ হওয়ায় একক্ষণে যুগপৎ উহাদের অবস্থান হইতে পা
। অর্থাৎ যে ক্ষণে 'অহং' এর অনুভব হয়, সে ক্ষণে 'ইদ
অনুভব হয় না, আবার 'ইদং' এর অনুভবক্ষণে 'অহং' এ
ভব হয় না। সুতরাং একই কালে চিত্ত স্ব এবং অপরবস্তু
াশ করিতে না পারায় চিত্ত স্বপ্রকাশ নয়। পরন্তু সাক্ষিরূ
া বা চেতন পুরুষ অহং ও ইদং বৃত্তিতে অনুগত থাকি
ৎ উহাদের প্রকাশ করেন—সুতরাং আত্মাই স্বপ্রকাশ। অহংবৃ
ইদংবৃত্তি কালাবচ্ছিন্ন, কিন্তু চৈতন্য-স্বরূপ আত্মায় কাল না থাক
তে ক্ষণের ক্রম নাই।

ত্তান্তরদৃশ্যে বুদ্ধিবুদ্ধেরতিপ্রসঙ্গঃ স্মৃতিসঙ্করশ্চ ॥ ২১

[চিত্তান্তরদৃশ্যে (এক চিত্তবৃত্তিকে অন্য চিত্তবৃত্তির দৃশ্য স্বীকা
লে) বুদ্ধিবুদ্ধেঃ অতিপ্রসঙ্গঃ স্যাৎ (জ্ঞানবিষয়ক জ্ঞানের অতিপ্রস
উপস্থিত হয়) স্মৃতিসঙ্করশ্চ স্যাৎ (স্মৃতিসঙ্কর দোষ
া থাকে)]

সূত্রার্থ—এক চিত্তবৃত্তিকে অন্য চিত্তবৃত্তির দৃশ্য মানিলে অন
ধারারূপ অতিপ্রসঙ্গ বা অনবস্থা দোষ আসিয়া পড়ে এ

ত্তর সাক্ষিরূপ কোন পুরুষ-স্বীকারের প্রয়োজন নাই। এক
বৃত্তি অপর চিত্তবৃত্তির দৃশ্য ইহা ইহা স্বীকার করিলেই তে
তে পারে'? ইহার উত্তরে বলা হইতেছে যে, এক চিত্তবৃ
চিত্তবৃত্তির দৃশ্য হইলে, শেষোক্ত চিত্তবৃত্তিটির দ্রষ্টা অপর চিত্ত
এবং তাহার দ্রষ্টা আবার অপর চিত্তবৃত্তি, এইরূপে অন
বৃত্তির দ্রষ্টৃত্ব কল্পনা করিতে হইবে। কোথাও বিশ্রান্তি ঘটিে
ইহাই অনবস্থা দোষ। এইরূপে কোন্ বৃত্তিটি যে প্রকৃত জ্ঞা
র নির্ণয় হইবে না। শুধু তাহাই নয়, ইহাতে স্মৃতি-সাঙ্ক
ও হইবে। অর্থাৎ উহাতে কোন এক অনুভবের বিশুদ্ধ স্মৃ
না; পূর্বোক্ত অনুভবসকলের স্মৃতিসকল মিশ্রিত হই
ব।

তেরপ্রতিসংক্রমায়াস্তদাকারতা-
পত্তৌ স্ববুদ্ধিসংবেদনম্ ॥ ২২ ॥

[অপ্রতিসংক্রমায়াঃ চিতেঃ (প্রতিসঞ্চারশূন্য অর্থাৎ অপরিণামিন
শক্তির) তদাকারতাপত্তৌ (বুদ্ধিবৃত্তির আকারপ্রাপ্তের ন্যায় অবস্থ
) স্ববুদ্ধিসংবেদনং ভবতি (স্ব অর্থাৎ চিতিশক্তির নিজের এব
জ্ঞান হইয়া থাকে)]

সূত্রার্থ—যদিও চিতিশক্তি অপরিণামিনী তথাপি অবিবেকবশত
সহিত উহার সম্পর্ক ঘটিলে উহা বুদ্ধিবৃত্তির আকারে আকারবা
হইয়া নিজের ও বুদ্ধির জ্ঞান উৎপন্ন করে অর্থাৎ উহা নিজেকে
বুদ্ধিকে প্রকাশিত করে।

ব্যাখ্যা—চিতিশক্তি অপরিণামিনী ও বুদ্ধি পরিণামী। ঘট

বলে। বুদ্ধি বৃত্তিরূপে পরিণাম প্রাপ্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে
ন্থিত বিভুচৈতন্য দ্বারা উহা পূর্ণ হইয়া যায়—যেমন তরঙ্গ জ
পূর্ণ হইয়া যায়। বুদ্ধির নানাকার গ্রহণসামর্থ থাকিলে
বলিয়া উহার নিজের প্রকাশশক্তি নাই। কিন্তু সাত্ত্বিকতাহে
চৈতন্যের প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিতে পারে এবং চৈতন্য-প্রতিবি
করিয়া বুদ্ধিও চেতনবৎ প্রতীয়মান হয়। চিৎ ও জ
দ্ধ-স্বভাব বলিয়া উহাদের প্রকৃত পক্ষে সংযোগ হয় না। তথা
ক বুদ্ধির সহিত চৈতন্যের কিছুটা সাদৃশ্য থাকায় অনাদি অবিদ্য
বে উহাদের সংযোগ-প্রাপ্তির ন্যায় অবস্থা ঘটে। তখন চিতি
বুদ্ধি-প্রদত্ত সেই সকল আকারকে জ্ঞানালোক দ্বারা উজ্জ
য়া উহাদিগকে প্রকাশ করে এবং উহাদিগকে প্রকাশ করিতে
নিজেও প্রকাশিত হয়। সেইজন্য কেনোপনিষদে ব
াছে—"প্রতিবোধ-বিদিতম্" অর্থাৎ 'আত্মা প্রতি বোধে বিদি
তছেন'। আত্মচৈতন্যের ঐ প্রকাশকে বুদ্ধিতে আরোপি
য়া উহাকে বুদ্ধির প্রকাশ বলিয়া মনে করা হয়।

আবার আত্মা অবিক্রিয় বলিয়া আত্মা প্রকাশ-ক্রিয়ার কর্তা নহেন
র ক্রিয়া আত্মাতে আরোপিত করিয়া আত্মাকে প্রকাশক্রিয়া
মনে করা হয়। যেমন নির্মল স্ফটিকের সম্মুখে স্থিত জবা
ার লোহিতাদি বর্ণ আপনিই প্রকাশিত হয়, এ বিষয়ে স্ফটিকে
নাই, এইরূপ স্ফটিক অপেক্ষাও শুদ্ধ ও স্বচ্ছ চৈতন্য
ধিমাত্রে বিষয়সকল স্বয়ংই প্রকাশিত হয়, উহাতে চেতন-পুরুষে
ত্ব নাই। এক শুদ্ধচৈতন্যই প্রকৃতির সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণে
চফলিত হইয়া দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শন বা জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞে

দ্রষ্টৃদৃশ্যোপরক্তং চিত্তং সর্ব্বার্থম্
॥ ২৩ ॥

দ্রষ্টৃ-দৃশ্যোপরক্তং চিত্তং (চিত্ত দ্রষ্টা চেতন পুরুষ এবং দৃশ্
দি বিষয় উভয়ের দ্বারা উপরক্ত হইতে পারে বলিয়া) সর্বার্থম্
া সমস্ত বস্তুকেই বিষয়রূপে গ্রহণ করিতে পারে)]

সূত্রার্থ—চিত্ত চিৎসন্নিধানে চৈতন্যের দ্বারা এবং বিষয়-সন্নিধানে
য়ের দ্বারা উপরঞ্জিত হয় বলিয়া উহা চেতনাচেতন সর্ব বস্তুকেই
করিতে সমর্থ হয়।

ব্যাখ্যা—চিত্তের চিন্মাত্রাকারা ও বিষয়াকারা উভয় প্রকা
ই হইতে পারে বলিয়া চিত্ত সর্বার্থ বা সর্ববস্তুর গ্রাহক
মি চৈতন্য-স্বরূপ পুরুষ' এই প্রকার বুদ্ধিকেই চিন্মাত্রাকারা বৃ
। চিন্মাত্রাকারা-বৃত্তি মুক্তির এবং বিষয়াকারা বৃত্তি বন্ধনে
ণ হয়।

"মন মন্তব্য বিষয়দ্বারা উপরঞ্জিত হয়। আবার সেই মন
বলিয়া বিষয়ী পুরুষের সহিত আত্মভূত বৃত্তিদ্বারা অভিসম্বদ্ধ
জন্য চিত্তই দ্রষ্টৃদৃশ্যোপরক্ত অর্থাৎ দ্রষ্টা ও দৃশ্যের সহিত সম্বন্ধযুক্ত
বিষয়বিষয়িরূপে ভাসমান হয় এবং উহা চেতনাচেতন স্বরূপাপন্ন
াত্মক হইয়াও উহা অবিষয়াত্মকের মত, অচেতন হইয়া
নের ন্যায়। স্ফটিকমণির সর্বার্থ-গ্রহণের ন্যায়, চিত্তের সর্বা
হেতু চিত্তকে সর্বার্থ বলা হয়। চৈতন্য-স্বরূপ পুরুষের সহি
র এই প্রকার সারূপ্য দেখিয়া কেহ কেহ ভ্রান্তিবশতঃ চিত্তে

ব্যতীত উহাদের পৃথক্ অস্তিত্ব নাই। এই প্রকার মতাবলম্বিগ কম্পার পাত্র। কারণ, তাঁহাদের মতে সর্বাকার-গ্রাহক (দ্রষ্ট দিরূপে ভাসমান) ভ্রান্তিবীজ চিত্ত বিদ্যমান আছে। সবিক ধি-প্রজ্ঞাতে প্রতিবিম্বীভূত যে প্রজ্ঞেয় অর্থ বা বিষয় উহা ম্বন-স্বরূপ চেতন পুরুষ, সেই প্রজ্ঞেয় অর্থ হইতে ভিন্ন র্থাৎ সবিকল্প সমাধিকালে যে প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়, উহাতে ধ্যাতা ও ধ্যেয় এই তিন পদার্থ ভাসমান হয়। যে চৈতন্যরূ রে পূর্বোক্ত ত্রিপুটী ভাসমান হয়, সেই চৈতন্য-স্বরূপ পুরুষ ঐ টী হইতে ভিন্ন)। উহা না মানিয়া চিত্তকেই বিজ্ঞান-স্বরূ লে—কিরূপে প্রজ্ঞাদ্বারাই প্রজ্ঞাস্বরূপের অবধারণ হইবে র্থাৎ উহাতে আত্মাশ্রয় দোষ ঘটিবে)। অতএব প্রজ্ঞাতে বিম্বীভূত অর্থ বা বিষয় যাহা দ্বারা অবধারিত হয়, তিনি । গ্রহীতা, গ্রহণ ও গ্রাহ্যের স্বরূপভেদ চিত্তভেদবশতঃ থাকে। উহারা পুরুষের বিজাতীয় এবং পুরুষ হইতে পৃথক্ পে যাঁহারা বিভাগপূর্বক চিত্ত ও পুরুষের ভেদ অবগত হন রাই সম্যগ্‌দর্শী, তাঁহাদের দ্বারাই পুরুষ অধিগত হন।" সভাষ্য)।

কসংখ্যেয়বাসনাভিশ্চিত্রমপি পরার্থং সংহত্যকারিত্বাৎ ॥ ২৪ ॥

তৎ চিত্তম্ (সেই চিত্ত) অসংখ্যেয় বাসনাভিঃ (অসংখ্যেয় দ্বারা) চিত্রম্ অপি (নানা রূপ হইলেও) সংহত্যকারিত্বাৎ

সূত্রার্থ—সেই চিত্ত অসংখ্যেয় বাসনা দ্বারা নানা রূপ হইলে
। দেহেন্দ্রিয়াদির সহিত মিলিত হইয়া পরার্থে প্রবৃত্ত হয় অথ
ষের ভোগ ও অপবর্গ সাধন করে।

ব্যাখ্যা—গৃহ শয্যাদি বস্তু যাহারা নানা বস্তুর মিলনে উৎ
উহারা নিজেদের প্রয়োজন-সিদ্ধির জন্য সংহত বা মিলিত
। উহারা ঐ সকল হইতে ভিন্ন অপর কোন মানুষের প্রয়ো
দ্ধি করে। এইরূপ সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের মিলনে যে চিত্তে
পত্তি হয়, যাহাতে পূর্ব পূর্ব জন্মের অসংখ্য বাসনাসকল নিহি
ক, সেই চিত্ত পুরুষেরই প্রয়োজন সিদ্ধি করে, নিজের প্রয়ো
দ্ধি করে না। ধর্মাধর্মের সংস্কারসকল পুরুষের সুখদুঃখা
গের কারণ হয়। ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন ভো
য়-সকল ভোক্তা পুরুষ হইতে ভিন্ন। এই ত্রিগুণাত্মক চিত্ত
গদ্বারা বিশুদ্ধসত্ত্ব হইলে, উহা পুরুষের মোক্ষের কারণ হয়
এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ" অর্থাৎ 'মনই মনুষ্যগ
ন ও মুক্তির কারণ।' পুরুষ চিন্মাত্র, নিষ্ক্রিয় ও অপরিণামী
ষ সংহত পদার্থ নহেন বলিয়া পরার্থও নহেন। পুরুষ অপে
ত তত্ত্বও নাই। শ্রুতি বলেন—"পুরুষাৎ ন পরঃ কিঞ্চিৎ" অথ
ষ হইতে শ্রেষ্ঠ কিছুই নাই' (কঠোপনিষৎ)। ইদানীং শাস্ত্রয
ল্যের নিরূপণ জন্য অতঃপর দশটি সূত্র করা হইতেছে।

বিশেষদর্শিন আত্মভাবভাবনা-
বিনিবৃত্তিঃ ॥ ২৫

[বিশেষদর্শিনঃ যোগিনঃ (বুদ্ধি ও পুরুষের ভেদ-সাক্ষাৎকারী যোগী

সূত্রার্থ—বুদ্ধি ও পুরুষের ভেদ-সাক্ষাৎকারী যোগীর আত্মত
য়ক সমস্ত জিজ্ঞাসার সম্যক্ নিবৃত্তি হয়।

দা বিবেকনিম্নং কৈবল্যপ্রাগ্‌ভারং
চিত্তম্ ॥ ২৬ ॥

[তদা (সেই বিশেষদর্শন হইলে) বিবেকনিম্নং তৎ চি
বেকপ্রবণ সেই চিত্ত) কৈবল্য প্রাগ্‌ভারং ভবতি (কৈবল্যাভিমু
া কৈবল্যেই সমাপ্ত হয়)]

সূত্রার্থ—পূর্বসূত্রে উক্ত সেই বিশেষদর্শন লাভ হইলে বিবে
ণ সেই চিত্ত কৈবল্যামুখী হয় এবং কৈবল্যেই উহার পরিসমা
।

ব্যাখ্যা—বুদ্ধি ও পুরুষের ভিন্নতাখ্যাতি হইলে বিবেকপ্র
পরবৈরাগ্যবশতঃ সমস্ত বিষয়চিন্তা ত্যাগকরতঃ বিবেক
া আত্মধ্যানেই সর্বদা রত থাকে এবং কৈবল্যেই উহার প
প্তি ঘটে। এইপ্রকার বিবেকবাহী চিত্তে যে সকল বাধ
র্ভাব হয়, পরবর্ত্তী কয়েকটি সূত্রে উহাদের হেতু প্রদর্শন করি
দের ত্যাগোপায় কথিত হইতেছে।

চ্ছিদ্রেষু প্রত্যয়ান্তরাণি সংস্কারেভ্য
॥ ২৭ ॥

[তচ্ছিদ্রেষু (বুদ্ধি ও পুরুষের ভিন্নতাখ্যাতিমাত্র-প্রবাহী চিত্তে

সূত্রার্থ—সেই বিবেকজ্ঞান-প্রবাহের অন্তরালসমূহে পূর্বসংস্কারবশত
ি' ও 'আমার' রূপ ভোগ-সংস্কার মধ্যে মধ্যে উদিত হইয়
।

ব্যাখ্যা—বিবেকখ্যাতির পর যাবৎ চিত্তের সম্যক্ ক্ষয় না হয়
 পূর্বসংস্কারবশতঃ মধ্যে মধ্যে চিত্তে অবিবেক-প্রত্যয় উঠিতে
। কিন্তু বিবেক-সংস্কার যত দৃঢ়তা লাভ করে, ততই আ
া উঠিতে পারে না। সংস্কারসকলের সম্যক্ ক্ষয়ে পুরুষে
ল্যমোক্ষ লাভ হয়।

হানমেষাং ক্লেশবদুক্তম্ ॥ ২৮ ॥

[ক্লেশানাং (অবিদ্যাদি ক্লেশের) হানং ইব (নিবারণের ন্যায়
 হানম্ (এই সকল ব্যুত্থান-সংস্কারের নাশ করিতে হইবে
কারৈঃ উক্তম্ (শাস্ত্রকারগণ ইহা বলিয়াছেন)]

সূত্রার্থ—পূর্বে সাধনপাদে ২৫ সূত্রে যেরূপ অবিদ্যাদি ক্লেশে
র উপায় উক্ত হইয়াছে, সেই উপায়েই এইসকল ব্যুত্থান প্রত্য
কে নাশ করিতে হইবে।

ব্যাখ্যা—বিবেকখ্যাতি দ্বারা আত্মসাক্ষাৎকার হইলেও যাব
র বহির্বৃত্তিসকল সম্যক্ নিরুদ্ধ না হয়, তাবৎ সমস্ত বিষয়
 পরিহারপূর্বক আত্মধ্যানে নিরত থাকা কর্তব্য। চিত্তে
কপক্ষয়ের ও চিত্তবিশ্রান্তির ইহাই উপায়।

সংখ্যানেঽপ্যকুসীদস্য সর্ব্বথা-
বিবেকখ্যাতের্ধর্ম্মমেঘঃ সমাধিঃ
॥ ২৯ ॥

য়) ধর্মমেঘঃ সমাধিঃ ভবতি (ধর্মমেঘ নামক সমাধি হই
ক)]

সূত্রার্থ—বিবেকখ্যাতি জনিত সিদ্ধিতেও (৩।৫৪ সূত্র দ্রষ্টব্য
ক্তিশূন্য যোগীর পূর্ণ বিবেকখ্যাতির উদয়ে ধর্মমেঘ নাম
ধি হইয়া থাকে ।

ব্যাখ্যা—মেঘ যেমন বারিবর্ষণ করে, সেইরূপ এই 'ধর্মমে
ধি পরম ধর্মকে মেহন অর্থাৎ বর্ষণ করে, সেইজন্য ইহার না
মেঘ' । যখন ব্রাহ্মণ বিবেকখ্যাতিজন্য সিদ্ধিতেও বিরক্ত হ
। তাঁহার পূর্ণ বিবেকখ্যাতি হইয়া থাকে । তখন সংস্কার বী
হওয়ায় তাঁহার আর অন্য প্রত্যয়সকল উদিত হয় না
ইহার ধর্মমেঘ নামক সমাধি হয় । ইহারই অপর না
কল্প বা নিরোধ সমাধি ।

ততঃ ক্লেশকর্ম্মনিবৃত্তিঃ ॥ ৩০ ॥

[ততঃ (উহা হইতে) ক্লেশ-কর্ম-নিবৃত্তিঃ (ক্লেশ ও কর্ম
ত্তি) ভবতি (হয়)]

সূত্রার্থ—সেই ধর্মমেঘ সমাধি হইতে অবিদ্যাদি ক্লেশের এ
পুণ্যাদি কর্মসকলের নিবৃত্তি হয় ।

ব্যাখ্যা—সেই ধর্মমেঘ সমাধি হইতে অবিদ্যাদি ক্লেশসকল সমূ
প্রাপ্ত হয় । কুশল এবং অকুশল কর্মাশয়সকল সমূলে আহ
। বিনষ্ট হয় । ক্লেশ ও কর্মের নিবৃত্তিতে সেই বিদ্বান্ জীবি
য়াও বিমুক্ত হন । কারণ বিপর্যয়ই জন্মের কারণ, যাঁহা

তদা সর্বাবরণমলাপেতস্য জ্ঞানস্যান
ন্ত্যাজ্ জ্ঞেয়মল্পম্ ॥ ৩১

[তদা (তখন) সর্বাবরণমলাপেতস্য (সর্ব আবরণমলরহিত
নস্য (জ্ঞানের) আনন্ত্যাৎ (আনন্ত্যহেতু) জ্ঞেয়ং (চেতনাচে
য় বস্তুসকল) অল্পং ভবতি (অল্প হইয়া যায়)]

সূত্রার্থ—তখন সব প্রকার আবরণ-মলরহিত সেই জ্ঞানের আনন্তে
নায় জ্ঞেয় বস্তুসকল আকাশে খদ্যোতের ন্যায় অল্প হইয়া যা

ব্যাখ্যা—রজঃ ও তমোগুণ চিত্তের জ্ঞানশক্তির আবরক
ন ধর্মমেঘ সমাধিদ্বারা সেই রজস্তমোমল সম্যক্ অপনীত হ
ন অবিদ্যাদি ক্লেশ ও কর্মাবরণ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত জ্ঞান অ
য়া পড়ে। সেই অনন্ত জ্ঞানের তুলনায় চেতন ও অচেতনা
তীয় জ্ঞেয় বস্তু আকাশে খদ্যোতের ন্যায় অল্প বা তুচ্ছ হই
ড়। ধর্মমেঘ সমাধির পরিপাকে বাসনাজাল সম্যক্ প্রবিলা
পুণ্যপাপাখ্য কর্মসঞ্চয় সমূলে উন্মুলিত হয় এবং করস্থ আমলক
য় জ্ঞান প্রতিবন্ধশূন্য ও দৃঢ় হয়।

ততঃ কৃতার্থানাং পরিণামক্রমসমাপ্তি
গুণানাম্ ॥ ৩২

[ততঃ (তাহা হইতে) কৃতার্থানাং গুণানাং (পুরুষের ভোগাপ
াদন করিয়া ত্রিগুণের কার্য্য শেষ হওয়ায় কৃতার্থ গুণসকলে
ণামক্রমসমাপ্তিঃ (পরিণামক্রমের সমাপ্তি) ভবতি (হয়]

সূত্রার্থ—অনন্তর পুরুষের ভোগাপবর্গ সম্পাদন করিয়া ত্রিগুণাত্মি

ব্যাখ্যা—পুরুষকে ভোগ ও অপবর্গ প্রদান করিবার জন্য
য়ের পরিণাম বা প্রবৃত্তি। সেই প্রবৃত্তি দুইপ্রকার—বহির্মুখী
অন্তর্মুখীন। অন্তর্মুখীন প্রবৃত্তি নিবৃত্তি নামে অভিহিত হয়
য়ের অঙ্গাঙ্গিমিলনে এই উভয়প্রকার বৈষম্য-পরিণাম ঘটি
। গুণত্রয়ের বহির্মুখী প্রবৃত্তি পুরুষের ভোগের এবং অন্তর্মু
ত্তি মোক্ষের কারণ হয়। ধর্মমেঘ সমাধির পরিপাকে অবিদ্যা
ার ও কর্মের সম্যক্ নিবৃত্তি ঘটে এবং জ্ঞানের পরাকা
প্ত হয়। তখন পুরুষকে ভোগ ও অপবর্গ প্রদান করি
গুণের প্রয়োজন সমাপ্ত হয় অর্থাৎ গুণসকলের বৈষম্য-পরিণামে
ত্তি হইলে পরিণামক্রমেরও নিবৃত্তি ঘটে। কিন্তু মূলা প্রকৃতি
ব হয় না, কারণ গুণত্রয়ের সাম্য-পরিণাম তখনও চলিতে
। কৈবল্যপ্রাপ্ত পুরুষের চিত্ত সেই মূলা প্রকৃতিতে লীন হয়
ল্যপ্রাপ্ত পুরুষের নিকট সেই চিত্তের বা উহার গুণ-পরিণামে
হয়, উহাদের পুনরুদয় হয় না—ইহাই নির্বীজ অসম্প্রজ্ঞা
ধি বা পুরুষের স্বীয় দ্রষ্টৃস্বরূপে অবস্থিতি বা কৈবল্য।

ক্ষণ-প্রতিযোগী পরিণামাপরান্ত-
নির্গ্রাহ্যঃ ক্রমঃ ॥ ৩৩ ॥

[ক্ষণ-প্রতিযোগী (ক্ষণদ্বয় যাহার প্রতিযোগী বা নিরূপক
ণামাপরান্তনির্গ্রাহ্যঃ (পরিণামের শেষসীমা দেখিয়া যাহা
ধারণ করিতে হয়) পদার্থঃ (এরূপ পদার্থই) ক্রমঃ (ক্রম)]

সূত্রার্থ—ক্ষণদ্বয় যাহার প্রতিযোগী বা নিরূপক, উহাই ক্রম

-পরম্পরায় পরিণাম প্রাপ্ত হইতেছে। কিন্তু অল্পক্ষণের পরিব
্যমধ্যে আসে না। দীর্ঘকাল পরে বস্তুর চরম পরিণাম দেখি
ারা জানিতে পারি যে, ঐ পরিণাম আমাদের চক্ষুর অন্তরা
-পরম্পরায় হইয়াই বস্তুটি এই চরম অবস্থায় উপনীত হইয়াে
ক্ষণের ক্রম নাই। এক ক্ষণের পর অপর ক্ষণের উদ
ধর্মের যে পরিণামান্তর প্রাপ্তি ঘটে—উহাই ক্রম। অে
ণের আশ্রয়কারী যে পরিণামধারা উহাকে পরিণাম-ক্রম বলে।
পূর্ব সূত্রে বলা হইয়াছে যে, মুক্ত পুরুষের নিকট ক্রমের সমা
। উহা হইতে প্রশ্ন হইতে পারে সেই ক্রম কি ? তদুত্ত
সূত্রে বলা হইতেছে "ক্ষণপ্রতিযোগী ক্রমঃ" অর্থাৎ 'ক্ষণ যাহ
তিযোগী, উহাই ক্রম'—ইহা দ্বারা ক্রমের স্বরূপ দেখান হইল
ণে 'প্রতিযোগী' শব্দের অর্থ কি ? উহার উত্তর--যে ক্ষণে
ধর্মের উদয় হয়, ঐ ধর্মই সেই ক্ষণের প্রতিযোগী। পরক্ষণে
ক্ষেপে ঐ বস্তুর যে পরিণাম, উহাই পূর্ব ধর্মের ক্রম। এ
প ক্রমের স্বরূপ দেখাইয়া সূত্রকার "পরিণামাপরান্তনির্গ্রাহ্যঃ" সূত্রে
অংশ দ্বারা ক্রম-সম্বন্ধে প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছেন। ইহা
হইল—পরিণামক্রমের শেষ সীমা দেখিয়া ক্রমের অবধা
।

প্রশ্ন হইতে পারে যে, সাংখ্য ও যোগমতে তো প্রকৃতি
াগুণকে নিত্য মানা হয়। তবে উহার (প্রকৃতির) পরিণ
রূপে সম্ভব ? এতদুত্তরে বলা যায়, নিত্য পদার্থেও ক্রম থাকি
রে। পরিণাম হইলেও যাহার স্বরূপের হানি হয় না, উহাকে
ত্যবস্তু বলে। এই শাস্ত্রমতে বস্তুসকলের নিত্যতা দুই প্রক

ামশূন্য, সর্বদা একরূপ ও নির্বিকার। পুরুষের কখনও
ব হয় না বলিয়া পুরুষ নিত্য। প্রকৃতির বা তিনগুণের যে
তা, উহা পরিণামি-নিত্যতা। গুণসকলের সর্বদা পরিণাম
নও উহাদেরও কখনও অভাব হয় না বলিয়া উহারা নিত্য
র যে নিত্যতার লক্ষণ করা হইয়াছে, উহা পুরুষেও অব্যাপ্ত
। যদিও চৈতন্য-স্বরূপ পুরুষে কাল ও ক্রমধারা নাই বলিয়া
পরিণামী নহেন, তথাপি পুরুষের সেই কূটস্থতা বুঝিতে গেলে
সর আশ্রয় লইতে হয়। অর্থাৎ 'পুরুষ সর্বদা একরূপে
ছন, ছিলেন ও থাকিবেন,' এইরূপে কালের আরোপ করিয়া
রা পুরুষের কূটস্থতা বুঝিতে পারি। কালের ক্রমধারা
রাপ না করিয়া পুরুষের কূটস্থতা বুঝা যায় না। পরিণামি
্য পদার্থও দ্বিবিধ—(১) তিনগুণ বা প্রকৃতি (২) সত্ত্বাদি গুণ
্য বুদ্ধ্যাদি। উহাদের মধ্যে মূলা প্রকৃতির তিনগুণের পরিণাম
র অবসান হয় না। কিন্তু ধর্মমেঘ সমাধির পরিপাকে সত্ত্বা
ার্য্য বুদ্ধ্যাদির পরিণাম-ক্রমের সমাপ্তি ঘটে, ইহা পূর্বসূত্রে দেখা
াছে। মুক্ত পুরুষের দৃষ্টিপথে গুণ বা গুণকার্য্য বিদ্যমান
কলেও উহারা অজ্ঞ পুরুষগণের উপর তখনও প্রভাব বিস্তার করে
শাস্ত্রমতে তিনগুণ কখনও ব্যক্তাবস্থা লাভ করে, কখনও
ক্তভাবে থাকে। ব্যক্তাবস্থায় উহাদের বৈষম্য-পরিণাম এ
্যক্তাবস্থায় উহাদের সাম্য-পরিণাম চলিতে থাকে। কিন্তু প্রকৃ
ত্য বলিয়া উহার কখনও অভাব হয় না।

ুরুষার্থশূন্যানাং গুণানাংপ্রতিপ্রসব
[illegible]

[পুরুষার্থশূন্যানাং গুণানাং (পুরুষকে ভোগাপবর্গ প্রদানকরত
ার্থশূন্য গুণসকলের) প্রতিপ্রসবঃ (প্রকৃতি-স্বরূপে লীনভাবে
স্থান) এব কৈবল্যম্ (উহাই কৈবল্য) বা (অথবা) স্বরূপ
ষ্ঠা চিতিশক্তিঃ ইতি (উহাই স্বরূপ-প্রতিষ্ঠ চিতিশক্তি)]

সূত্রার্থ—পুরুষের ভোগাপবর্গের পরিসমাপ্তিতে গুণসকলের বৈষম্
ত্যাগকরতঃ প্রকৃতিরূপে অবস্থানই কৈবল্য অথবা উহাই চিতি
ের স্বরূপ-প্রতিষ্ঠা ।

ব্যাখ্যা—গুণসকল পুরুষের ভোগাপবর্গ সাধন করিয়া কৃতার্থ হইলে
দের প্রয়োজন সমাপ্ত হয় । তখন যে ক্রমে উহারা সৃষ্টিরূপে
ত হইয়াছিল, উহার বিপরীত ক্রমে মূলা প্রকৃতিতে বিলীন হয়
ষ তখন প্রকৃতির প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়া স্ব-স্বরূপে প্রতিষ্ঠি
। চেতন পুরুষ নিত্য শুদ্ধ, বুদ্ধ ও মুক্তস্বরূপ । তথাপি
যেমন সর্বদা মেঘনির্মুক্ত হইলেও মেঘ যখন আমাদের দৃ
ত করে, তখন আমরা বলি—'সূর্য্য মেঘ দ্বারা ঢাকিয়া গেল'
ার মেঘ সরিয়া গেলে বলি—'সূর্য্য মেঘমুক্ত হইলেন'—আত্মা
ুক্তি ব্যবহারও তদ্রূপ । অবিবেকবশতঃ আত্মাকে বদ্ধ মন
। বিবেকখ্যাতির উদয়ে আত্মা মুক্তবৎ প্রতিভাত হন । স্বরূপত
আত্মাতে বন্ধমুক্তি কিছুই নাই "ন নিরোধো ন চোৎপত্তি র্ন বদ্ধো
চ সাধকঃ । ন মুমুক্ষু র্ন বৈ মুক্ত ইত্যেষা পরমার্থতা" (মাণ্ডুক
রিকা ২।৩২) অর্থাৎ চরমসিদ্ধান্তে 'নিরোধ, উৎপত্তি, বদ্ধ, সাধক
ক্ষু, মুক্তাদি ভাব নাই—ইহাই পরমার্থতা।'